আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

অষ্টম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

অষ্টম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঈপ্সিত কর্ম্মাবলীর মধ্যে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থের প্রকাশ অন্যতম। বিশ্বপিতা স্বয়ং মানুষীলীলায় আবির্ভূত হ'য়ে মানুষের আর্ত্তি ও পীড়া গ্রহণ ক'রে তাদের বাঁচাবাড়ার সঠিক পথ নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছেন তাঁর অজস্র বাণীর মধ্য-দিয়ে। প্রতিনিয়ত লক্ষ-লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে তাঁর শ্রীচরণোপান্তে। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত, দাম্পত্য, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বহুবিধ ব্যথার কথা তাঁর কাছে নিবেদন করেছে। এইরকম এক-একদিনে তাঁর যে কতরকম লোকের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কতরকম বিষয়, কত ভাব, কত সমস্যা, কত বেদনা। নিত্যদিনকার এই ইতিহাস নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের বিষয়বস্তু। দিনের কোন্ ক্ষণে, কোন্ বিশেষ অবস্থায়, কোন্ বিশেষ ভাব তাঁর অমৃতনিষ্যন্দী বাণীবিন্যাসের মধ্য-দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তার একটা সামগ্রিক পরিচিতি এই আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ। গ্রন্থের খণ্ডগুলি পর-পর পাঠ ক'রে গেলেই তাঁর মননের বিবর্ত্তনের ইতিহাস কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। এদিক দিয়ে এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

পরম দয়ালের আশীর্ব্বাদে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থধারার ৮ম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে সর্ব্বমোট ৩৮১টি বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি আছে ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাণী (৩৭২৫ নং)। প্রথম বাণীটির অবতরণকাল ইং ৯।৯।১৯৫১, সকাল ৮টা ৩০ মিনিট। আর, গ্রন্থের শেষ বাণীটি অবতীর্ণ হয়েছে ইং ৩১।১২।১৯৫১ সালের বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থের সমস্ত বাণীই

দয়াল ঠাকুরের দেওঘরে অবস্থানকালে প্রদত্ত। অন্যান্য খণ্ডের মত এই খণ্ডেও ধর্ম্ম, বিশ্বাস, ভালবাসা, সদাচার, বিবাহ, নারীজীবন, শাসনব্যবস্থা সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাণী আছে। তা' ছাড়া শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার অনেকগুলি শ্লোকের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এই খণ্ডের অন্যতম আকর্ষণ।

আধিজর্জ্জরিত ভবব্যাধিক্লিষ্ট এই পৃথিবীতে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের সন্ধিৎসু অনুধ্যানপরায়ণ পঠন, পাঠন ও অনুশীলন বহন ক'রে আনুক শান্তি, স্বস্তি ও সৌন্দর্য্য—এই আমাদের প্রার্থনা পরমপ্রেমময়ের রাতুল চরণকমলে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
ইং ১৫।৯।১৯৭৮
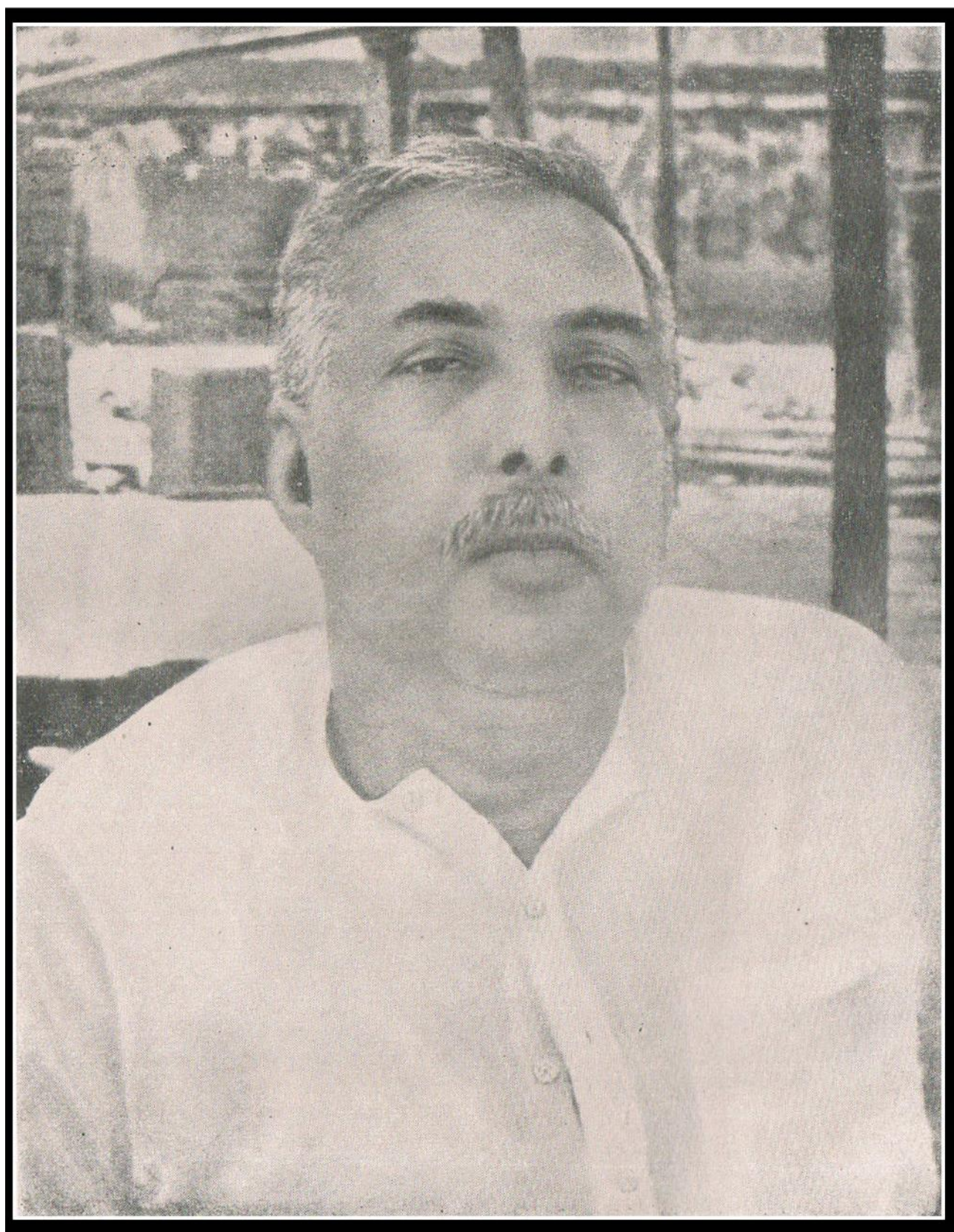
আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ঈশ্বর-অনুবর্ত্তিতার বাচালতা নিয়েও
তাঁ'র প্রেরিতদের সার্থক সুসঙ্গত
আপূরয়মাণ নিদেশ-বিরুদ্ধ চলনে চলা
ও তা' সমর্থন করা,
ধর্ম্মকথা ব'লেও
বিভেদপ্রসূ ধর্ম্মবিরুদ্ধ চলনে চ'লে
ঐ ধর্ম্মকথাকে
নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ ক'রে ব্যবহার করা,
প্রেরিত পুরুষোত্তমের আশ্রিত ও অনুবর্ত্তক ব'লে
পরিচয় দিয়েও
তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করা,
আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থসন্দীপী
দ্বিজাধিকরণ, সম্প্রদায় ও সমাজ
বা রাষ্ট্রের আওতায় থেকেও
তা'র সৎ-সেবায় ব্যাপৃত না থেকে
ওরই অহিতে আগ্রহান্বিত হওয়া,
স্বার্থলোলুপ সরিসৃপী কূটকৌশলে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী সংহতিতে অপঘাত করা,
শ্রেয়পালক, সমর্থক ও বান্ধব যাঁ'রা
তাঁ'দের দ্বারা প্রতিপালিত, পরিপোষিত
ও পরিপূরিত হ'য়েও
বা কোথাও আশ্রিত থেকেও
তাঁ'দের সঙ্গে অসদ্ভাব করা
বা তাঁ'দের অমঙ্গল করা—

তা' নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হো'ক
বা গর্ব্বেপ্সা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার দরুনই হো'ক,
এক-কথায়, কা'রও স্বাপক্ষে থেকে
বা তা'ই ব'লে পরিচয় দিয়ে
তা'র বিরুদ্ধাচরণ করা
হিতঘ্নিতারই লক্ষণ ;
অমনতর যা'রা করে,
হিতঘ্নী তা'রাই,
তা'রাই মোনাফেক,
যে-কোন বিধানের বিষাক্ত জীবাণু তা'রাই । ৩৫৯৮ ।
৯।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

সার্থক সুসঙ্গত অনুভূতি
বা সুসঙ্গত বোধি ও বিজ্ঞানের হোতা যা'রা,
তা'দের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
নিরন্তর ঐকান্তিকতার সহিত
আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম, আচার্য্য বা সদ্গুরুতে
অচ্যুত সক্রিয় সেবাসন্দীপনী নিষ্ঠা—
যা' চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
এর ব্যত্যয় যেখানে—
বিভ্রান্তির বিস্ফোরণী খল প্রবৃত্তির
লোল রঙ্গিল অধ্যাস সেখানে তেমনি ;
তাই, তুমি যেই হও, আর যা'ই হও,
বোধ ও অনুভূতিই যদি চাও—
নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে
যত পার বিরতই থাক,
আর, ইষ্টার্থ-আপূরণী বিব্রতি নিয়ে

ত্রস্ত সন্দীপনায় ব্যস্ত হ'য়ে চল,
একদিন সার্থকতা
তোমাকে মহিমান্বিত ক'রে তুলবে ;
আপনাকে নিয়ে যে যত বিব্রত
বিপত্তিও তা'র তত। ৩৫৯৯।
৯।৯।১৯৫১, সকাল ৯টা

মানুষ শাসনে সংযত হয়,
আর, তোষণে সংবুদ্ধ হয়,
অনুপ্রেরণা পায় ;
তাই, শাসনের সাথে তোষণ না থাকলে
কাউকে সংশোধনের পথে নেওয়া কঠিন। ৩৬০০।
৯।৯।১৯৫১, বেলা ৯-৫০

নিবাহেচ্ছুক নারীগণের পক্ষে
আপূরয়মাণ প্রেরিত তথাগত
বা পুরুষোত্তম-প্রেরণা-দীপ্ত
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী হ'য়ে
পাঁচটি ঋতুস্নান অতিক্রম ক'রে
বিশুদ্ধ আত্মমার্জ্জনায় নিজেকে পবিত্রপ্রভ ক'রে
নিজের জন্মগত বর্ণ ও কুলের বরণীয়
কোন শ্রেয়-পুরুষের সহিত
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে
পরিবার ও পরিবেশের সেবায়
আত্মনিয়োজনের সহিত
সক্রিয় সেবাপ্রাণতা নিয়ে
তপশ্চর্য্যানিরত হ'য়ে

সুষ্ঠু অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
জীবন অতিবাহিত করাই
মহিমান্বিত সার্থকতা,
কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা থাকলে
নিবাহ-অনুবর্ত্তী হওয়া অবিধেয়। ৩৬০১।
৯।৯।১৯৫১, রাত ৯-১৫

প্রহরীদের হওয়া চাই—
সদ্বংশ, অবিমিশ্র বা অনুলোম সম্বন্ধ-জাত,
মিষ্ট, সেবাপ্রাণ, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, তড়িৎকর্ম্মা,
চকিত সন্ধিৎসু, দুর্ব্বার,
হিতীনিষ্ঠ ও অলুব্ধ। ৩৬০২।
১০।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৫

তোমাদের আপূরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী
ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সত্তা-সম্পদ্
ও সর্ব্বাপূরণী যে-কোন দ্বিজাধিকরণ
যেখানে বিপন্ন,
তখন যে যেখানেই থাক না কেন—
প্রস্তুতি ও পরাক্রম নিয়ে
কা'রও প্রতি যদি কা'রও
দ্রোহভাব, বিরক্তি বা শত্রুতা থাকে
তা' জলাঞ্জলি দিয়ে
অদম্য সংহতি নিয়ে
ঈশ্বর ও প্রেরিতদের নামে একপ্রাণতায়
ঐ জিঘাংসু অসৎ যা'
যা'তে তোমাদের ঐগুলি বিপন্ন হ'য়ে ওঠে,

তা'কে নিরোধ ক'রতে
একবিন্দুও কালক্ষয় ক'রো না ;
ঈশ্বরে লক্ষ্য রেখে মুক্তবিপদ হওয়াই
তোমাদের গণতপ তখন,
তোমাদের জন্ম যেন
অসৎ-নিরপেক্ষ
হিতঘ্নিতায়
পর্য্যবসিত না হয় ;
স্বস্তিপাবক দেবদাস্ত তোমরা ;
সাবধান ! ৩৬০৩ ।
১০।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

চিকিৎসক তিন প্রকারের,
একপ্রকার হ'লেন গৃহ-চিকিৎসক,
মুখ্যতঃ তিনি রোগীকে পরিচর্য্যা ক'রে থাকেন ;
আর একপ্রকার উপচর্য্যী চিকিৎসক,
তিনি গৃহ-চিকিৎসককে যুক্তি ও পরামর্শের দ্বারা
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন ;
আর আছেন মন্ত্রণ-চিকিৎসক,
তিনি উপচর্য্যী ও গৃহ-চিকিৎসককে
সুসঙ্গত অনুধ্যায়িতার সহিত
উপযুক্ত নিরাময়ী মন্ত্রণা দান করেন। ৩৬০৪ ।
১০।৯।১৯৫১, বেলা ৯-৪৫

তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের
জীবন-প্রস্রবণেরই একটি উদ্গম,
তোমাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষের

সত্তানুসজ্জিত সংবোধ-সংস্কৃতি
জন্ম-তাৎপর্য্যে নিহিত হ'য়ে আছে,—
তা' খানিকটা ঘুমন্ত হ'য়ে
আবার খানিকটা সজাগ সঙ্গতি নিয়ে,
এক-কথায়, তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষেরই
অস্তিত্বধারার একটা উদ্‌গতি ;
তাই, গোত্রীয় আভিজাত্য তোমার কাছে
নিতান্তই অপরিহার্য্য—
যা'র স্মরণ ও করণে,
অভিজাত উদ্বোধনায়
অভ্যাসে পুনরুজ্জীবনে
তোমার বিবর্ত্তন
আবর্ত্তনী স্ফুরণে ফুটন্তই হ'য়ে উঠবে,
চ'লবেও তেমনি ;
তাই, গোত্র-অভিজাত্য-গৌরব
যেন তোমার কাছে পুত হ'য়ে ওঠে—
প্রতিপ্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের প্রতি
সুসঙ্গত, সক্রিয় শ্রদ্ধানুচর্য্যা নিয়ে,
তোমার প্রতিটি কর্ম্ম যেন
তোমার পিতৃপুরুষেরই তর্পণ হ'য়ে দাঁড়ায়,
তাঁ'রা যেন সার্থক হ'য়ে ওঠেন তোমাতে। ৩৬০৫ ।
১০।৯।১৯৫১, বেলা ১০-৩২

যে-মেয়েরা
শ্রেয়-শ্রদ্ধানিবদ্ধ গার্হস্থ্য-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষিত হ'য়ে না উঠে
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচর্য্যায়

শিক্ষালাভ ক'রে থাকে,
তা'রা প্রবৃত্তিগুলির লাম্পট্য-অভিযান
ও প্রলুব্ধতাকে এড়িয়ে
সুস্থ ও সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারে না,
আত্মম্ভরী গর্ব্বেপ্সাই
আধিপত্য ক'রে থাকে তা'দের জীবনে,
তাই, তা'দের বিবাহিত জীবন
সুকেন্দ্রিক, সুখী ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয় কমই,
এবং তা'রা সুজনয়িত্রীও হ'তে পারে কম। ৩৬০৬।

১০।৯।১৯৫১, রাত ৮টা

তোমার জীবনচলনার যা'-কিছু প্রয়োজন
তা' নিষ্পন্ন ক'রতে
যে সমস্ত উপকরণগুলির দরকার হয়,
সেগুলির সহজ সুবিন্যাসে
যেখানে যা' যেমনতর রাখলে
সুচারু ও সুন্দর দেখায়, মানায়,
আর, কাজ নিষ্পন্ন করবার সুবিধা হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর মনোজ্ঞ ব্যবস্থিতিকে
সুন্দর সাজগোজ বলা যায়,
এই এমনতর সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সহিত সুবিন্যাস
তোমার অন্তর-বিন্যাসেরই প্রতিচ্ছবি;
তাই, যেখানে জীবনচলনার যা'-কিছুর সাথে
অর্থাৎ কথাবার্ত্তা, আচার, ব্যবহার
ইত্যাদির সাথে
ঐগুলির সুতাল সামঞ্জস্য
দেখতে পাওয়া যায়,

তোমার বোধাত্ম-অনুভূতি
নন্দিত হ'য়ে ওঠে সেখানে,
তুমি তৃপ্তি পাও ;
তোমার যদি অমনতর হয়
তুমিও তৃপ্তি দেবে অন্যকে,
নন্দিত ক'রে তুলবে । ৩৬০৭ ।
১০।৯।১৯৫১, রাত ৮-৩২

যা'রা শ্রেয়ে যুক্ত নয়কো—
তা'দের বোধসঙ্গতি হ'য়ে ওঠে না,
অযুক্ত যা'রা
তা'রা তদ্ভাবে ভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে না ব'লেই
তা'দের ভাবসংহতিও হয় না,
যা'দের ভাব নাই
অর্থাৎ যা'তে যুক্ত
সেই ভাবে যা'রা ভাবান্বিত হ'য়ে ওঠেনি—
চিন্তা ও বাস্তব চরিত্রে,
অভাবের দাউ দহন নিয়েই
চ'লতে থাকে তা'রা,
তাই, তা'দের শান্তিও নাই ;
আর, অশান্ত যা'রা, তা'দের সুখ কোথায় ?—
গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি এমনতরই ;
তাই, যথাতাৎপর্য্যে আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁ'তে যুক্ত হওয়া বা যুক্ত থাকাই
দুনিয়ায় দোর্দ্দণ্ড বাত্যার ভিতর-দিয়ে
সমঞ্জসা চলনের একমাত্র উপায়,
ঐ সুসঙ্গত সমঞ্জস চলনই শান্তি ;

তুমি যা'তে যেমনতর যুক্ত হবে
ফলও ফলবে তেমনতর। ৩৬০৮।
১১।৯।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

সুনিষ্ঠ শ্রেয়-অনুচর্য্যা,
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী বিবাহ,
নারীর সতীত্ব এবং পারিবারিক সংহতি—
সমাজ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। ৩৬০৯।
১১।৯।১৯৫১, বেলা ৯টা

কর্ম্মবিহীন ভাব
আর চর্য্যাবিহীন ধর্ম্ম—
দুইই ক্লীব। ৩৬১০।
১১।৯।১৯৫১, রাত ১২-২৫

নিজেকে ইষ্টার্থনিবদ্ধ কর,
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অচ্যুত চলনে সৎ-তপা হ'য়ে
নিজেকে এমনতর ক'রে তোল,—
যেন প্রত্যেকটি চিন্তা, চলন, কর্ম্ম,
আচার, ব্যবহার
যা'-কিছু সবই ইষ্টার্থপূরণী হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টার্থ ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তোমাতে
প্রীতি-জলুস বিকিরণ ক'রে ;
ঐ ইষ্টার্থ-জলুস নিয়ে
প্রীতিসন্দীপনী সেবানুকম্পার ভিতর-দিয়ে
গণহৃদয়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর,

তোমার চতুর চক্ষু
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
তীক্ষ্ণ নজরে সব্যষ্টি গণহিতী হ'য়ে উঠুক—
সক্রিয় বাস্তব অনুচর্য্যায়,
এমনি ক'রেই গণ-অভিভাবক হ'য়ে ওঠ,
এই অভিভাবকত্ব
যেখানে যত সুষ্ঠু, সঙ্গত ও প্রখর
বড়ত্বও সেখানে তত দীপ্ত ;
গণস্বার্থই যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
তোমাতে স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক—
ঐ তপ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই,
আর, তুমি তা'র উপযুক্ত পরিবেষণে
ন্যায্য পরিপোষণায়
বিহিত তৎপরতায়
মানুষকে পোষণপুষ্ট ক'রে তোল ;
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী গণমঙ্গলে
তুমি তড়িৎ-দ্যুতি বিকিরণ ক'রে চল—
অনুসন্ধিৎসু, দক্ষ, ক্ষিপ্র তাৎপর্য্য নিয়ে,
এমনি ক'রেই মানুষের নেতা হও,
মানুষের নিয়ন্তা হও,
যন্তা হ'য়ে ওঠ তা'দের ;
তোমার যত্নে
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন উর্ব্বর হ'য়ে ওঠে—
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধন-সংক্রমণে,
সংহত হ'য়ে ওঠে যেন সবাই

অচ্যুত মঙ্গল-আকর্ষণে,
বাণী তোমার দিগন্তকে ভেদ ক'রে
প্রত্যেকটি অন্তরে চৌম্বক-আকর্ষণ সৃষ্টি করুক—
সংহত ক'রে সবাইকে
সুসঙ্গত ন্যায়-তাৎপর্য্যে
বাস্তবতার বিপুল প্রস্রবণে ;
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপেই যেন
লোক-অন্তর স্বস্তি-তালে বেজে ওঠে,
'স্বাগতম্'-সুর প্রতিটি অন্তরে
উদাত্ত উদ্গতিতে
তোমাকে অভিনন্দিত করুক। ৩৬১১ ।
১১৷৯৷১৯৫১, বিকাল ৫-২০

শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত, বোধিকুশল, সুকেন্দ্রিক্
ইষ্টার্থপরায়ণ জীবন-অভিযানই
বেদপ্রভ হ'য়ে ওঠে,
আর, সর্ব্ববেদই অধিগত হ'য়ে থাকে
অমনতর জীবনে। ৩৬১২ ।
১২৷৯৷১৯৫১, সকাল ৭-১৫

তোমাদের ইষ্টার্থপরায়ণ প্লব-চলন
যেন চির-চলন্ত হ'য়েই চলে—
ঈশ্বর ও আপূরণী ইষ্টপুরুষকে কীলকেন্দ্র ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী সদ্ধর্ম্মকে
আশ্রয় ক'রে
সুসঙ্গত বিদুষী বাস্তবতায়
ক্রমপদক্ষেপে আরোর পথে বিবর্ত্তনে চ'লে—

যা'-কিছু সবেরই অন্বয়ী সার্থকতায়
পূরণপোষণী সামঞ্জস্যে,
আপূর্য্যমাণ পরমার্থ-তাৎপর্য্য নিয়ে
অমরতার উৎক্রমণী অধিগমনে ;

যেন মনে থাকে—
তোমার কৃষ্টি
একটা স্থবির প্রথা-প্রোথিত নয়কো,
আবার, পূর্ব্বাপর-সার্থক-সঙ্গতিরহিত
ব্যতিক্রমতুষ্টও নয়কো ;

ইষ্টকে আশ্রয় কর,
ঈশ্বরে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখ,
হাত বাড়িয়ে
অনন্তকে আলিঙ্গন ক'রতে ক'রতে চল,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠুক যা'-কিছু সব
তোমার ঈশ্বরে—
ইষ্টার্থপরায়ণ কর্ম্মদীপনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সুসঙ্গত বহুদর্শিতায়
বিজ্ঞ ক'রে তুলে তোমাকে,—
ঐ বিজ্ঞতাকে সমন্বয়ী সার্থকতায়
প্রজ্ঞায় পবিত্র ক'রে ;

ঐ প্রজ্ঞাচেতনায় তুমি ব্রহ্মভূত হ'য়ে ওঠ,
বাসনার নির্ব্বাণ হো'ক,
সঙ্গে-সঙ্গে মহাচেতন-উত্থানে
ঈশ্বরীয় হ'য়ে ওঠ তুমি,

করায় উদাত্ত হ'য়েও
করণীয় ব'লে কিছুই থাকবে না তোমার,
ভূমা হ'য়ে উঠবে তুমি,

আর, ঐ চেতনা সবারই পরিপালী হ'য়ে
অমৃত বর্ষণ ক'রবে সবার উপর। ৩৬১৩।
১২।৯।১৯৫১, রাত ৭-৫০

আধিপত্যের ভাব যেখানে যতটুকু ফুটন্ত—
ঈশিত্বও সেখানে তেমনি,
আর, সব যা'-কিছুরই যা'-কিছুকে নিয়ে
সমস্ত কারণের যিনি কারণ,—
তিনিই ঈশ্বর,
আর, তিনিই পরমাত্মা, পরম সত্তা, জীবন-উৎস;
তিনি যাঁ'কে বরণ করেন,
তাঁ'তে তিনিই পুরুষোত্তম,
প্রেরিত, তথাগত। ৩৬১৪।
১২।৯।১৯৫১, রাত ৮-১২

তোমার অন্তর্নিহিত অনুকল্পনা
যা' সুসঙ্গতি নিয়ে প্রত্যয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে,
অথচ বাস্তবায়িত হয়নি,
তা'কে সুসঙ্গত নিষ্পন্নতায়
বোধায়িত অভিব্যক্তিতে
বাস্তবে মূর্ত্ত করাই হ'চ্ছে
সেই অনুকল্পনার সার্থকতা;
নয়তো, তা' ব্যর্থ, অসঙ্গত, ভ্রাম্যমান চিন্তা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৩৬১৫।
১৩।৯।১৯৫১, রাত ৮-৪৫

ব্যক্তিত্ব যা'দের দুর্ব্বল,
বোধিসম্বুদ্ধ নয়,

তা'রা যখন যে-দলে পড়ে
সেই রঙেই রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে ;
তা'দের জৈবী-দানার মেরুনিবন্ধন শ্লথ,
সুসঙ্গতি-সম্বদ্ধ নয়,
অভিভূতি-প্রবণ,
তা'রা ঐকান্তিকতা নিয়ে
শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ থাকতে পারে না,
যখন যে-আবেষ্টনীতে পড়ে
তা'দেরই যন্ত্র হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়নিষ্ঠ উদ্দেশ্যানুগ সুসঙ্গত চলনে
যন্ত্রী বা যন্তা হওয়া মুশকিল তা'দের। ৩৫১৬।
১৪।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৫০

তোমার সৌরত-সন্দীপ্ত অন্তরাস
যদি এমন কোন যোগ্যতা অর্জ্জন করে,
যা' সত্তাসংহিত হ'য়ে উঠে
স্বতঃ ও সহজ হ'য়ে দাঁড়ায় জীবন-চলনে—
বীজদেহকে প্রভাবান্বিত ক'রে,—

তা' সন্ততিতে
সংক্রামিত হ'য়ে থাকতে দেখা যায় প্রায়শঃ,
বৈশিষ্ট্যানুগ কুল-সংস্কৃতির তাৎপর্য্য ওখানে ;
কিন্তু কোনপ্রকার অঙ্গহানিই হো'ক
বা যা'ই হো'ক না কেন,
অন্তরাসী সত্তাসংহিত হ'য়ে
যা' বীজকে প্রভাবান্বিত করেনি,
তা' সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত
হ'তে দেখা যায় কমই ;

অন্তর্নিহিত ঐ বীজানুগ সংস্কৃতি
বা বীজানুগ সংস্কার
পরিবেশের তদনুগ অন্তঃসেচনে
স্ফুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,
আবার, ব্যতিক্রমী পরিবেশ তা'কে তেমনি
ক্ষীণ ও শুষ্ক ক'রে তোলে;
কিন্তু অন্তর্নিহিত বীজানুগ সংস্কার যদি না থাকে—
তবে শুধু পারিবেশিক পোষণে
বিশিষ্ট যোগ্যতা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,—
যদিও তা'র ভিতর-দিয়ে
বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গে
বিশদ পরিচিতি ঘটতে পারে। ৩৫১৭।

১৪।৯।১৯৫১, রাত ৯·১৫

জীবনে মানুষের দুই পন্থা আছে,
এক হ'ল—পূরয়মাণ আদর্শে অনুবদ্ধ হ'য়ে
সুসঙ্গত বোধি নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ় হ'য়ে
দুনিয়াকে সুসংহত ক'রে তোলা—
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী হ'য়ে
বিভিন্নকে একতাৎপর্য্যশীল ক'রে;
আর এক আছে—
ব্যক্তিত্ব-জীবনে দুর্ব্বলতা হেতু
পরিস্থিতির অবস্থা যেমনই হো'ক না কেন—
তা'তে নিজেকে, নিজের আদর্শ, সত্তা
বৈশিষ্ট্যপালী ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বিকিয়ে দেওয়া
বা বিশ্লিষ্ট ক'রে তোলা;

এই বিকিয়ে দিয়ে বা বিশ্লিষ্ট ক'রে
অন্য-কিছুতে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজের সত্তা, ব্যক্তিত্ব বা জাতিকে
পরক্রীড়নক ক'রে তোলা মানেই
নিজেকে বা নিজের জাতিকে
ক্রীতদাস ক'রে তোলা—
তা' যে-নামেই হো'ক না কেন ;
মানুষ যেখানে একানুধ্যায়ী বীর্য্যতপা হ'য়ে
ইষ্টার্থ-গৌরবে সবাইকে সংহত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী শুভ-নিয়ন্ত্রণে
অন্যের পুষ্টি ও বর্দ্ধনকে
অমৃতপথে বিবর্ত্তিত ক'রে নিয়ে যায়—
দেবত্ব সেখানেই,
ব্যক্তিত্বও সেখানে সুদীপ্ত, সংহত,
সে স্বতঃই হ'য়ে ওঠে
মানুষের জীবন-বর্দ্ধনের একটা জীবন্ত প্রেরণা ;
আর, নিজেকে বিক্রীত ক'রে, ক্রীতদাস ক'রে
যে-ব্যক্তিত্ব
বাঁচার ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়ার
অনুকল্পনা নিয়ে চলে—
একটা গর্ব্বেপ্সার আবরণ নিয়ে,—
তা' তমসাচ্ছন্ন, নারকীয়, বিকৃত,
ও ব্যভিচারদুষ্ট। ৩৬১৮।
১৫।৯।১৯৫১, সকাল ৮-২৫

প্রত্যেক বর্ণ তা'দের শাখা সহ
জন্মগত তাৎপর্য্য নিয়েই আছে,—

তা' অল্পই হো'ক, বিস্তরই হো'ক
বা ব্যতিক্রান্তই হো'ক,
আর, এটা গাছপালা ও পশুজগতেও যেমনি,
মানুষেও তেমনি,

আবার, মানুষের
এই জন্মগত জৈবী-সংস্থিতি মাফিক
বোধিদীপ্তি, যোগ্যতা
ও তা'র হীনস্ফুরণও আছে,
তদনুসারেই তা'র ভিতর অনেকে
অর্জ্জনক্ষম হ'য়ে দাঁড়িয়ে ধনী হ'য়েছে,
বোধিতপা হ'য়ে বুদ্ধিজীবী হ'য়েছে,
কেউ আবার হীনচলনে চ'লে শ্রমিক হ'য়েছে,
আবার, কেউ ব্যতিক্রম দ্বারা অভিভূত হ'য়ে
অপচলনশীল হয়েছে ;
এমনতর গুচ্ছীকৃত রকমের দরুন
কোন বর্ণের তাৎপর্য্য অবলুপ্ত হ'য়ে যায় না—
যদি না তা'র ভিতর কোনপ্রকার
প্রতিলোমদুষ্ট যৌন অন্তঃপ্রক্ষেপ থাকে,
তা' না থাকলে
স্ফুরণী সম্ভাব্যতাও হারায় না তা'দের ;
তাই, কোন বর্ণ বা তা'দের শাখাই হো'ক,
ঐ হীন বা অলস উচ্ছৃঙ্খল রকম দেখেই
তা'দের সম্বন্ধে যদি
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়
যে, তা'রা তা'দের নিজত্ব
একেবারে হারিয়ে ফেলেছে—

সেটা একটা বেকুবীই হবে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী বর্ণানুগ প্রকৃতি-অনুপাতিক
তা'দিগকে পোষণ ও পালনে
স্ফুরণ-অন্তরাসী ক'রে তুলতে পারলে
সম্ভাব্যতার অনুকূলে তা'রা গজিয়ে উঠবেই,
একটা প্রদীপ্ত জীবন নিয়ে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, চাই বিহিত অনুচর্য্যা,
আর, এই অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সঙ্গতি ও সম্বৃদ্ধিতে
বিবর্ত্তিত হওয়া। ৩৬১৯ ।
১৫।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২০

কোন বিষয়, ব্যাপার বা প্রস্তাবকে
অস্বীকারই কর, স্বীকারই কর
বা সে-সম্বন্ধে নিরপেক্ষই থাক,—
বাস্তব ব্যাপারের পরিবেক্ষণী অনুচর্য্যায়
শ্রেয় বা হিত-অনুচর্য্যী নিয়ন্ত্রণে
তা'র অমঙ্গল যা'
তা'কে যদি নিরসন না কর,
মঙ্গলকে যদি রক্ষা না কর,
সাংঘাতিক যা' তা'কে অপসৃত না কর,
মন-মেজাজ তোমার যেমনই থাক্
তা'র ফল কিন্তু তোমাকে রেহাই দেবে না ;
তাই, ধীর পরিবেক্ষণী অরঞ্জিত সহানুভূতির সহিত
তা' শোন, দেখ, বিবেচনা কর,
প্রস্তুত হও,
শ্রেয় বা হিতার্থে যা' করণীয়

তা' অবিলম্বেই সম্পাদন কর,
নয়তো, একটা লহমার অনবধানতা
তোমার জীবন-চলনাকে ব্যাহত, বিকৃত
বা বিলুপ্ত ক'রে তুলতে পারে কিন্তু। ৩৬২০।
১৫।৯।১৯৫১, রাত ৭টা

দেবতা তাঁ'রাই
যাঁ'রা পূরয়মাণ আদর্শকে আশ্রয় ক'রে
উদ্দীপ্ত ঈশ্বর-অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ আদর্শেরই অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
দীপ্ত হ'য়ে উঠেছেন দুনিয়ায়
সত্তাপোষণী সৌকর্য্যে ;
আর, দেবপূজা তখনই হয়
যখনই আমরা তাঁ'দের জীবনকে
স্মৃতিপথে সজাগ রেখে
তপশ্চর্য্যায় তাঁ'রই অনুসৃত পথে
আপন বৈশিষ্ট্যমাফিক
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তঃকরণ নিয়ে
অভ্যাসে তাঁ'দের গুণাবলীকে আয়ত্ত ক'রে
স্বভাবে ফুটন্ত ক'রে তুলে
পূরয়মাণ আদর্শে সার্থকতা নিয়ে
ঈশ্বরে পরমার্থ লাভ ক'রে
সত্তাপোষণী লোকসেবায়
কুশলকৌশলে আত্মনিয়োগ ক'রে
নিজে ঐ ঈশ্বরীয় অভিদীপনার আলোক ধ'রে
প্রত্যেককে পথ দেখাতে পারি—
সার্থক সুসঙ্গত তৎপরতা নিয়ে ;

নয়তো, আমরা নানাবিধ উপহারে
যতই দেবপূজায় নিযুক্ত হই না কেন,
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত ঈশ্বর-আনতি
আদর্শপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে প্রকটিত হ'য়ে
আমাদের অন্তরকে
কিছুতেই দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না। ৩৬২১ ।

১৫।৯।১৯৫১, রাত ৮টা

তোমার কথাবার্ত্তা, আলোচনা,
আচার বা চালচলনের
ধাঁজ, ছাঁচ ও সুসঙ্গত বিন্যাস
ভঙ্গী-তাৎপর্য্য নিয়ে
এমনতরই ক'রে তোল,
যা'তে কেউ আহত তো হবেই না,
বরং উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট হ'য়ে উঠবে
তোমার শ্রেয়ার্থ-পরিবেষণী নীতিতে—
তোমাতে সশ্রদ্ধ হ'য়ে
সত্তাপোষণী অনুশাসনে;
তাই ব'লে, সৎ ও অসতের ভিতর
আপোষরফা ক'রতে যেও না,
যা'র ফলে, ধারণা ভ্রান্তিতে অভিভূত হ'য়ে
আচার ও নীতিগত পতনের সূচনা ক'রতে পারে। ৩৬২২ ।

১৫।৯।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

যে-কোন লোকই হো'ক না কেন,—
কৃষ্টি ও বংশানুক্রমিক আচার ও কর্ম্মচ্যুত হ'য়ে
পুরুষ-পরম্পরায়

দুষ্কর্ম্মজনিত পাতিত্য অর্জ্জন ক'রে
বংশানুক্রমে নিকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা—
বিশেষতঃ যে-সমস্ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকলে
তাঁদের সংশ্রবে সমাজ
নানা বিষাক্ত ব্যাপারে সংক্রামিত হয়,
সামাজিক স্তর হিসাবে তা'রা যদি
ঐ সমস্ত কর্ম্মে নিয়োজিত থেকে
জীবিকা সংস্থান ক'রে চলে,
তাহ'লে তা'দের সামাজিক সমস্ত ব্যাপারও
ঐ শ্রেণীর ভিতরই নিষ্পন্ন হওয়া উচিত ;
কিন্তু তা'রা যদি বংশ পরম্পরায়
মৌলিক বংশ-বৈশিষ্ট্য-মাফিক
উপযুক্ত বিশুদ্ধ কর্ম্মে
ব্যাপৃত থেকে
জীবিকা সংস্থান করে,
তবে ক্রমে-ক্রমে ঐ দোষগুলি অপসারিত হ'য়ে
তা'রা সমাজের ব্যবহারযোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে ;
তখন,
ঐ জাতীয় কর্ম্মনিরত না হ'য়েও
বিশুদ্ধতর কর্ম্মে জীবিকা-সংস্থান ক'রে চ'লেছে,—
এমনতর নিকট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সহিত
অনুলোমক্রমে তাঁদের কন্যাদির বিবাহ
ও বৈধী সম্ভাব্যতায় অনুপাতিকভাবে
পান ও ভোজনের ব্যবস্থা চলন্ত হ'তে পারে,
এবং তা'রা ক্রমে-ক্রমে তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুনীতিগুলিকে অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে
ক্রমোন্নতি লাভ ক'রতে পারে ;

ঔদার্য্য এমন হওয়া উচিত নয়—
যে-ঔদার্য্যে সমাজ-দেহ আহত হ'য়ে ওঠে,
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অপলাপী চলনে বিনাশের দিকে চ'লতে থাকে ;
তাই, সংস্কার যা'ই কর না কেন
সুপরিবেক্ষণের সহিত
বিশেষ বিবেচনা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি রেখে
শ্রেয়ানুবর্ত্তী হ'য়ে
বাস্তব সার্থক গণহিতী সন্দীপনায়
তা' নিষ্পাদন ক'রতে চেষ্টা ক'রো। ৩৬২৩।
১৫।৯।১৯৫১, রাত্র ৯টা

যা'রা ভ্রান্ত হ'য়েছে, ভ্রষ্ট হ'য়েছে
ব্যতিক্রম-বিপন্ন হ'য়ে,
প্রবৃত্তির প্ররোচনা-মুগ্ধ আবেগে
ভোগলালসা-দীপ্ত হ'য়ে
পাতিত্যকে বরণ ক'রেছে যা'রা
উৎকর্ষকে অবজ্ঞা ক'রে,—
ঈশ্বরের এমন কোন বিধি নাই
তা'দের ঐ ভ্রান্তি-বিপর্য্যয়েই
থাকতে হবে চিরদিনই ;
আপূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
ঈশ্বর-নিদেশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
তাপস অভ্যাসে
নিজেকে পরিস্রুত ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে
উৎকর্ষী সংক্রমণে তা'রাও চ'লতে পারে ;
ক'রবে যেমন, চ'লবে যেমন

ঈশ্বরের বিধানও
তেমনতরই ফল বিধায়িত ক'রে চ'লবে,
হবেও তেমনি, পাবেও তেমনি ;
ঈশ্বরে লক্ষ্য রেখে ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনায়
উপচয়ী তঁদর্থী চলনে
নিষ্পন্নতাকে সম্যক্ ও সমীচীন ক'রে
ঈশ্বরের সার্থক করুণাকে আলিঙ্গন ক'রে চল,
মুক্তি ও বিবর্ত্তনী সংক্রমণ
উপঢৌকন হ'য়ে আসবে তোমার কাছে। ৩৬২৪।
১৬।৯।১৯৫১, সকাল ১০-৪৫

নারীই হো'ক, কি পুরুষই হো'ক,
যা'রা আপূরয়মাণ কোন শ্রেয়
বা নিজের কুল বা সংস্কৃতির অপেক্ষা
কোন শ্রেয়কে
অবলম্বন না ক'রে
বা তাঁ'তে আত্মনিবদ্ধ না হ'য়ে
গর্ব্বেপ্সা বা প্রবৃত্তি-তাড়নার অভিভূত আকর্ষণে
অবৈধভাবে কোন অশ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে
তদনুবর্ত্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হয়,
তা'রা অপকৃষ্ট অপলাপের হোতা বা হোত্রী ;
আবার, যা'রা নিজ কুল বা সংস্কৃতি-অনুপাতিক
কোন শ্রেয়কে অবলম্বন ক'রেও
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ গর্ব্বেপ্সার আপূরণে আকৃষ্ট হ'য়ে
কোন অপকৃষ্ট বা হীনকে অবলম্বন করে—
তা'রা আরও ঘৃণ্য,
আরও অপাঙ্‌ক্তেয় তা'রা,

তা'রা আরও বিষাক্ত জীবন বহন করে—
কপট কুটিল চলনে,
গা-ঢাকা দেবার জন্য বাধ্য হ'য়ে
শ্রেয় যা'-কিছু
তা'রা নিন্দা করে—
সংক্রমণী ধান্ধা নিয়ে,
নিজের পিতৃপুরুষ ও কুলসংস্কৃতিকে
বিদ্রূপাত্মক অবজ্ঞায় অবলাঞ্ছিত করে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
বিষাক্ত কন্টক হ'য়ে ওঠে তা'রা,
দণ্ডও তা'দের কাছে লজ্জিত হ'য়ে থাকে,
তা'দের সংস্পর্শও
অন্যকে অভিশপ্ত ক'রে তোলে ;
তা'দের একমাত্র পন্থা—
অনুতপ্ত অন্তঃকরণে
আপূরণী শ্রেয়ানুবর্ত্তিতায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
খ্যাপনপূর্ব্বক আত্মঘাতী পাতিত্য থেকে
লোককে সাবধান-করতঃ
ঐ আপূরণী শ্রেয়-অনুবর্ত্তিতায়
নিজের জীবনকে অতিবাহিত ক'রে চলা। ৩৬২৫।
১৬।৯।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

তোমার প্রতি যা'রা বিরক্ত,
বিদ্বেষভাবাপন্ন, রাগান্বিত বা প্রতিশোধপ্রবণ,—
তা'দের ঐভাবের মুখ্য প্রশমকই হ'চ্ছে
অযথা ও অপ্রীতিকরভাবে
তা'দের দোষের পুনরুক্তি না ক'রে

বিচক্ষণ সন্ধিৎসা ও সাবধানতার সহিত
তা'দের প্রতি সুব্যবহার, সদাচরণ,
প্রীতিপ্রদ বাক্-নন্দনা,
অভাব ও আপদ-বিপদে
সাধ্যমত সেবানুচর্য্যা নিয়ে চলা,
এর ভিতর-দিয়ে
যতই তা'রা বুঝতে পারবে যে,
তা'দের প্রতি তোমার আন্তরিক শুভেচ্ছা
তোমার প্রতিটি ব্যবহারে ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে,
ততই তা'রা অনুতপ্ত হবে
এবং তোমার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হ'য়ে উঠবে,
হয়তো, একটু দেরী হ'তে পারে
তোমার বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন ক'রতে,
কিন্তু অদূরেই দেখো—
তা'রা তোমাতে
তা'দের মতন প্রীতিপূর্ণ হাবভাব-সমন্বিত হ'য়ে উঠছে,
তুমিও দুঃখদ রকম থেকে রেহাই পাচ্ছ;
এগুলি কেবল সেখানেই সম্ভব—
যেখানে আক্রোশ অন্তঃশায়িত নয়,
তাহ'লেও সাবধানতার সহিত ওগুলি করা ভাল,
ক'রলে
তোমার জোর বেড়ে যাবে,
তন্নিরোধে তোমার সমর্থকও বেড়ে যাবে । ৩৬২৩ ।
১৭।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

ঈশ্বর শাস্তা ন'ন,
তিনি ত্রাতা,—জীবনের সান্ত্বনা,

বিধিবিস্রোতাঃ তিনি,
সত্তাই তাঁ'র সৎ-অভিদীপ্তি ;
তাঁ'রই মনোনীত প্রেরিতের ভিতর-দিয়ে
আমাদের ভিতরে তিনি আবির্ভূত হন,
জীবন্ত পুরুষোত্তমের ভিতর-দিয়েই তিনি
তাঁ'র অমৃতনিষ্যন্দী বাণী
আমাদের ভিতর পরিবেষণ করেন,
তাঁ'র ভিতর-দিয়েই তিনি
আমাদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য ক'রে থাকেন ;
সেই আপূরয়মাণ প্রেরিত বা তথাগত যিনি
তাঁ'র প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি ও অনুবর্ত্তিতা
ও তৎ-নিদেশী আত্মনিয়ন্ত্রণই
আমাদের উদ্ধারের পথ,
অমৃতস্পর্শী হওয়ার পথ,
তাঁ'র প্রীতিতে অভিষিক্ত হওয়ার পথ ;
প্রবৃত্তির সত্তাবিরুদ্ধ লাম্পট্য-বিবেকই
লুব্ধ প্ররোচনায় আমাদিগকে
আমাদের অকৃতজ্ঞ অবজ্ঞা হেতু
ব্যতিক্রমে পরিচালিত ক'রে
দুঃখ ও দুর্দ্দশায় নির্য্যাতিত ক'রে তোলে ;
ঐ প্রবৃত্তি-অনুরক্তি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে
আমাদিগকে দুর্নিবার দুর্দ্দশায়
নিপাতিত ক'রে তোলে ;
আমরাই আমাদের শাস্তা হ'য়ে উঠি
অমনি ক'রে,
আপূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণতায়
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত আবেগে

সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণে
আমরা ঐ শাতনী প্ররোচনাকে
যত অতিক্রম ক'রতে পারব,
সত্তায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী আহ্বানে
সাড়াও দিতে পারব তত;
ইষ্টার্থপরায়ণ সক্রিয় অনুরাগই
ঈশ্বরে কৃতজ্ঞ ক'রে তোলে,
আমরা আমাদের জীবনকে
অন্বিত-অর্থসমন্বিত ক'রে
ঈশ্বরে যেমন সার্থকতা লাভ ক'রতে পারি,
পরমার্থেরও অধিকারী হই তেমনি,
জীবনও ততখানি জলুসমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে;
তাই, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রো না,
তাঁ'র প্রেরিত বা তথাগতকে বাদ দিয়ে
অজ্ঞতাপূর্ণ ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়ে
শাতনী প্ররোচনায় লুব্ধ হ'য়ে চ'লো না,
সার্থক প্রতিভা অদূরেই জলুস বিকিরণ ক'রে
তোমাকে আলিঙ্গন ক'রতে অপেক্ষা ক'রবে। ৩৬২৭।

১৮।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৩৯

আর্য্য যদি অনার্য্য-কন্যাকে বিবাহ করে,
সেই অনার্য্য-কন্যার গর্ভজাত সন্তান
আর্য্যই হ'য়ে থাকে,
প্রকৃতি-বৈষম্যজনিত স্তরবিভেদ হ'লেও
পিতৃবর্ণই পায়,
তাই, সে আর্য্য-সমাজের

অপাঙ্‌ক্তেয় বা অনাচরণীয় নয়,
কারণ, বীজেরই গুণ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
অভিব্যক্তিতে। ৩৬২৮।

১৮।৯।১৯৫১, সকাল ১০-১৫

একনিষ্ঠ শ্রেয়ার্থ-অভিদীপনায়
হিতী তাৎপর্য্যে
বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
চরিত্রে যা'র মর্য্যাদা স্ফুরিত হ'য়ে ওঠেনি—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মপ্রচেষ্টায়
সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়,—
সে যেই হো'ক না কেন—
তা'কে যদি কোন মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত কর,
সে আসন কলঙ্কিত তো হবেই,
লোকচক্ষুতে তা'
অপবিত্র ও অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক হ'য়ে উঠবে—
গণবৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদাকে বিদ্রূপ ও বিপন্ন ক'রে ;
একজন সৎ নিরক্ষর বরং
সমাজের পক্ষে
পুষ্টিপ্রদ হ'তে পারে,
কিন্তু একজন অসৎ পণ্ডিত
সমাজের পক্ষে ঢের হানিকর,
তবে একজন বৈশিষ্ট্যপালী সৎ পণ্ডিত
যা'র পাণ্ডিত্য
কর্ম্মকুশলতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
চরিত্রে স্ফুরিত হ'য়ে,—
সে স্বর্গেরই দীপালি-আলো। ৩৬২৯।

১৮।৯।১৯৫১, সকাল ১১-৪৫

যা'দের অন্তরে গোপনভাবে
কুৎসিত আচার বসবাস করে—
লোভলালিত হ'য়ে,
তা'রা ঐ কদাচারের ন্যায্য নিরোধ
কমই ক'রতে পারে,
মৌন সমর্থন স্বাভাবিক হ'য়ে থাকে তা'দের
আত্মসমর্থনের মতন,
তা'দের ইন্দ্রিয়গ্রাম শক্ত, সাবুদ, তীক্ষ্ণ
ও দক্ষচকিত হ'য়ে উঠতে পারে না,
ঐ অন্তর্নিহিত কুৎসিত প্রবৃত্তি
তা'দিগকে ক্রমশঃ
অবসাদগ্রস্ত, বিবশ ও ভোঁতা ক'রে তোলে,
বাস্তবিকতায় জাহান্নমের পোষয়িতা হয়
তা'রাই ;
কথায় বলে—
"গাঁও নষ্ট করে কাণা
পুকুর নষ্ট করে পানা।";
কিন্তু যা'রা শ্রেয়ানুধ্যায়ী হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে,
তা'রা নিজের উদাহরণ দিয়ে
অনেক অপকর্ম্মাকে বিপথ-বিরত ক'রে তোলে,
তা'দের সৎ-সন্দীপনা থেকেই
ঐ ক্ষমতা বা কৌশল উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ৩৬৩০।
১৯।৯।১৯৫১, সকাল ৯টা

সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি
অজ্ঞ, কদাচারী ও অশুভপন্থী হয়,
সত্তাপোষণে শ্লথ হয়,

বিজ্ঞ লঘিষ্ট যা'রা
তা'রাও যে ঐ পন্থা গ্রহণ ক'রবে,
যা'র ফলে, গরিষ্ঠ সংখ্যাকে তুলে ধরবার
কেউ থাকবে না,
তেমনতর নীতিবিধির প্রযোজনা
মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা-সংজ্ঞাকেই
লজ্জিত ও অপমানিত ক'রে তোলে;
পাঁচজন উপযুক্ত ব্যক্তি
হাজার-হাজার অযোগ্যকেও
নিজ জীবনের প্রতিফলনী দৃষ্টান্ত
ও প্রীতিপরিচর্য্যায়
যোগ্য ক'রে তুলতে পারে,—
যখন তা'রা ঐ পাঁচজনকে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ অনুবর্ত্তিতায়
অনুসরণ করে;
এবং তাঁ'দের অনুবর্ত্তন স্বভাবতঃই
সত্তা-সংক্ষুধ প্রতিপ্রত্যেকেরই কাম্য,
কারণ, মানুষের সহজ প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে—
বেঁচে থাকবার ও বেড়ে উঠবার সম্পদ যা'-কিছুকে
সে আঁকড়ে ধ'রতে চায়,
পালন ক'রতে চায়,
পোষণ ক'রতে চায়,
কারণ, ঐ সম্পদই হ'চ্ছে তা'দের
বাঁচাবাড়ার সম্পদ,
তাই, ঐ বিজ্ঞ আচারবান জীয়ন্ত জীবনই হ'চ্ছে
তা'দের সক্রিয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির আশ্রয়স্থল। ৩৬৩১।

১৯।৯।১৯৫১, সকাল ৯-৫৫

যা' নিজের বা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর—
তেমনতর কোন কাজ করা বা না-করা
যদি নিজের ইচ্ছাধীন হ'য়ে দাঁড়ায়,
এবং তা'কে
শাসন যদি সংযত ক'রতে না পারে—
সে-শাসন অবৈধ ও শাতনী,
কারণ, অসৎ বা অন্যায্যকে নিরোধ ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের পরিপালনে
গণসম্বর্দ্ধনই শাসন-তাৎপর্য্য,
যদিও দেশ, কাল, অবস্থার
লঘুত্ব ও গুরুত্ব-অনুপাতিক
শাসন-নিয়ন্ত্রণ কঠোর, লঘু, নিষ্ক্রিয়
বা স্বল্পক্রিয় হওয়া উচিত। ৩৬৩২।
১৯।৯।১৯৫১, বেলা ১২টা

ব্যবহারযোগ্য কোন বস্তু প্রস্তুতকালে
বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের সময়
নিজের শরীর, হাত, পা, মুখ, নাক ইত্যাদি
বিশেষরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে
তা' ক'রতে যেও ;
তোমার পরিধানের পরিচ্ছদ
এমনতর পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই—
যা'তে চক্ষুর অগোচরে কোন বিষাক্ত জীবাণু
বা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর
এমনতর কোন জিনিস
তা'র ভিতর-দিয়ে
সঞ্চারিত হ'তে না পারে ;

যথোপযুক্ত ব্যাধিপ্রতিষেধক ব্যবস্থায়
সহজ ও স্বতঃ হ'য়ে
ঐগুলি ক'রতে যেও,
কোন পাত্র হ'তে চুমুক দিয়ে খেয়ে
বা তা'তে মুখ দিয়ে
উপযুক্তভাবে পরিস্রুত না ক'রে
সেগুলি অন্যকে দিতে যেও না,
খাদ্যবস্তু বা পানীয় যা'-কিছু
এমনতরভাবে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ক'রে রেখো
যা'তে কোনরকমে কোনপ্রকার বিষাক্ত জীবাণু
তা' হ'তে বাহিত হ'য়ে
মানুষে সংক্রামিত হ'য়ে উঠতে না পারে,
তা'তে তোমারও মঙ্গল,
অন্যেরও মঙ্গল ;
এই সাত্ত্বিক আচার-পরিপালনে
মানুষ অনেক আপদ-বিপদকে
এড়িয়ে চ'লতে পারে। ৩৬৩৩।
১৯|৯|১৯৫১, রাত্র ৬-৪৩

তোমাদের রন্ধনশালা যেন
এমনতর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে,
যা'তে ঐ রন্ধনশালার আবহাওয়া সংক্রামিত হ'য়ে
তোমাদিগকে আক্রমণ ক'রতে না পারে,
রন্ধনকার্য্য-নিযুক্তদের স্বাস্থ্য যেন
সহজ ও ব্যাধিমুক্ত থাকে
সচ্চিন্তা ও সদাচার-পরায়ণতা নিয়ে,
রন্ধনশালায় প্রবেশ ক'রতে

যে-সমস্ত কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন
তা' যেন বিশেষভাবে পরিশুদ্ধই হয়,
এবং তা' যেন আলাহিদাই থাকে,
সে কাপড়-চোপড়ের দ্বারা
কোনপ্রকার সংক্রমণের
আশঙ্কা না থাকে—
এমনতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো ;
বাসী কাপড়ে
বা বাইরে থেকে এসে সেই জামা-কাপড়ে
রান্নাঘরে ঢোকা সমীচীন নয়কো,
কাশি, হাঁচি, হাইতোলা
ও কথা বলতে হ'লে
বাইরে যেয়ে তা' ক'রে
হাত-মুখ-নাক-চোখ উপযুক্তভাবে প্রক্ষালন ক'রে
আবার রন্ধনশালায় ঢুকো,
রন্ধনশালার আসন, বাটি ইত্যাদি স্পর্শ ক'রে
জীবাণুনাশক পদার্থের দ্বারা হস্তাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক
রন্ধনবস্তু স্পর্শ ক'রো,
এ যেন ঠিকই মনে থাকে ;
রাঁধতে-রাঁধতে মুখে কিছু না দেওয়াই ভাল,
দিলেও উত্তমরূপে মুখ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক
রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত,
কা'রও এক-আধটু ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলে
সম্ভব হ'লে তা'র পক্ষে তখন
রন্ধনশালায় না যাওয়াই শ্রেয় ;
রন্ধনশালার প্রস্তুতি ও পরিবেষণে

বহুলোক নিযুক্ত হওয়া খুব ভাল নয়কো,
রন্ধনকার্য্যে যা'রা নিযুক্ত
তা'রা ছাড়া অন্য কা'রো
পক্কদ্রব্য স্পর্শ না করাই ভাল,
এবং যা'রা তা' ক'রতে বাধ্য হয়—
তা'দের উপযুক্ত সতর্কতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে
নজর রেখে
তা' করা উচিত,
জীবাণুনাশক পদার্থের দ্বারা
হাত, পা, মুখ ধোয়া,
পরিশুদ্ধ কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ব্যবহার করা
তা'দের খুবই সমীচীন,
মনে রেখো, প্রত্যেকের অন্তরেই
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ জীবন্ত হ'য়ে চ'লেছে ;
তাই, মানুষের ভোজনাদি ব্যাপারেও
অমনতর সাত্ত্বিক নীতি অবলম্বন করা খুবই উচিত,
নয়তো, তুমি তো পণ্ডশ্রম হবেই,
আর, যা'রা তোমার অন্নপানীয় গ্রহণ ক'রছে—
তা'র ভিতর-দিয়ে তা'রাও
শরীর ও মনে দুষ্ট হ'য়ে উঠবে। ৩৬৩৪।
১৯।৯।১৯৫১, রাত্র ৬-৪৫

পঙ্‌ক্তি-ভোজন না করাই ভাল,
যদিও কোথাও ক'রতে হয়—
এতখানি দূরত্ব অবলম্বন করা উচিত
যা'তে অন্যের হাঁচি, কাশি, থুতু

নিঃশ্বাস বা বাতাসের সাথে
তোমাদের ভিতরও পরিবেষিত না হয় ;
সব সময়ই সদাচারের সার্থক ব্যবহারে
যতই দক্ষ হ'য়ে উঠবে—
দুষ্ট আক্রমণের হাতও
ততই এড়িয়ে চ'লতে পারবে,
ভাতই হো'ক, লুচিই হো'ক,
ডাল-তরকারি যা'ই হো'ক—
নাকে, মুখে, গুহ্যদেশে বা শরীরে হাত দিয়ে
কাউকে কোন জিনিস দিতে যেও না,
তা'তে হয়তো অন্যের ক্ষতি হ'তে পারে,
আর, সে-ক্ষতি
তোমাতেও সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা
ঢের বেশী ;
নিজের বিছানা, কাপড়, বালিস ইত্যাদি
নিজেই ব্যবহার ক'রো,
অন্য কেউ ব্যবহার ক'রতে হ'লে
তোমার অব্যবহৃত জিনিসই দিও,
এবং পরে তা' উপযুক্তভাবে
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রেখো ;
অন্যের বাসন ব্যবহার না করাই ভাল,—
ক'রলেও উপযুক্তভাবে পরিশুদ্ধ ক'রে ;
ব্যাধিমুক্ত নিকট গুরুজন ছাড়া
কা'রও এঁঠোপাতে খেতে নাই,
এগুলি ছোট্ট জিনিস হ'লেও
অসতর্ক চলনে চ'ললে
খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ;

খাওয়ার সময় এমনতর শব্দ, ভঙ্গী
বা রকম ক'রো না,—
যা'তে অন্যের বিরক্তি বা ঘৃণা
উৎপাদিত হ'তে পারে ;
এক হাতে খাচ্ছ, অন্য হাতে শিকনি ফেলছ—
তা' কিন্তু ভাল নয়কো,
তা'তে অন্যের ঘৃণা তো হ'তেই পারে
নিজেরও খারাপ হ'তে পারে,
শিকনি যদি ফেলতেই হয়—
কাছে এমনতর ব্যবহারোপযোগী পরিষ্কার ন্যাকড়া
বা কিছু রেখো,
যা'তে শিক্‌নি ঝেড়ে
হাত ধুয়ে তুমি খাদ্য বস্তু গ্রহণ ক'রতে পার,—
এটা মন্দের ভাল,
আর, অভ্যাস থাকলে
নিজে-নিজে একলা একলা খাওয়াই উচিত ;
ছোট্ট কথা হ'লেও
মেনে যদি চ'লতে পার,—
অনেক সোয়াস্তি লাভ ক'রতে পারবে
আশা করি ;
আবার, সব সময়ই লক্ষ্য রেখো—
শরীরের প্রতিষেধী শক্তি
যা'তে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
এবং তা' বেশী হ'লে
এক-আধটু গোলমাল হ'লেও
রেহাই পেতে পার। ৩৬৩৫ ।

১৯৷৯৷১৯৫১, রাত্রি ৬-৫০

মেয়ে যতই বিশ্ববিদ্যালয়ের
কেতাবশালিনী হো'ক না কেন,
তা'র বিদুষী-জলুসে
মানুষ যতই অবাক হ'য়ে উঠুক না,—
সে যদি স্বামীতে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ ও কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
শ্বশুর, শাশুড়ী
এবং পরিবার-পরিজনের সেবানুচর্য্যা
ও দক্ষ, পটু সম্ভ্রমাত্মক চিত্তাকর্ষণী কৃতিত্বে
অপটু থাকে,
আয়, ব্যয়, পরিবার-নিয়ন্ত্রণ,
আপদ, বিপদ ও রোগানুচর্য্যায়
উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না না হয়,—
পরিবার, পরিজন, আত্মীয়-স্বজনকে
নিজের শ্রেয়ানুগ চরিত্র,
সুব্যবস্থ বিনীত সৌজন্য
ও সদ্ব্যবহার দ্বারা
আকৃষ্ট ও অনুরঞ্জিত ক'রে
শ্রেয়ানুবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে,—
সে-উপাধি যতই জলুসওয়ালা হো'ক না কেন
তা' সুকেন্দ্রিক নয়,
তা' তা'কে চরিত্রশালিনী ক'রে তোলেনি,
সমাজ ও সংসারের শুভ-নিয়ন্ত্রক নয় তা',
অমুপচয়ী তা' সমাজের পক্ষে,
বিদ্বদ্ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয় তা'। ৩৬৩৬।

১৯।৯।১৯৫১, রাত্রি ৮টা

তৎপর ইন্দ্রিয়গ্রামের সাথে
সুসঙ্গত বোধি যত ক্ষিপ্রতর হ'য়ে ওঠে
একানুধ্যায়ী তাৎপর্য্য নিয়ে,—
উপস্থিত বা সহজ বুদ্ধিও তত বেড়ে ওঠে। ৩৬৩৭।
২০।৯।১৯৫১, সকাল ১০-১৫

ক্রিয়াশীল ইষ্টার্থ-তৎপরতা
যা'দের স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে,—
তৎপরতায় অন্তরাসী যা'রা
যত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মভাবে—
ক্ষিপ্র দক্ষতার সহিত,—
স্বতঃই তা'দের সব ইন্দ্রিয়গ্রাম
সজাগ হ'য়ে ওঠে। ৩৬৩৮।
২০।৯।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

যে বা যা'
সত্তা,
সত্তাপোষণী সৎ-আহরণ
ও তজ্জাতীয় যা'-কিছুতে
ব্যাঘাত, বিপদ বা বিলোপ এনে থাকে,—
মোটা কথায়,
তা'কেই অসৎ বলা যেতে পারে। ৩৬৩৯।
২১।৯।১৯৫১, বেলা ১০-৫

শান্তির রক্ষক হও,
ভক্ষক হ'য়ো না তা'র,
মানুষের স্বস্তিকে

রাহাজানিতে লোপাট ক'রে দিও না,
ভাল যা' তা'কে বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
যা'তে একলহমায় চিনে উঠতে পার তা'কে,
মন্দ যা' তা'কেও তেমনি ;
সৎ ও সাধু যা'
তা' যেন সম্ভ্রান্ত শ্রদ্ধায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে
তোমাকে দিয়ে,
তবেই তো তুমি শাসক, শান্তির রক্ষক,
নয়তো, ও সব বৃথা ও ব্যর্থ লোকপীড়া ছাড়া
আর কিছুই নয়,
ঐ অসৎ-নিরোধী শাসন ও সম্বর্দ্ধনাই
মানুষকে সাগ্রহ সৎ-অভিনন্দনায়
চরিত্রে চারু ক'রে তুলতে পারে ;
আর, এর উল্টো যা'
তা' জীর্ণই ক'রে তোলে সবাইকে। ৩৬৪০ ।

২১।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫

অসঙ্গত, অপরিচ্ছন্ন বোধিবৃত্তি নিয়ে
ব্যাপারের অসংশ্লিষ্ট আন্দাজ বা অনুমানের উপর
নির্ভর ক'রে
শাসন বা সংযমন-সংস্থাকে
পরিচালিত ক'রতে যেও না,
গাঁও-চল্‌তি একটা কথা আছে—
'এখান থেকে মারলাম তীর
লাগলো কলাগাছে
হাঁটু দিয়ে রক্ত বেরুল

চোখ গেল রে বাবা'—

এই হ'চ্ছে

অসঙ্গত ও অপরিচ্ছন্ন বোধির উদাহরণ ;

তোমার শাসন-পরিচর্য্যা

মানুষের বিশ্বস্তিকেই যদি আকর্ষণ না ক'রল—

মানুষ যদি সোয়াস্তির নিঃশ্বাসই

উপভোগ ক'রতে না পারল,—

সে-শাসনে শাতন-তান্ত্রিকতার দুর্গন্ধ

থাকবেই কি থাকবে,

মানুষের শঙ্কা বাড়বে,

তা'রা স্বস্তিতে উদ্যোগী হ'য়ে উঠতে পারবে না,

লোকরঞ্জন তো হবেই না,

মোচড়ানই হবে তা'র তাৎপর্য্য,

ফলে, মানুষের হৃদয়ে

অভিশাপেচ্ছাই বেড়ে উঠবে ;

অনেক অসৎ ব্যক্তি রেহাই পাক—

ক্ষতি নাই,

তা'রা বরং সংশোধনের অবসর পাবে,

আর, যদি সংশোধিত না হয়—

তা'দের অসৎ প্রকৃতিই একদিন তা'দিগকে

লোকসমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ধরিয়ে দেবে,

শাসন-পরিচর্য্যার দ্বারা

একজন সৎ বা নির্দ্দোষ ব্যক্তির গায়ে

একটা আঁচড়ও যেন না লাগে,

তা'রা সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনী সম্ভ্রমই যেন পায়,

ফলে, মানুষের অন্তরে ক্রমশঃই

সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে

সৎ-সন্দীপনাই বেড়ে উঠবে,
তোমার চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী, রকম-সকম
অমনতরই হওয়া উচিত
যদি নিয়মনকে
সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তুলতে চাও;

শাসন-কৌশল
যতই কূটভঙ্গিমা গ্রহণ করুক না কেন—
অপরাধীই হো'ক আর উৎপীড়িতই হো'ক—
প্রত্যেকেই যেন তোমাকে
আত্মীয় ভাবতে পারে,
স্বজন ভাবতে পারে,
তোমার সংশ্রবে অপরাধীর অপরাধ করার প্রবৃত্তি
যেন উবে যায়,
পীড়িত বা নির্য্যাতিত যে—
সে যেন সোয়াস্তি পায়,
মুক্ত হয়, স্বাধীন হয়,
সৎ-সন্দীপনায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে,
তবেই তো সার্থক হ'য়ে উঠবে তা';

মনে রেখো, নিপীড়িত হবার ইচ্ছা
যেমন তোমারও নাই—
অন্যেরও কিন্তু নাই তা';

তাই, অসৎকে নিরোধ কর,
কিন্তু সৎ যেন নিপীড়িত বা নির্য্যাতিত না হয়
তোমার দ্বারা। ৩৬৪১।

২১।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৫

অসহায়ভাবে কেউ যদি
অশিষ্ট বা অসৎ কোন-কিছু বা কা'রও দ্বারা
আক্রান্ত বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ওঠে,—
তুমি অসৎকে নিরোধ কর,
আক্রান্ত বা নিপীড়িত যে তা'কে উদ্ধার কর,—
নির্দ্দোষ বা সৎ-অনুপ্রাণনশীল যা'রা আছে
তা'রা যেন একটুকুও
শঙ্কিত বা বিপন্ন হয়ে না ওঠে;
বোধিতৎপর সন্ধিৎসাপূর্ণ তদন্ত-তাৎপর্য্য
যদি এমনতরই না হয়—
তুমি কি মনে কর—
তুমি শাসন-সংস্থায় দাঁড়াবার উপযুক্ত?
তুমি যদি ঐ তাফালে প'ড়তে,
ঐ শঙ্কিত অন্তঃকরণে বসবাস ক'রতে হ'ত,
তোমার কেমন লাগতো?
কী করতে? ৩৬৪২।
২২।৯।১৯৫১, সকাল ৮-২০

মানুষ যতই অযথা অত্যাচারিত হয়
তা'রা ততই প্রতিশোধপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, অত্যাচারে
ভঙ্গ-মনোবল ব্যক্তিও
পরিশোধ-আকাঙ্ক্ষী হ'য়ে থাকে,
তাই, তোমার শাসন-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত যা'রা
তা'দিগকে বিশেষভাবে বাজিয়ে নিও,
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে

তা'রা শান্তিরই হোতা হ'ন যেন,—
অত্যাচার বা বিপর্য্যয়ের নয়কো। ৩৬৪৩।
২২।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থানুগ সঙ্গতিতে
কোন প্রত্যক্ষ দর্শন
বিষয় ও ব্যাপারের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
যদি অন্বিত হ'য়ে না ওঠে
একটা সার্থক অন্বয় নিয়ে,—
তা'ও কিন্তু প্রবৃত্তি-প্রসূত ধারণা-অনুলম্বিত,
আর, তা'ও কিন্তু
ঘটনার তত্ত্বকে স্পর্শ ক'রতে পারে না,
তাই, তা' সম্যকভাবে গ্রহণীয় নয়,
তা'র অনুসরণ ভ্রান্তিরই হোতা। ৩৬৪৪।
২৩।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

দুনিয়ায় জন্ম নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
পরিবেশের ভাগবত পরিবিধানে
তোমার জন্য যা' মজুত আছে,
তুমি যখন অশক্ত, অপারগ, আচ্ছন্ন বা বিপন্ন
তখন ঐ পরিবেশ ও পরিস্থিতি হ'তে
তা' যদি গ্রহণ কর,
তা' কিন্তু তোমার কাছে পাপদায়ক নয়কো,
কারণ, অমনতর অবস্থায়
তুমি তা' আত্মরক্ষার্থে ক'রেছ—
বিধির বিধায়নী প্রস্তুতি হ'তে
কাউকে বঞ্চিত করবার

অহিত-সম্বুদ্ধ প্রয়াসশীল না হ'য়ে ;
তাই, মনে রেখো,
এমন স্থলে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রকৃতির
উদার অবদান যেমন তুমিও বাঞ্ছা ক'রে থাক,
অন্যের বেলায়ও ঐ অবস্থাতে
তুমিও তা'দের জন্য প্রস্তুত ও মুক্তপ্রাণ থেকো ;
বিধির ভাগবত প্রস্তুতি ও মজুতকে
যা'রা অপহরণ করে—
তাঁ'র দাক্ষিণ্য হ'তে উপযুক্তকে বঞ্চিত ক'রে,—
তা'রাই কিন্তু স্তেয়দোষসম্পন্ন। ৩৬৪৫।
২৩।৯।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
গণহিতী অনুচর্য্যায়
তা'দের যে অনুগ্রহ-অবদান অর্জ্জন কর,
সেই অবদান হ'তে
শ্রদ্ধানুস্যূত অন্তঃকরণে
স্বতঃস্বেচ্ছায় তোমার ইষ্টকে যা' নিবেদন কর,
তা'ই-ই কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ ইষ্টভৃতি। ৩৬৪৬।
২৩।৯।১৯৫১, সকাল ৯-২৪

তুমি যদি অকপটভাবে
দায়িত্বশীল তৎপরতা নিয়ে
লোকহিতী অনুচর্য্যা হ'তে বিরত হও,
কেউ দায়িত্বশীল হ'য়ে
তোমাকে অকপটভাবে অনুচর্য্যা ক'রবে—

তা' প্রত্যাশা করা কতখানি সমীচীন
তুমিই বুঝে দেখ। ৩৬৪৭।
২৩।৯।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

সুসঙ্গত ভিত্তি ছাড়া
কাউকে এমন কোন সন্দেহ ক'রো না,
বা সন্দেহ ক'রে এমনতর কোন কাজ ক'রো না—
যা'তে তা'র কোনরকমে ক্ষোভ ও ক্ষতি হ'তে পারে,
কোথাও যদি সন্দেহই হয়
বরং নিজেই সাবধান হ'য়ে চ'লো ;
যেখানে সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই—
তেমনতর স্থলে অযথা সন্দেহ প্রকাশ ক'রে
যদি কা'রও ক্ষোভ বা ক্ষতির কারণ হও,
ঐ ক্ষোভ ও ক্ষতিই তোমাকে
শাসিত বা দণ্ডিত ক'রে
তোমার জীবন-চলনায়
ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রতে পারে। ৩৬৪৮।
২৩।৯।১৯৫১, বিকাল ৫টা

সৎ ও সুষ্ঠুকে সন্দীপ্ত না ক'রে
তা'তে সংঘাত হানা মানে—
অসৎ-নিরোধে ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'কেই উচ্ছল ক'রে তোলা,
অসতের জ্বালাময়ী হোতা হ'য়ে ওঠা। ৩৬৪৯।
২৩।৯।১৯৫১, রাত্রি ৮-২০

বিচার ক'রতে হ'লে বিবেচনার প্রয়োজন,
আর, বিবেচনা ক'রতে হ'লেই
বিষয়ের সুসঙ্গতি-নিরূপক বোধির প্রয়োজন,
আবার, বিষয়ের সুসঙ্গতি দেখতে হ'লেই—
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণের প্রয়োজন,
আর, সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণের জন্য
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও চলন অপরিহার্য্য ;
এমনতর তাৎপর্য্যশীল মস্তিষ্ক যা'দের নয়,—
তা'দের
বিচারকের আসন গ্রহণ করা মানেই হ'চ্ছে—
বিপর্য্যয়েরই ইন্ধন যোগানো,
শান্তিকে ব্যাহত ক'রে তোলা ;
তাই, যা'রা আত্মজিৎ নয়,
তা'দের মানুষের নিয়ন্তার আসন গ্রহণ করা
শাতনেরই পৌরোহিত্য করা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩৬৫০।
২৪।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৪৬

মানুষকে যতই সৎ-সন্দীপ্ত সত্তাপোষণী স্বাধীন
ক'রে তুলতে পারবে,
গণ-সত্তাপোষক ক'রে তুলতে পারবে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলতে পারবে—
একানুধ্যায়ী অনুবেক্ষণী ক'রে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উচ্ছল ক'রে
অসৎ যা'-কিছুর নিরোধ ও নিরসনে,—
তুমি ততই মানুষের বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারবে,

বিবর্ত্তনের হোতা হ'য়ে উঠতে পারবে,
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণের
ঋত্বিক্ হ'য়ে উঠতে পারবে। ৩৬৫১।

২৪।৯।১৯৫১, সকাল, ৮-৫৫

কোন ব্যাপার বা বিষয়ে
কা'রও সম্বন্ধে
তোমার মন
যতই সন্দেহ-সঙ্কুক্ষিত হো'ক না কেন,
যতক্ষণ ঐ বিষয় বা ব্যাপার
সুসঙ্গত বাস্তব প্রণিধানে প্রত্যক্ষ না করছ,
ততক্ষণ বরং ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে
নজরবন্দী ক'রে রেখো,—
কিন্তু পীড়ক হ'য়ে উঠো না কিছুতে,
তোমার সন্দেহ যদি সত্য না হয়—
তোমার ঐ পীড়ন-প্রবৃত্তি
অনেক ব্যক্তিরই পীড়ন-প্রবৃত্তিকে
উৎসাহিত ক'রে তুলবে ;
আবার, তোমার তদন্তের বাহানায়
কাউকে অহেতুকভাবে আবদ্ধ রেখে
তা'র সাত্ত্বিক অর্থনীতিক জীবন-চলনাকে
ব্যাহত করা—
বা সম্ভ্রমকে অপলোপ ক'রে
তা'র জীবনে খুঁত ঢুকিয়ে দিয়ে
লোল অবদলনে
পরবর্ত্তী জীবনকে ব্যাহত ক'রে তোলা
কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অপরাধেরই,

কারণ, এতে তা'র জীবনচলনা ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ
বিকৃত বা বিধ্বস্তই হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, সপরিবেশ সে
ভরণদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে পারে না,
ফলে, তা'কে অপকৃষ্ট জীবন নিয়েই
চ'লতে হয় সাধারণতঃ;
যদি তা'দের ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত জলুসে
স্ফুরণ-সম্বেগী হ'য়ে চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়—
সে তোমার ব্যক্তিগত পাপ,
তা'র জন্য তুমি বা তোমরাই দায়ী,
তা'র আপূরণী দায়িত্বও তোমার বা তোমাদেরই,
ঐ অবস্থাটা নিজের উপর ফেলে
বিবেচনা ক'রে দেখো—
তোমার কী করা উচিত,
ন্যায়ই বা কী, নীতিই বা কী,
আর, বিধানই বা কী তা'র। ৩৬৫২।
২৪।৯।১৯৫১, সকাল ৯টা

মানুষের বহুদর্শী অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানই
বিবেক,
তা' যা'র যত সার্থক, সুসঙ্গত—
তা'র তত সৎ-সন্দীপী। ৩৬৫৩।
২৪।৯।১৯৫১, বেলা ১০-২৫

বিকৃতভাবে যদি কোথাও
গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়—
এবং তা' যদি অসৎ-অভিসন্ধিমূলকই হ'য়ে থাকে

আর, তা'কে যদি প্রশমিত করা
বাঞ্ছনীয় হয় তোমাদের,
তাহ'লে প্রথমেই ধ'রতে হবে—
বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ-নিরাকরণী বিজ্ঞপ্তি,
তা' পরিবেষণ ক'রতে হবে
সব দিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে ;

ঐ অসতের প্রশমনে
যদি স্থলবিশেষে
শাসন ও নির্য্যাতনের প্রয়োজন হয়,
তা'র সঙ্গে-সঙ্গে প্রখর অভিব্যক্তিতে
সচল সক্রিয়তায় আরম্ভ ক'রতে হবে
সান্ত্বনা, শুশ্রূষা ও সেবা-পরিচর্য্যা—
ব্যাপক পরিক্রমায়,
যা'তে মানুষ শুধু নির্য্যাতনক্লিষ্ট হ'য়ে
ক্ষুব্ধই না হয় তোমাদের উপর,
সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে
তা'দের সংরক্ষণী প্রত্যাশাকে আঁকড়ে ধ'রে
শ্রদ্ধা-অভিষিক্ত নন্দিত-তুষ্টিতে
তোমাদের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
যা'তে তা'রা মনে ক'রতে পারে
ঐ রুদ্র আচার অসতের জন্য,
সৎ, সত্তাপোষণী, সাধু ও সৎপ্রবৃত্তিশীল যা'রা
তা'দের জন্য নয়কো,
এমনি ক'রে তা'রা
যত শ্রদ্ধাবান হ'য়ে উঠবে তোমাদের প্রতি
ততই তা'রা তোমাদের বিজ্ঞপ্তিগুলিকে

অন্তর-অনুস্যূত ক'রে নেবে তা'দের,
আর, চ'লবেও তেমনতর ;
মনে রেখো,
সান্ত্রী, সঙ্গীন
মানুষকে ভয়বিহ্বল ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু তা'তে তা'দের অন্তর নির্ম্মল হ'য়ে ওঠে না,
প্রতিক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধাই
খুঁজতে থাকে তা'রা—
কোন্ মুহূর্ত্তে, কেমন ক'রে
বিস্ফোরণশীল হ'য়ে উঠলে
ঐ নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নিয়ে
নিজেরা স্বস্থ হ'তে পারে,
আর, সংহতও হয় তেমনি ক'রে,
আবার, এ অন্তঃসলিলা হ'য়ে
বংশানুক্রমিকভাবেই চ'লতে পারে ;
তাই, সাবধান শাসক ! শান্তিরক্ষক !
তোমার শাসন যেন
পোষণ ও তোষণ-হারা না হয়,
মানুষের সান্ত্বনা, সেবা ও তৃপ্তিকে
বিসর্জ্জন না দেয়। ৩৬৫৪ ।
২৪।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১০

ইষ্ট, পুরুষোত্তম-অনুধ্যায়ী
সুসঙ্গত বোধি-তৎপর
আপূরয়মাণ মহান বা মহৎ যাঁ'রা,
তাঁ'দের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা
পরিবেষণ ক'রতে যেও না,

গণ-সংহতি ক্ষুন্ন হ'য়ে ওঠে তা'তে ;

তুমি যদি লোকহিতী হও—

একনিষ্ঠ আপূরয়মাণ মহাত্মা যাঁ'রা

তাঁ'রা তোমার গণহিতী বার্ত্তা ও কর্ম্মকে

সমর্থন করবেনই নিশ্চয়,—

যদি তা' বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-সম্বুদ্ধ হ'য়ে থাকে,

আর, তাঁ'দের ঐ সমর্থনের ফলে

তাঁ'দিগেতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে

সংহতি লাভ ক'রেছে যা'রা

তা'রা তাঁ'রই সমর্থনকে শক্তিশালী ক'রে

তোমার বিবর্ত্তন-সম্বুদ্ধ গণহিতী উদ্দেশ্যকে

মূর্ত্ত ক'রে তুলতে

প্রবল প্রচেষ্টাপরায়ণ হবেই কি হবে ;

আর, ঐ অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা পরিবেষণ ক'রে

মানুষকে যদি বিচ্ছিন্ন ক'রে তোল,—

তুমি চোখ রাঙ্গিয়ে

হয়তো এখন তা'দের দমন রাখতে পারবে,

কিন্তু একটা অসৎ-সংহতি দানা বেঁধে

একদিন এমনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রবে,

যে, সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে,

প্রবৃত্তির গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ পরিচলন

ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত হ'য়ে

সর্ব্বনাশকেই আমন্ত্রণ ক'রবে,

তুমি হারাবে সব ;

প্রবৃত্তি-প্ররোচিত, আত্মঘাতী, অবিবেকী যা'রা

তা'রাই মহতের বিরুদ্ধে

অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ধুয়ো তুলে

মানুষকে সংহত ক'রতে চায়,
যা'রা মহৎ-সংহতির বিরোধী—
তা'দের পক্ষে ওগুলি খুব মুখরোচক
ও দীপন-তাৎপর্য্যবাহী ;
তাই, গণকে যদি ভাল ক'রতে চাও,
সমাজকে যদি ভাল ক'রতে চাও,—
মহৎ ও মহানে শ্রদ্ধাপরায়ণ হও,
তাঁ'দের পরিবেষণ ও পরিচর্য্যা কর—
বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-ব্যত্যয়ী যা'রা
তা'দিগকে নিরোধ ক'রে,—
যা'র ফলে, মানুষ অসৎকে অতিক্রম ক'রতে পারে। ৩৬৫৫ ।
২৪।৯।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-২০

তোমরা প্রত্যেকেই সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থই তোমাদের স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থকে সুসঙ্গত বোধিকুশল তাৎপর্য্যে
সক্রিয়তায় উপচয়ে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
অমনি ক'রেই সুকেন্দ্রিকতার সহিত
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চল,
লোক-সংগ্রহ কর,
তোমার যাজন একটা উদাত্ত সঙ্গতি নিয়ে
মানুষকে সংবুদ্ধ ক'রে
সাত্ত্বিক-প্রেরণাপুষ্ট ক'রে তুলুক,
ইষ্টার্থ-পরিবেষণে একানুধ্যায়ী ক'রে
অচ্ছেদ্যভাবে সংহত ক'রে তোল তা'দিগকে—

বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী
স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণশীলতায় ;
গণস্বার্থ ও গণহিত-উদ্‌যাপনের
অপরিহার্য্য প্রয়োজনে ছাড়া
কখনও রাজনৈতিক আধিপত্য-প্রলুব্ধ হ'তে যেও না,
তোমরা লোকহৃদয়ে রাজত্ব কর,
লোকের অযাচিত সশ্রদ্ধ অবদানই
তোমাদের পুষ্টি-পরিচর্য্যা করুক,
শাসন-সংস্থাই বল, আর রাজসংস্থাই বল
তা'দের কোনরকম উপঢৌকনে প্রলুব্ধ হ'য়ো না,
প্ররোচিত হ'য়ো না,
ঐ প্ররোচনা যেন কখনও কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে
তোমাদের অন্তরকে গণযজ্ঞ হ'তে
বিভ্রান্ত ও ব্যতিক্রান্ত করে তুলতে না পারে ;
মানুষের অযাচিত সশ্রদ্ধ অবদানই
শ্রেষ্ঠ অবদান,
তা' প্রাচুর্য্যে স্ফীত হ'য়ে উঠুক তোমার কাছে,
আর, ঐ স্ফীত অবদান দিয়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন বিবেচনা কর
লোকপালী অনুচর্য্যায় ব্যয়িত ক'রো তা'—
নিজের সত্তাকে পালন ক'রতে ও সচল রাখতে
যা' প্রয়োজন
মাত্র সেইটুকু রেখে ;
অনুরাগ-উৎফুল্ল একানুধ্যায়িতা নিয়ে
তপশ্চরণ, বোধিচর্য্যা, গবেষণা
ও বিজ্ঞানের অবদান যা'-কিছু পাও,—
সেগুলিকে সর্ব্বসঙ্গত সার্থকতায় অন্বিত ক'রে

গণসত্তাপোষণে বা গণসত্তারক্ষণে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রেই প্রয়োগ ক'রো—
শাশ্বতেরই সন্দীপনায় আপুরিত ক'রে ;
তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতির ভিতরে
যেখানে যেমন ক'রে
এই পুরশ্চরণী তপপ্রবৃত্তিকে
সত্তানুস্যূত ক'রে তুলতে পার—
তা' ক'রো,
যতটুকু তা' ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার জীবনও ততটুকু
ধন্য হ'য়ে উঠবে সেইখানে। ৩৬৫৬।
২৪।৯।১৯৫১, রাত ১০টা

যদি কোন নিরপরাধকে
অলীকভাবে অপরাধী সাব্যস্ত কর,
বা তা'র প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার কর,
ঠিক স্মরণ রেখো—
ঐ ব্যবহারের তারতম্যানুপাতিক
শাসনের রুদ্রদণ্ড স্ফুলিঙ্গ-স্ফুরণে
তোমাকে আবেষ্টন ক'রছে,
শুধু তোমাকে নয়কো
এমন-কি, তোমার সানুকম্পী সমর্থক যা'রা—
তা'দিগকেও,
এরই ক্রমান্বয়ী চলন—
আজই হো'ক, কালই হো'ক
বা শতবর্ষ অন্তেই হো'ক—

তোমাকে, তোমার লতাসূত্রকে
আবেষ্টন ক'রে
ওরই প্রতিশোধে দোর্দ্দণ্ড প্রকৃতি ধ'রতে পারে ;
তাই, যদি কাউকে অপরাধীও সন্দেহ কর,
তা'র প্রতিও সম্ভ্রমাত্মক ব্যবহারে
প্রশ্ন ক'রে,
সৌজন্যপূর্ণ সেবানুচর্য্যার সহিত
তা'কে উপলব্ধি কর, বোঝ—
সে বাস্তবে কী,
কিংবা সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুসরণে
সমীচীন আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
সে অপরাধী কিনা সাব্যস্ত ক'রতে চেষ্টা কর,
সুসঙ্গত বাস্তব প্রমাণ যখন
তা'কে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করিয়ে দেবে—
তখন তা'কে অপরাধী ব'লে নিতে পার,
অপরাধীর মতন ব্যবহার ক'রতে পার,
কিন্তু আরো যেন স্মরণ থাকে—
তোমার ব্যবহারগুলি
শাসন ও নির্য্যাতনপন্থী হ'লেও
তোষণ ও স্বস্তি-অনুচর্য্যার
এতটুকু যেন অভাব না হয়,
যা'র ফলে, ঐ শাসনের আওতায় এসেও
সে তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে,
এর ফলে, সে ঐ অপরাধপ্রবৃত্তি-মুক্ত
হ'য়ে উঠতে পারে একদিন,
শ্রদ্ধালুচিত্তে তোমাতে নিবদ্ধ যদি না থাকে—
প্রতিক্রিয়ায়, তা'র মনোমত উপযুক্ত কোথাও

সংহত হ'য়ে
বিষাক্ত বিস্ফোরণী হ'য়ে উঠতে পারে;
সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও কখনও যদি তা' হয়—
তাহ'লেও তোমার ঐ সানুকম্পী
সেবানুচর্য্যী সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার
ঐ বিষাক্ত প্রবৃত্তিকে অনেকখানি
প্রশমিত ক'রে তুলতে পারবে;
শাসন-সংস্থায় দাঁড়িয়ে
গণ-শান্তিরক্ষক পদে যেই দাঁড়িয়েছ,
তোমার একটি হস্তে
বর ও অভয়ে উচ্ছল ক'রে তোল মানুষকে,
অপর হস্তে রাখ দণ্ডের দাহিকা শক্তি,—
যা' অসৎকে নিরসন ক'রে
সত্তাসম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। ৩৬৫৭।
২৫।৯।১৯৫১, সকাল ৮-১২

তোমারই অপরিচ্ছন্ন এলোমেলো
বোধিতৎপরতায়
কোন নির্দ্দোষকে যদি দোষী সাব্যস্ত ক'রে
অবরোধ ক'রে থাক—
যা'র কোন বাস্তব সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণ পাওনি,—
তোমার আন্তরিক সম্ভ্রমাত্মক সনির্ব্বন্ধ
সৌজন্য-আচারে
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যবহারে
অবরোধিত যে তা'কে
তোমার আন্তরিকতার অভিব্যক্তি ও অনুচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে রেখো,

তা'দের প্রতি তোমার দুর্ব্যবহার
ও অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ যেন
তোমার অপরাধকে চক্রবৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণে
উত্তাল ক'রে না তোলে,
কারণ, যে অপরাধী নয়—
অপরাধের বেষ্টনে তা'কে নিরোধ করাতেই
তুমি অপরাধী হ'য়ে দাঁড়িয়েছ,
বিধির ভাগবত নীতি
এ হ'তে তোমাকে রেহাই দেবে কিনা সন্দেহ,
তা'র উপর,
কুৎসিত বা উপেক্ষামূলক আচরণে
মানুষের অন্তঃস্থ চেতন-অগ্নিকে
দহন-ধুক্ষিত ক'রে তুলো না,
তোমার বুদ্ধির দোষে
শাসন-সংস্থাকেও দুষ্ট ক'রে তুলো না;
চৈতন্য নিজেই সাড়াপ্রবণ, প্রত্যুৎক্ষেপী,
সেইজন্যই জীবনশক্তিকে চৈতন্যশক্তি ব'লে থাকে,
কিন্তু দোষ-নিবদ্ধ যা'রা
তা'দের ঐ প্রত্যুৎক্ষেপী শক্তি
স্বতঃই কম হ'য়ে থাকে,
ওজঃ ও বীর্য্যও তা'দের নিস্তেজ সেইজন্য। ৩৬৫৮।
২৫।৯।১৯৫১ বেলা ১০-২০

ভ্রান্তির কবলে অনেকেই পড়ে—
বিশেষতঃ যা'রাই সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ
একার্থপরায়ণ ক্রিয়াশীল অনুধ্যায়িতা নিয়ে

চ'লতে পারে না,
গর্ব্বেপ্সা-অনুধ্যায়ী প্রবৃত্তি নিয়ে
যখনই তুমি চ'লবে,—
ভ্রান্তির পথ
সহজ হ'য়ে উঠবে তখন তোমার জীবনে,
অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে বা এলোমেলো বোধি
সন্ধিক্ষু পরিবেক্ষণে
পথই চিনে উঠতে পারবে না,
আবার, পারিবেশিক প্ররোচনাও
তোমাকে ক্রিয়াশীল ক'রে
তেমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রে তুলবে,
ফলে, তোমার হটকারী হওয়া ছাড়া
আর গত্যন্তর নাই—
হয়তো, উগ্র মেজাজ নিয়ে
নয়তো, মিনমিনে মেজাজ নিয়ে ;
সে যা'ই হো'ক—
তুমি যদি শান্তি-সংস্থার সংশ্লিষ্ট হও,
গণশান্তির রক্ষকই হও,
খুব যেন নজর থাকে—
সাধু ও সহজ অনুবেক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,—
একজন নিরপরাধও যেন
বিপন্ন না হয়,
বিধ্বস্ত না হয়,
হয়রাণ-পেরেসান না হ'য়ে ওঠে সে,—
তা' অসৎকর্ম্মা যেই থাক্ বা না-থাক্,
তা'দের তুমি ধ'রতে পার আর নাই পার,
ঐ নিরপরাধকে হয়রাণ করা মানেই হ'চ্ছে—

তোমার ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করা,
হয়তো, অন্য পথে
তোমার কৃতী-সন্ধিৎসাকে এড়িয়ে
অসৎ এমনতরভাবে গা ঢাকা দেবে,
তা' ধরাছোঁয়া পাওয়াও কঠিন হ'য়ে উঠবে,
হয়তো, জঞ্জালে প'ড়বে অনেক,
তাই, তোমার মনোবৃত্তিই যেন এমনতর হয়—
যা'তে তোমার দ্বারা কোন নিরপরাধ ব্যক্তি
নাজেহাল না হয়,
এবং অপরাধীকেও অপরাধপ্রবৃত্তি হ'তে
সোয়াস্তির পথে তুলে ধ'রতে পার,
নয়তো, ঐ নিরপরাধের অভিশাপ-উদ্দীপনা
তোমার অন্তরে এমন ক্ষত সৃষ্টি ক'রবে,—
তুমি না বুঝলেও কিন্তু রেহাই পাওয়া
কঠিন হ'য়ে উঠবে,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে
তোমার আচার, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যায়
স্বাভাবিকভাবে তোমার প্রতি
সোয়াস্তির আশীর্ব্বাদ সিঞ্চন না ক'রছে,
তৃপ্তিতে তা'র বুক ভ'রে না উঠছে,
জীবনের দীপ্ত প্রার্থনায়
'তোমার মঙ্গল হো'ক' ব'লে
ঈশ্বরে আত্মনিবেদন না ক'রছে। ৩৬৫৭।
২৫।৭।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

যাঁ'রা একাত্মধ্যায়ী, সন্ধিৎসু
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহৎ বা সাধু—

তীর্থক্ষেত্রের মাণিকস্তম্ভ তাঁ'রাই,
কারণ, তাঁ'দের অনুরাগ-উচ্ছল জীবনস্রোত
স্ফুরিত-তরঙ্গে লোক-অন্তরকে
তীর্থদেবতায় সশ্রদ্ধ ক'রে তুলে
দেবমাহাত্ম্যকে চির-উন্নত বোধিদীপনায়
বিজ্ঞচক্ষুতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে,
ফলে, তীর্থদেবতায় শিষ্ট অনুরাগে
ঐ জনগণ ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও নিয়মনিষ্ঠায়
সুসন্দীপনী আকর্ষণে নিয়োজিত হ'য়ে
নিজ-নিজ যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—
একটা সুসঙ্গত মহতী অনুপ্রেরণায় ;
তাই, ভাগবত বাণীই হ'চ্ছে—
'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ।' ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুরাগ-উচ্ছল মহৎ
যেখানে তীর্থদেবতাকে
আবেষ্টন ক'রে থাকেন না,—
লোকশিক্ষা সেখানে অপলাপমুখী হ'য়েই চলে,
জনগণ
আচারভ্রষ্ট, নিয়মভ্রষ্ট, কৃষ্টিভ্রষ্ট হ'য়ে
প্রবৃত্তিপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে
জীবনকে বিপন্ন ক'রে চ'লতে থাকে ;
তাই, তীর্থের মাণিকস্তম্ভই হ'চ্ছেন
ঐ মহাত্মারা, ঐ সাধুরা ;
তীর্থক্ষেত্র মানেই হ'চ্ছে ত্রাণক্ষেত্র, মুক্তিক্ষেত্র,
আর, তা'রই হোতাই হ'চ্ছেন ওঁরা,
তাঁ'রাই আচার্য্য, তাঁ'রাই উপাধ্যায়,

ঐ দেব-বেদীতে আপূরয়মাণ জ্ঞানবিভা নিয়ে
ঈশ্বরকে আবাহন করেন তাঁ'রাই,
তাই, মহৎ ছাড়া তীর্থ
ব্যর্থতারই বিচ্ছিন্ন কঙ্কাল। ৩৬৬০।
২৬।৯।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

দোষী ধ'রতে গিয়ে
কত নির্দ্দোষ উৎপীড়িত হ'য়েছে—
এই হ'চ্ছে শান্তিরক্ষকদের
দক্ষ, সন্ধিৎসাপূর্ণ, সুসঙ্গত বোধির কষ্টিপাথর,
আর, তা'দের উন্নতি বা অবনতির মাপকাঠি;
নির্দ্দোষ ব্যক্তি উৎপীড়িত যা'দের হাতে যত বেশী—
বোধিদক্ষতাও তা'দের তত ঘোলাটে,
অপরিচ্ছন্ন, গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ,
শাসন-সংস্থার অভিঘাত তা'রাই। ৩৬৬১।
২৬।৯।১৯৫১, বেলা ১০-১৫

মায়ের চরণ-ছায়ায়ই স্বর্গীয় সুষমা,
মাতৃভাষাই পূত ভাষা,
শ্রদ্ধাবানের বোধগম্য তা',
উপভোগ্য তা'। ৩৬৬২।
১।১০।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১০

শাসন-সংস্থার পরিচালক ও পরিচায়ক যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রত্যেকেরই শ্রেয়ার্থসন্দীপী
গণহিতী প্রকৃতি-সম্পন্ন হওয়া উচিত,
ব্যাপার ও বিষয় সম্বন্ধে

সুসন্ধিৎসু, নিরপেক্ষ, সুসঙ্গত বোধিতৎপর
হওয়া উচিত,
কুশলকৌশলী দক্ষ ক্ষিপ্র তৎপরতায়
ন্যায্য সমাধানী সম্বেগশালী হ'য়ে
গণশ্রদ্ধাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'দের নিয়ামক ও নিরাপত্তা-সম্পাদক
বান্ধব হওয়া উচিত,
যা'তে লোকে
তা'দের কাছে অন্তরখোলা হ'য়ে
বুকের বোঝা নামিয়ে দিয়ে
নিশ্চিন্তে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে ;
অপরিচ্ছন্নতা
বা ঘোলাটে বোধি নিয়ে চলা মানেই
গণমণ্ডলের বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা,
তা'দের ভীতি ও সঙ্কটের আবাহক হ'য়ে ওঠা,
এতে লোকের স্বস্তি তো দূরের কথা—
তা'দের আত্মরক্ষাই বিপন্ন হ'য়ে ওঠে ;
নিজের বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা
ঐ শাসন-সংস্থার সুনাম ও সুপ্রতিষ্ঠা
ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদের প্রথম ও প্রধান করণীয়—
তা' প্রত্যেক কর্ম্ম, বাক্য ও ব্যবহারের
অনুনয়নী অনুচর্য্যায়,
বিশেষতঃ শান্তি রক্ষক যা'রা
তা'দের এমনতর
দক্ষকুশল তৎপরতাসম্পন্ন হওয়া উচিত
যা'তে গণ-অন্তঃকরণ তা'দিগকে শান্তির দূত ব'লেই
গ্রহণ ক'রতে পারে,

এবং গণমণ্ডলের কেহই যেন
ঔচিত্যের অপলাপী কোনপ্রকার দোষের অবতারণা
না ক'রতে পারে,
সত্তাসংঘাতী যা'-কিছু
যা' বিচারালয়েই সমাধান হওয়া উচিত—
তা'ই মাত্র বিচারালয়ে প্রেরণ করা উচিত,
তা' ছাড়া দ্রোহোদ্দীপী, বিপর্য্যয়ী যদি কিছু হয়—
তা' যা'তে মিলন ও পূতি-তাৎপর্য্যে
সমাধান ক'রতে পারা যায়,
নিষ্পন্ন ক'রতে পারা যায়,
এবং ঐ দ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণকে উৎপাটন ক'রে
স্বস্তিকে যা'তে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে—
তা'ই তা'দের প্রথম ও প্রধান করণীয় হওয়া উচিত ;
তা'দের লোকানুচর্য্যা এমনতরই
দক্ষকুশল বান্ধবতাসম্পন্ন হওয়া উচিত
যা'তে তা'দের এলাকায়
কোনরকম বিক্ষোভ হওয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে,
সাথে-সাথে উপচয়ী কর্ম্মনিরত যোগ্যতায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
জনগণ যা'তে প্রীতিপ্রণোদনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে,
তেমনতর সন্দীপনার সঞ্চারণ
তা'দের স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে ওঠাই বাঞ্ছনীয়,
শাসন-সংস্থা যেন লোকপালী হ'য়ে ওঠে,
লোকপোষক ও লোকতোষকই হ'য়ে ওঠে,
মানুষকে বিপন্ন করবার
শাতনী-দণ্ডদাতা যেন না হয় ;

শান্তিরক্ষকদের শাসন ও দণ্ড যেন
শান্তি ও স্বস্তিরই হোতা হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যেন মানুষের কাছে
অত্যাচারহীন, অবিচারহীন
নিরাপত্তার বান্ধব হ'য়ে ওঠে;
কি নারী, কি পুরুষ
তা'দের সমস্ত সম্পদ বা যা'-কিছু
তা'দের দায়িত্বে ন্যস্ত ক'রে
নিজেরা যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লতে পারে,
তা'দের চরিত্রের প্রতিভান্বিত জলুস
যেন লোকজীবনকে বা গণজীবনকে
তা'দের সহযোগী ক'রে তোলে,
প্রতিকূল বা বিরোধী ক'রে না তোলে,
অন্যায় বা অন্যায্য-ভাবে কেউ যেন
নিপীড়িত না হয়
তা'দের আশ্রয়ে,
তা'রা যেন
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ প্রত্যাশাপরায়ণ গর্ব্বেপ্সায়
উৎকোচ-গ্রহণ ও লোকপীড়ন-তৎপর হ'য়ে না ওঠে,
অপরাধী দণ্ডের আওতায় এসেও
যেন স্বস্তি-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
শাসন-সংস্থার আলোকস্তম্ভ ঐ তা'রাই
—আমি যা' মনে করি। ৩৬৬৩।
২।১০।১৯৫১, বিকাল ৫-৫৫

মনশ্চক্ষুতে বস্তু বা বিষয়ের অনুপ্রেরণা
যদি ফুটন্ত হ'য়ে না ওঠে,

তা'কেই বলা যায় মানসিক অস্বচ্ছতা বা অন্ধতা,
আবার, শ্রবণের দ্বারা অনুপ্রেরিত যা'-কিছু
তা' যদি স্বচ্ছদৃষ্টিতে সুসঙ্গত হ'য়ে
বোধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারে—
একটা ঘোলাটে
বা অলস নিষ্প্রভ অবসাদ-অভিভূত হ'য়ে,
তা'ই কিন্তু মানসিক বধিরতা,
আর, বোধির সাথে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির
অসম্বদ্ধ অলস অন্বয় যেখানে
তা'কেই বলে মানসিক ক্লীবতা ;
তাই, মানসিক অন্ধতা, মানসিক বধিরতা,
বা অস্বচ্ছ বিশৃঙ্খল চিন্তাপ্রবণতাকে
আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না,
সৎ-সন্দীপনাকে এড়িয়ে
মানসিক ক্লীবত্বকেও আহরণ ক'রতে যেও না,
তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-মাফিক
সমান তালে সুসঙ্গতি নিয়ে
বিষয়, বস্তু বা ব্যাপারকে উপলব্ধি করে—
যেখানে যেমন ক'রে যা' প্রয়োজন—
একটা সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ সার্থক সঙ্গতিনিবদ্ধতায় ;
আর, ঐ শ্রেয়-তাৎপর্য্যে সব বোধিগুলিকে
সঙ্গতি-সমাহারে বিন্যস্ত ক'রে
তোমার বোধিমর্ম্মকে জীয়ন্ত ক'রে তোল—
সুসন্ধিৎসা-তৎপর ক্রিয়মাণ পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন

শ্রেয়ার্থপূরণী অভিদীপনায় ;
এমনি ক'রেই
তাজা বোধির অন্বিত সুসঙ্গত বিন্যাসে
তুমি তাজা বিবেকের অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
ফুটন্ত ও জীয়ন্ত হ'য়ে রইবে বিবেক
তোমার ভিতর—
সুচেতী সন্দীপনায়,
তোমার মস্তিষ্ক
চতুর বোধিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃই ;
প্রত্যেকটি প্রেরণার সাথে
তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি
সঙ্গে-সঙ্গে যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়
করণীয় বা অকরণীয়ের বিবেচনা-নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ;
আর, ঐ নিয়ন্ত্রণী সিদ্ধান্ত-মাফিক
যখনই যা' করবার
তা' তখনই ক'রতে
তুমি এতটুকু বিরত থেকো না,
মনে রেখো,
ঐ বিরতিই তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে ;
তাই, তোমার বোধিকে
বিবেকদীপ্ত কুশলকৌশলী দক্ষ ও ক্ষিপ্র তাৎপর্য্যে
সিদ্ধান্তে উপনীত ক'রে
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে
তদনুগ-সুতৎপর ক'রে তোল,
এবং যা' করবার তা' নিষ্পন্ন কর—
বিহিত বিবেচনায়,
তোমার জাগ্রত চেতনা

জাগ্রত বোধিতে বিকীর্ণ হ'য়ে
কৃতিত্বে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
এমনি ক'রেই
তোমার জন্মগত মানসিক অন্ধতা,
বধিরতা
বা অস্বচ্ছ, বিশৃঙ্খল চিন্তাপ্রবণতা
যা'ই থাক্ না কেন—
তা'কেও অনেকখানি উন্নত ক'রে তুলতে পারবে। ৩৬৬৪।
২।১০।১৯৫১, রাত ৮-৪৫

অভিব্যক্তি-অনুধাবন তৎপর হও,
কোন্ প্রবৃত্তির আধিপত্যে মানুষের অভিব্যক্তি
কেমনতর হ'য়ে ওঠে—
তা' দেখেই বুঝতে চেষ্টা কর,
আর, সৎ বা অসতের সঙ্গত অন্বয়ে
কোন্ প্রবৃত্তি কী চরিত্রে স্ফুরিত হ'য়ে
কেমনতর তাৎপর্য্য-নিয়ন্ত্রণে
মানুষকে কোন্ কর্ম্মে উদ্দীপিত করে,—
বিশেষ অনুধাবন ও লক্ষণাদি দৃষ্টে
তা'কে নির্ঘাতভাবে নির্ণয় ক'রতে অধ্যবসায়ী হও,
এই বোধি নিয়ে কে ভাল, কে মন্দ
এক ঝলক দেখেই অনুমান ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, সেই অনুমানে লক্ষ্য রেখে
তোমার পরিবেক্ষণী গন্তব্য স্থির কর,
আর, চলও তেমনি মিলিয়ে মিলিয়ে ;
তোমার সন্ধিৎসু অনুবেক্ষণী সিদ্ধান্ত

ঘটনা বা ব্যাপারের সুসঙ্গত বৈচিত্র্য-সহ
সহজ, স্বাভাবিক, নিখুঁত প্রমাণ নিয়ে
নির্দ্ধারিত হ'য়ে দাঁড়াক তোমার কাছে,
ঘোলাটে বোধির দাসত্ব ক'রে
মানুষকে বিপর্য্যয়-বিধ্বস্ত ক'রে তুলো না—
যদি মানুষের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে
কৃতকৃতার্থই হ'তে চাও,
সবারই, বিশেষতঃ শান্তিরক্ষকদের
সম্বিৎ-তাৎপর্য্যই ওই। ৩৬৬৫।
২।১০।১৯৫১, রাত ১১-১০

যেই হো'ক না কেন
বিশেষতঃ আর্য্যসন্তান যা'রা
তা'রা যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্তই
থাক্ না কেন,
তা'দের প্রকৃতিগত তাৎপর্য্যই হওয়া উচিত
কোন বিষয় বা ব্যাপারের
অভাবনীয় বা আজগবী সংস্থান-সম্পর্কে
সুসঙ্গত বোধিবীক্ষণে
যথাবিহিত সন্ধিৎসা ও সন্ধানের সহিত
উপযুক্ত তথ্যকে পরিজ্ঞাত হওয়া,
সে-বিষয়ে তত্ত্ববিৎ হওয়া,
এই প্রকৃতিকে কখনও পরিত্যাগ না ক'রে
তা'র আপূরণী সুধিৎসাতে উর্ব্বর ক'রে তোলা,
আর, তাই হ'চ্ছে আর্য্যত্বের অর্জ্জীভাব। ৩৬৬৬।
৩।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৫০

শান্তি-সংস্থার পরিচারক যা'রা
তা'রা যদি লোকের বিশ্বস্ততার গণ্ডী ভেঙ্গে
তা'দের কা'রও গুপ্ত উত্তম ও অর্জ্জন
যা' গণ-উপচয়ী—
আর, গণ-উপচয়ী না হ'লেও অপচয়ী নয়কো,—
এমনতর কোন বিষয়কে প্রকাশ
বা লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত ক'রে তোলে,
তা'তে মানুষকে ও মানুষের বিশ্বস্ততাকেই
প্রতারণা করা হয়,
তাই, তা' দণ্ডার্হ,
এতে শাসন-সংস্থার প্রতি আস্থাও
ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
মানুষ ক্রমশঃই ক্ষোভান্বিত হ'তে থাকে ;
যাঁ'রা মানুষের মান, সম্মান
ও নিরাপত্তার দায়িত্বের পদে
আসীন হ'য়ে আছেন,
তাঁ'দের পক্ষে এই প্রকৃতি বিষবৎ পরিত্যাজ্য,
আগুনের একটু স্ফুলিঙ্গও
দুনিয়াকে ছারখার ক'রে দিতে পারে। ৩৬৬৭।
৩।১০।১৯৫১, সকাল ৮

কোন বিষয় বা ব্যাপারের তদ্বির করায়
মানুষের যে-জিনিষগুলিকে বিহিতভাবে
পরীক্ষা করা হ'চ্ছে,
সেগুলি সমস্তেরই দায়িত্ব নিয়ে
শাসনসংস্থা-পরিচালকদের
দায়িত্ববান হওয়া উচিত,

বিহিতভাবে রক্ষা করা উচিত সেগুলিকে,
কোন-কিছুর অপচয়ে
তৃপ্তিপ্রদ কৈফিয়ৎ দিয়ে
তা'দিগকে তৃপ্ত করা উচিত,
উপযুক্ত সময়ে সেগুলিকে
যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ;
এর ব্যত্যয় তা'দের নিজের অন্তঃকরণকে
ব্যতিক্রান্ত ক'রে তোলে,
অসাধু আনতিবান ক'রে তোলে শাসন-সংস্থার প্রতি,
ফলে মান, সম্মান, ব্যক্তিত্ব
ও বৈশিষ্ট্যপালী মর্য্যাদাকে
নিপীড়িত ক'রে
উৎকোচ-আহরণী হ'য়ে ওঠে তা'রা,
তা'দের ঐ চলনকে লক্ষ্য ক'রে
ক্ষোভান্বিত বিদ্রোহ
অদূরেই ওত পেতে থাকে কিন্তু,
যা'র ফলে, গণবিদ্রোহ দাউদহনে
সবাইকেই বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে একদিন। ৩৬৬৮।

৩।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৫

পাপ যেখানে অসৎকে আবাহন করে,
অবিদ্যমানতাকে আমন্ত্রণ করে—
পীড়নপ্রদীপ্ত হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হ'য়ে,—
নিরাপত্তার অগ্রদূত শান্তিরক্ষক তুমি!
দাউ দহনে জ্ব'লে ওঠ,
বিদ্যুৎ-হস্তে তা'কে ছারখার ক'রে তোল,
মানুষকে পরিশুদ্ধ ক'রে তোল ;

পুণ্য যেখানে মহান সেবায় নিরত—
সাধু যেখানে তপঃপ্রবণ অন্তঃকরণে
গণহিতী তপস্যানিরত—
বিনীত হও সেখানে,
বিনম্র-অভিবাদনে তা'দিগকে নিরাপদ ক'রে রাখ,
শান্তির ফাগে আশপাশকে রঙ্গিল ক'রে তোল ;—
এই তো শান্তিরক্ষক যা'রা—
গণহিতীব্রত যা'রা—
নিরাপত্তার অগ্রদূত যা'রা—
তা'দের স্বভাবসিদ্ধ চরিত্র হওয়া উচিত ;
নয়তো, সবই ব্যর্থ কিন্তু। ৩৬৬৯।
৩।১০।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

শোন শান্তিরক্ষক !
শান্তিরক্ষার পদপ্রার্থী হওয়ার পূর্ব্বেই
তুমি শ্রেয়-শাসিত হও আগে—
শ্রদ্ধাবনত আনতি-উৎসর্জ্জনে,
যে শ্রেয়-শাসিত নয়—
স্বভাব ও সুশৃঙ্খলা তা'র
সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে না,
ঈর্ষ্যাই সেখানে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব নিয়ে
ব্যস্ত পায়ে লোকপীড়ন ক'রতে থাকে,
পরশ্রীকাতরতাই তা'দের গর্ব্বেপ্সার
আপূরণী ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
একটা শ্লথ ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে
মানুষের মান, সম্মান, ব্যক্তিত্ব
ও বৈশিষ্ট্যপালী মর্য্যাদাকে নিপীড়িত ক'রে

আত্মম্ভরী প্রতিযোগিতায়
ক্রমশঃই দীর্ণ হ'তে থাকে তা'রা,
শুভ-সম্বর্দ্ধনা
অট্টহাস্যই ক'রে থাকে তা'দের দেখে—
ত্রস্ত পায়ে মিলিয়ে যায়
তা'দের লোভপ্রবল চক্ষুর আলোক হ'তে;
তাই বলি, সাবধান!
তোমার পরিচালক যা'রা ও সৎ যা'-কিছু
তা'তে সৎসন্দীপী আনত অভিবাদনে
ও তা'দের সেবায়
নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণে
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
তোমার যোগ্য জীবনই
উপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত ক'রবে তোমাকে—
উন্নতির অর্ঘ্য হাতে নিয়ে। ৩৬৭০।
৩।১০।১৯৫১, সকাল ৮-২৫

শ্রদ্ধা খোঁজে কসরৎ
যা'তে সে যোগ্যতায় আরো হ'তে পারে,
আর, ভয় খোঁজে ফুরসৎ
যা'তে সে বিপাক হ'তে রেহাই পেতে পারে। ৩৬৭১।
৩।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

ইষ্টানত বোধ-নিয়ন্ত্রণ
যা'র যত সুসঙ্গত ও প্রখর,
তা'র চেতনাও তত প্রখর ও প্রদীপ্ত। ৩৬৭২।
৩।১০।১৯১৫, সকাল ৯টা

মনে রেখো, বুঝে দেখো,
ভেবে তা'র সুসঙ্গতি নির্ণয় ক'রো—
রাষ্ট্রসংস্থা যদি ব্যষ্টিসত্তার উদ্ধাতা না হয়,
বিবর্দ্ধনী না হয়,
মান, মর্য্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার
নিয়ামক না হয়
সে শাসন-সংস্থা ব্যষ্টি জগতের কী ?—
কেউ নয়, কিছু নয় ;
আবার, প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকেই যদি
রাষ্ট্রসংস্থার ইন্ধন ক'রে তোলা হয়—
তা'দের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যকে ডুবিয়ে দিয়ে,—
তা' ব্যষ্টি-সম্বলিত গণসত্তা বা স্বাতন্ত্র্যেরই বা কী ?
বিলোপী ছাড়া আর কিছুই নয় ;
আর্য্য-সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
ব্যষ্টিগত কল্যাণ ও সৎসন্দীপী ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যের
যেমনতর যা'ই অপলাপ হো'ক না কেন—
রাষ্ট্রসংস্থা তা'র উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে
ও বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে বাধ্য,
আর, ঐই হ'চ্ছে বাস্তব লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র। ৩৬৭৩।
৩।১০।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

জাতি মানেই হ'চ্ছে—
বিভিন্ন প্রকার বীজ-বিশেষের পরিণয়ন-প্রকরণ,
সেইজন্যই জাতি
তা'র বিশেষত্ব বহন ক'রেই চ'লে থাকে,
আর, তা' নষ্ট হওয়াও দুরূহ ব্যাপার,

দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই যে জাত্যন্তর হয়—
এমনতর ধারণা অত্যন্তই আজগবী,
জাতি তা'র রক্ত বহন ক'রেই চ'লে থাকে—
তা' সে যে-পথেই চলুক না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বীজের
ধারাবাহিকতা নষ্ট না হয় ;
তাই, তা' পাতিত্যে সঙ্কীর্ণ হ'তে পারে
তা'র সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাব্যতা বজায় রেখে,
কিন্তু নষ্ট পায় না কখনও—
যদিও অবৈধ সংমিশ্রণ তা'কে খিন্ন
ও ব্যতিক্রান্ত ক'রে তুলে থাকে,
এবং সম্ভাব্যতাকেও
বিদীর্ণ ও বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে। ৩৬৭৪ ।

৪।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৫৫

ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমদের মধ্যে
যাঁ'রা পরিণীত হ'য়েছেন—
তাঁ'দের কেউ
বৈশিষ্ট্য-হননী অবৈধ পরিণয়-নিবদ্ধ হননি,
অথচ শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত বহুলোকই
তাঁ'দিগকে কন্যাদান ক'রে
কৃতার্থ হ'তে পারতেন,
কিন্তু ঐ আপূরয়মাণ গণহিত্তী বৈশিষ্ট্যপালী
পুরুষোত্তম যাঁ'রা
তাঁ'দের কেহই
ঐ প্রতিলোমাত্মক পরিণয়-নিবদ্ধ হননি—

যদিও আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
বহুল জনগণের আরাধ্য তাঁ'রা,
পরমেশ্বর-প্রেরিত মানব অভিব্যক্তি তাঁ'রা ;
সুবর্দ্ধন-সঙ্গত হ'লে তাঁ'দের তা' ক'রতে
কোন বাধা ছিল না,
তাই, তোমরা কখনও
বৈশিষ্ট্য-হননী অবৈধ পরিণয়-নিবদ্ধ হ'তে যেও না,
গোত্র, বংশ ও জাতির উন্নতির মূলে
কুঠারাঘাত ক'রতে যেও না। ৩৬৭৫।
৪।১০।১৯৫১, বেলা ১০-৪০

যেই যা' বলুক, আর করুক,
ফলে কী পেলে—
তা'ই দিয়েই সেটাকে বিবেচনা কর,
মানুষের অভিব্যক্তি যেমনই হো'ক
তা'তে তোমার কী হ'ল বা কী পেলে
কোন্ অবস্থায় কেমন ক'রে—
তা'ই হ'চ্ছে কথা,
বিবেচনা ক'রে খতিয়ে নিও তা',
বুঝে নিও—কোন্ সময়ে কেমন ক'রে
কোন্ অভিব্যক্তিতে, কোন্ অনুভব নিয়ে
তোমার শারীরিক ও মানসিক
শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে
কী ফলে তুমি উপনীত হও,
তা' তোমার সত্তার
কতখানি অনুপোষক বা অবসাদক,
বুঝে সুঝে—

অভিব্যক্তিকে সময় ও অবস্থা-মাফিক
অধ্যয়ন ক'রে জেনে রেখো,
সময়ে অনেক উপকার পাবে। ৩৬৭৬।
৪।১০।১৯৫১, দুপুর ১২-১৫

পাণ্ডিত্য সেখানে—
যেখানে একনিষ্ঠ কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সুসঙ্গত বোধিমর্ম্মকে উদ্ভাসিত ক'রে
পরিবেক্ষণায় বহুদর্শিতা-উচ্ছল বোধি
দানা বেঁধে উঠেছে—
স্বভাবে সম্যক্ অভিব্যক্তি নিয়ে,—
এমনতর বিদ্বৎমণ্ডলীকেই
প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত বলা যেতে পারে;
তা' ছাড়া, কর্ম্মানুচর্য্যা ও বহুদর্শিতাকে
অবজ্ঞা ক'রে
শুধু অধ্যয়নের ভিতর-দিয়ে
বিচ্ছিন্ন ও বিকট গ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে
উপাধি-জলুসমণ্ডিত যে বিদ্যা,
তা'কে বাতিকী বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই
বলা চলে না। ৩৬৭৭।
৪।১০।১৯৫১, রাত ৯-১০

যে বা যা'রা আত্মীয়ের মত ব্যবহার ক'রেও
পরোক্ষে অনাত্মীয় হ'য়ে ওঠে,
আচারে, ব্যবহারে, কথায়
পরম বান্ধবের মত ব্যবহার ক'রেও
ক্ষেত্রমাফিক শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়,

নিজেকে উৎসর্গানত ক'রেও
বিসর্জ্জনের তন্ত্রধারক হ'য়ে ওঠে,
স্বাপক্ষে সৎ-উদ্দীপনা দিয়েও
বিপক্ষে বিদ্রূপ-হস্ত সঞ্চালিত করে,
অন্ন ও নুনে জীবন পোষণ ক'রেও
নিমকহারামি-তৎপর হয়,
অর্থ ও অনুগ্রহে নিজেকে পরিপুষ্ট ক'রেও
যা'রা দ্রোহ-আচরণে
অপচয় ও অপবাদে
অতিচারী হ'য়ে ওঠে,—
হিতঘ্নী তা'রাই,
নিমকহারাম তা'রাই,
কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত্ত ব্যভিচার তা'রাই,
অমনতর বিষকুম্ভ পয়োমুখের
আপন সত্তাই আপনাকে অট্টবিদ্রূপ ক'রে থাকে,
ঈশ্বরের অভিশাপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
পতিত হ'য়ে থাকে তা'দের উপর,
শয়তানের শত পুরস্কার ব্যর্থ হয় তখনই। ৩৬৭৮।

৪।১০।১৯৫১, রাত ৯-৩০

যা' যতখানি তোমার সত্তানুপোষক,
অতীতের আপূরক, সঙ্গতিশীল,—
তা' তোমার পক্ষে ততখানি সৎ, সত্য, শুভ ও সুন্দর,
আর, সত্তা মানেই তা'ই
যা'র অস্তিত্ব আছে। ৩৬৭৯।

৫।১০।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

যদি কেন্দ্রায়িত না থাক,
মানসিক অন্ধতা ও বোধি-তৎপরতাকে
অতিক্রম ক'রতে না পার,
যা' দেখ বা যা' শোন
তা'তে কোনরকম নমুনা না ফলিয়ে
যথাবিহিত অনুভব ক'রতে না পার,
মানসিক ক্লীবতাকে অভ্যাসের দ্বারা
ক্রমশঃই তিরোহিত ক'রতে না পার,
তাহ'লে সম্যক্ বোধির অধিকারী
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
বিকৃত বোধির নিয়ন্ত্রণ
তোমাকে ভ্রান্তির পথেই
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাকবে। ৩৬৮০।

৫।১০।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৫

তুমি শ্রেয়ার্থকে যতখানি
আপূরণ ক'রতে পারছ না বিহিত সময়ে,—
তোমার যোগ্যতাও বিশৃঙ্খল পথ ধ'রে
বিশৃঙ্খল হ'য়ে ঝিমিয়ে চ'লবে ততই,
বোধিবৃত্তিও ততটুকু পথহারা হ'য়ে চ'লবে
বিকেন্দ্রিক চলনে চ'লে। ৩৬৮১।

৫।১০।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১৫

ঋষি, ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষ
যখনই যে-বাদে যতখানি বাদ পড়েন,—

তখনই সে-বাদ বিকৃত হ'য়ে ওঠে ততখানি,
আর, তা' কৃষ্টিকে ব্যাহত ক'রেই চ'লতে থাকে
তখন থেকে। ৩৬৮২।
৫।১০।১৯৫১, রাত ৭-৫৫

সত্তানুস্যূত জীবনমর্ম্ম যা' প্রতিপাদ্য—
তা'র সঙ্গে যখনই
প্রবৃত্তির সার্থক সঙ্গতি না থাকে
তখনই বাদের সৃষ্টি হয়,
আর, তখনই ঐ প্রবৃত্তিকে মুখ্য ক'রে
তা'কেই প্রতিপাদ্য ক'রে নিয়ে
সব জিনিসটার ব্যাখ্যা বিকৃত পথ অবলম্বন করে,
কৃষ্টিও দৈন্যপ্রাপ্ত হয় অমনি ক'রেই। ৩৬৮৩।
৫।১০।১৯৫১, রাত্র ৮টা

ঋষিদের অনুভূত সত্যই বেদ,
যা' সংহত সংস্থিতি নিয়ে
সমন্বয়ী সুসঙ্গতিতে সত্ত্ববান হ'য়ে চ'লেছে—
অনুচর্য্যী সর্জ্জন-প্রতিভায়,—
তা'রই অনুপ্রকাশ। ৩৬৮৪।
৫।১০।১৯৫১, রাত্র ৯টা

প্রেরিত, অবতার-পুরুষ, দেবদেবী,
গণদেবতা অর্থাৎ গণ-নেতা
বা পূজনীয় মহাজন যাঁ'রা
তাঁ'রাই আমাদের জীবনের উৎস,
অর্জ্জন বা উৎপাদনের প্রথম ভাগ

প্রথমতঃ তাঁ'দিগের কাউকে না দিয়ে
তাঁ'দিগকে পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন না ক'রে
জলগ্রহণ না করার যে-পদ্ধতি দেশে প্রচলিত আছে—
তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই যে
তাঁ'রাই আমাদের জীবন ও যোগ্যতার তন্ত্রধারক ;
তাঁ'দের শান্তি, স্বস্তি ও সুস্থির উপর
জনগণের শান্তি, স্বস্তি, সুস্থি ও সম্বর্দ্ধনার
যা'-কিছু নির্ভর করে,
তাঁ'দের অনুপ্রেরণায় সুকেন্দ্রিক সৎসন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন যোগ্যতায় আরো হ'য়ে
উন্নতিতে আত্মবিকাশ করবার
প্রাণনশক্তি পেয়ে থাকে,
তাই, তাঁ'দের সুস্থি, শান্তি ও সম্বর্দ্ধনাই
আমাদের প্রথম ও প্রধান কাম্য ;
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'দেরই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি
সমষ্টিতে সম্বন্ধ-নিবদ্ধতায়
সানুকম্পী সহযোগী সহৃদয়তায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে
যতই বিবর্দ্ধনে বিস্তার লাভ করে—
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি ততই
অমৃত পন্থায় পদবিক্ষেপ ক'রে চলে ;
তাই, আমরা প্রতিপ্রত্যেকে
সেই মহান সেবায় শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
আপনার জীবনে তদনুচর্য্যায়
যদি উন্নতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠি,

জীবনযাপনের সার্থকতা
সেখানেই অপলাপে অবসন্ন হ'য়ে
বিলোল ব্যতিক্রমে বিচ্ছিন্ন ধারায় চ'লতে থাকবে ;
তাই চাই—
সর্ব্ব কর্ম্মে, সব ব্যাপারে, সব অনুষ্ঠানে
ঐ গুরু ও গণদেবতার সম্বর্দ্ধনায়
অর্ঘ্যনিবেদন ক'রে
আত্মপ্রসাদে প্রত্যেকটি ব্যষ্টির ফুটন্ত হ'য়ে ওঠা—
সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
অবাধ চলনে ;
মহান তাঁ'রাই
যাঁ'দের জীবনে
ঈশ্বরের আশিস
অনুরাগ-অনুশীলনে অভিব্যক্তিলাভ ক'রেছে—
একটা অনুচর্য্যাপরায়ণ কর্ম্মঠ অভিব্যক্তিতে,
আবার, আপূরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী
বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি
তিনি সর্ব্বদেবময়,
তাই, "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" ;
তাই, তাঁ'কে অর্ঘ্য নিবেদন না ক'রে
আমরা যখনই শুধু নিজেদের সুস্থির জন্য সংগ্রহ করি,
বা আহার্য্য গ্রহণ করি,
পাপভাগী হ'য়ে উঠি তখনই ;
তাই, গীতায় আছে—
'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ' ॥ ৩৬৮৫ ।
৬।১০।১৯৫১ সকাল ৭-৪৫

পুরুষ যতই
আপূরয়মাণ শ্রেয় বা মহৎ নিষ্ঠাকে
উপেক্ষা করে,
স্বকেন্দ্রিকতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
প্রবৃত্তির কনককুহক অভিভূতিতে
নিজেকে আহুতি-অবশ ক'রে তোলে,
পুরুষের আত্মপ্রভাব ততই ক্ষীণমন্থর হ'তে থাকে—
বিচ্ছিন্ন পথ-পরিক্রমায়,
নারীর প্রভাব তখন থেকেই পুরুষকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে থাকে,
সত্তা-সংরক্ষী প্রাকৃতিক প্রবর্ত্তনাতেই
এমন হ'য়ে থাকে,
কারণ, মানুষ
বাস্তব কোন-কিছুকে অবলম্বন ক'রেই
জীবনের পথে চ'লতে চায় ;
পুরুষ তখন শ্রেয় বা মহৎকে উপেক্ষা ক'রে
নারী-নিষ্ঠাতেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে,
নারীর কী ভাল লাগে, কী বা মন্দ লাগে
সেইগুলি হ'য়ে ওঠে তা'র বিবেক-বিচারণা,
আপনাকেও ঐ ছাঁচেই সে গ'ড়ে তুলতে চায় ;
নারীপুরুষের একানুবদ্ধতাই যে পূর্ণ জীবন,
পরস্পর পরস্পরেরই যে
পালনীয়, পোষণীয়, পূরণীয়,
নারী যে পুরুষেরই অনুবর্ত্তিনী,
পুরুষের সত্তাতেই যে সে সত্ত্ববতী,—
সে-সব ধারণা
উপকথার ব্যসনবিলোল বিভ্রমের মত

হ'য়ে ওঠে নারীর কাছে;
নারী তখন কেন্দ্রায়িত না হ'য়ে
অব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে
স্বার্থসন্ধিক্ষু বিকৃত চলনে,
তখন পুরুষে অন্তরাসী না হ'য়ে
তা'র শোষণ-প্রয়াসীই হ'য়ে থাকে সে,
সে তখন থেকেই খুঁজতে থাকে
তা'র প্রবৃত্তি-পরিক্রমা
কোথায় কিভাবে সংন্যস্ত হ'লে
বা সংবদ্ধ হ'লে
অটুট জলুসে ফুটে ওঠে;
এমনতরই মনগড়া খোঁজাপাতার ভিতর-দিয়েই
সে পরপণ্যা হ'য়ে ওঠে,
তখন তা'র ধর্ম্মগৌরব, কৃষ্টিগৌরব, আভিজাত্য
যা'-কিছু সবকে বিসর্জ্জন দিয়ে
যে-কোন পুরুষের অনুবর্ত্তী হ'য়ে দাঁড়াতে
দ্বিধা বোধ করে না—
তা' প্রবৃত্তির বশেই হো'ক
আর শ্রেয়-বিবেচনাতেই হো'ক;
ফল কথা, তখন থেকেই জাতির সুদৃঢ় জমিনেও
পাড় ভাঙ্গা সুরু করে—
একটা ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের
আত্মহারা প্রখর খরস্রোতের আওতায় প'ড়ে;
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুবর্ত্তিতার ভিতর-দিয়েই
কি স্ত্রী, কি পুরুষ সবারই জীবন
বিবর্ত্তনে পদক্ষেপ ক'রে চলে—
বাধা, বিঘ্ন, বিশৃঙ্খলা সব তা'র ভিতর-দিয়ে

ঐ মহান সংশ্রয়ের
শ্রদ্ধানিবদ্ধ রজ্জুকে আঁকড়ে ধ'রে;

সে রজ্জু যখন ছিঁড়ে যায়,
সে তখন গুণছেঁড়া নৌকার মত
কোন্ ব্যতিক্রমে আত্মনিমজ্জন ক'রবে—
তা'র ঠিকই নেইকো,

এমনি ক'রে, কি পুরুষ, কি নারী
উভয়েরই সত্তাপোষণী সুগম পন্থা
কন্টকাকীর্ণ হ'য়ে পড়ে,
পাড়ভাঙ্গা ঐ খাদে আত্মনিমজ্জন করে তা'রা,
ঐ খরস্রোতে কোথায় টেনে নিয়ে যায় তা'দের—
তা'র ইয়ত্তাই নেইকো;

তাই, যদি বাঁচতে চাও,
মুক্তমনা হ'য়ে শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে
আপূরয়মাণ শ্রেয় বা মহতের বাণীকে
হৃদয়ঙ্গম ক'রতে থাক
অতীতের আপূরণ-সঙ্গতিতে—
সব দিক দেখে শুনে
ভালমন্দকে বিচার ক'রে;

যা' কল্যাণকে আবাহন করে
তা'কেই অবলম্বন কর—
অকল্যাণ যা'-কিছুকে নিরুদ্ধ ক'রে কঠোর হস্তে;
সত্য, শুভ ও সুন্দর উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে
তোমার অন্তরে। ৩৬৮৬।
৬।১০।১৯৫১, দুপুর ১২-১৫

প্রিয় বা প্রীতিকে পরিহার ক'রে
আরামদায়ক অবস্থান—
জীবনকে মরুভূমি ক'রে তোলে। ৩৬৮৭।
৭।১০।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

তোমার বরণীয় প্রিয় জীবনাধিপতির প্রতি
প্রীতিপরিচর্য্যা যত উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
আত্মপ্রতিষ্ঠ গর্ব্বেপ্সু আধিপত্যের প্রতি
টানও তত শিথিল হ'তে থাকবে। ৩৬৮৮।
৭।১০।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

যে সত্য
আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
প্রাচীন সঙ্গতির সাথে সুসঙ্গত নয়কো—
তা' বাস্তব হ'লেও কতকগুলি উপলখণ্ড মাত্র,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'কে সর্ব্বাঙ্গ-সন্নিবিষ্ট ক'রে
শুভ সৌন্দর্য্যে,
জীবনে ব্যবহারোপযোগী ক'রে
নবীন উৎক্রমণে
উৎক্রমণশীল ক'রে না তোলা যায়
ভবিষ্যের পথে;
মনে রেখো—
সত্য মানেই কিন্তু সতের ভাব,
অস্তি-আপূরণী ভাব। ৩৬৮৯।
৭।১০।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

সত্য যখন নবীনায়িত হ'য়ে ওঠে,
প্রাচীনকে বুকে রেখে
নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
একটা সুসঙ্গত সমীচীন তৎপরতায়,
নিরন্তরতায় ভবিষ্যের বিবর্ত্তনী পথে চ'লে চ'লে,
তখনই তা' প্রাচীনকে দ্বন্দ্বে আবাহন না ক'রে
নবীনের আপূরিত ক'রে তোলে,
আর, তা'ই হ'চ্ছে সত্য,
সেখানেই তা'র নবীনত্ব। ৩৬৯০।

৭।১০।১৯৫১ বেলা ১০-৪৫

একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণতা
তদনুগ চরিত্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায়
বহুদর্শী সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্যে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সত্তানুস্যূত হ'য়ে উঠবে যখন,—
তখন বিরুদ্ধ ও ব্যতিক্রমী পরিবেশেও
নিনড় হ'য়ে থাকবে তা';
ঐ মানদণ্ডই জানিয়ে দেবে
যে, একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণতা
তোমার স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে উঠেছে,
যে অবস্থায়ই পড়—
তুমি আর বদলাবে না তখন,
বরং সবাইকেই
সার্থক সঙ্গত ক'রে তুলতে পারবে তোমাতে। ৩৬৯১।

৭।১০।১৯৫১, বেলা ১২টা

পছন্দ হওয়া বা মনোজ্ঞ হওয়া
প্রীতিরই অগ্রদূত। ৩৬৯২।
৭।১০।১৯৫১, রাত ৮-২০

কোন-কিছুর সংশ্রব, সংস্পর্শ বা চিন্তায়—
তা' বাহ্যতঃই হো'ক
বা মানসিকভাবেই হো'ক—
সুখী বা দুঃখী হ'য়ে ওঠাই ভোগ। ৩৬৯৩।
৭।১০।১৯৫১, রাত ৮-৪৫

বহুত্ব যেখানে ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য নিয়ে
এক-সঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
সত্যে, শুভে, সুন্দরে,—
ঈশিত্ব, ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্যও সেখানে। ৩৬৯৪।
৭।১০।১৯৫১, রাত ৯-৪০

জীবনের তিরস্কার হ'ল মৃত্যু,
আর, পুরস্কার—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণে
অচ্যুত আনতি বা ভক্তি। ৩৬৯৫।
৭।১০।১৯৫১, রাত ১০টা

নাদ-নিক্কণ জ্যোতিষ্মান ঈশ্বর
প্রতি ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
জীবনযন্ত্রে আরূঢ় থেকে
লীলায়িত, প্রীতি-অভিদীপ্ত, বোধিসঙ্গত দীপনায়

প্রতি ব্যষ্টির সমাহিত সত্তায়
একত্বে আসীন হ'য়ে আছেন ;—
আর, তিনিই পরমকারুণিক। ৩৬৯৬।
৮।১০।১৯৫১, সকাল ১০-১৫

স্বচ্ছ প্রীতি যেখানে আছে
একানুধ্যায়িতাও সেখানে—
শিশিরবিন্দুতে সূর্য্যের প্রতিফলনের মতন। ৩৬৯৭।
৮।১০।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

উদ্দেশ্য, প্রয়োজন বা কোন-কিছুর সমর্থনে
তা'রই সুসঙ্গত আনুকূল্যে
সার্থক সৌজন্য-সমাহারে
যতটুকু বলবার বা করবার
বিহিত সঙ্গতি নিয়ে তা' ক'রো—
তা' তিক্তই হো'ক আর মিষ্টই হো'ক ;
কিন্তু নজর রেখো,
ভাল করতে গিয়ে
তোমার নিজেরই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক
খারাপ ক'রো না ;
কতকগুলি আবোল-তাবোল, অসঙ্গত, বিশৃঙ্খল
যা'র সার্থকতা নেইকো—
এমনতর বলা বা করা চুঁইয়ে
অনর্থেরই আমদানী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ব'লতে, ক'রতে
নিজের উদ্দেশ্য, চাহিদা
বা যা'র বিষয়ে কিছু ব'লতে চা'চ্ছ

বা ক'রতে চা'চ্ছ
তা' সুসঙ্গতি নিয়ে সুসম্পন্ন হয় যা'তে,
তা'ই ক'রো,
আর, তা'ই হ'চ্ছে বিজ্ঞবোধির সার্থকতা। ৩৬৯৮।
৯।১০।১৯৫১, সকাল ৯-২৫

কথায় বলে, মানুষ নাকি লক্ষ্মীর বরযাত্রী,
একানুধ্যায়ী শ্রেয়প্রতিষ্ঠ প্রীতিপ্রাণ
অনুচর্য্যাপ্রসূত লোকসম্পদ
যা'র যত বেশী,—
ঐশ্বর্য্যও সেখানে তত ফুটন্ত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
অযাচিত অবদান সেখানে
সার্থক আনতিতে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে। ৩৬৯৯।
৯।১০।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অনুবর্ত্তী হ'য়েও—
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ অন্য যে-কোন
দ্বিজাধিকরণ থাক্ না কেন,
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'দেরও—
কারণ, ঐ প্রত্যেকটি দ্বিজাধিকরণই
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
তোমারও আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী;
পুরুষোত্তম বা আপূরয়মাণ মহৎ
যে-কোন দ্বিজাধিকরণ-বেষ্টিতই হউন না কেন—
পূর্ব্বতন প্রত্যেকেই তাঁ'তে নিহিত, জীয়ন্ত—
সুসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গীণ মূর্ত্তনায়;

তাই, তোমার জীবনবর্ত্ম তিনিই,
আরাধ্য অভিযানও তিনি,
তাঁ'কে অস্বীকার করা মানেই—
ঈশ্বরকে অস্বীকার করা,
সত্যকে অস্বীকার করা,
শুভকে অস্বীকার করা। ৩৭০০।
৯।১০।১৯৫১, বেলা ১১টা

প্রাচীনের সুসঙ্গত অন্বিত তাৎপর্য্যের
অভিব্যক্তিই হ'য়ে থাকে নবীনে—
সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
দেশ-কাল-পাত্রের বুকে,—
প্রকৃতিপ্রসূত স্বাভাবিক শিশুর মত,
কিশোরের মত,
যুবকের মত,
প্রৌঢ়ের মত,
বৃদ্ধের মত,
আর, তাঁ'র আরাধনাই হ'চ্ছে
পূর্ব্বতনের জীবন্ত সত্তারই আরাধনা,
ভ্রান্তির টেকী আলিঙ্গনে
মূঢ় অবজ্ঞায় তাঁ'কে যতই সরিয়ে দেবে—
ব্যর্থও হবে তুমি ততই। ৩৭০১।
৯।১০।১৯৫১, বেলা ১১-১০

তুমি ছোটই হও, আর বড়ই হও,
যেমনতর মনীষাসম্পন্নই হও না কেন,
গর্ব্বেপ্সু, হীনম্মন্য আত্মপ্রতিষ্ঠাই

যদি তোমার জীবন-নিয়ামক হয়,
সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে
প্রবৃত্তিপোষণী প্রতিষ্ঠাই হবে তোমার জীবন-অভিযান,
তুমি ক'রবেও তা'ই ;
তা'তে তুমি তো ক্ষীয়মাণ হ'য়েই উঠবে,
আর, হওই বা না হও,
তোমাতে ক্রিয়মাণ সশ্রদ্ধ যা'রা—
ক্ষয়িষ্ণুচলনের সাংঘাতিক অভিযানে
তা'দের নিয়তি জাহান্নমেই স্থান লাভ ক'রবে ;
তুমি সাবধান !
আত্মপ্রবৃত্তিচর্য্যায়
মানুষকেও সর্ব্বনাশের পূজারী
ক'রে তুলো না। ৩৭০২ ।
১০।১০।১৯৫১, সকাল ৭-২০

সত্তাপোষণী অভ্যুদয়ী অনুচর্য্যা
এক কথায় যা'কে ধর্ম্ম বলে,—
সে যখনই মানুষের জীবনে স্থান না পায়,
সত্তা তখনই সুকেন্দ্রিকতা হারিয়ে
ক্ষোভ-তুধুক্ষায় আত্মবিলয় ক'রেই থাকে। ৩৭০৩ ।
১০।১০।১৯৫১, সকাল ৭-২৫

অযাচিতভাবে, প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
প্রীতি-অবদান স্বরূপ মানুষ যদি কিছু দেয়,
তা' গ্রহণ না ক'রলে
পিতৃপুরুষ বিশীর্ণ হ'য়ে ওঠেন,
এবং অগ্নি পিতৃলোক-সহ তা'দের জন্য

হব্য অর্থাৎ পোষণবর্দ্ধনী উপাদান
বহন করেন না;
ব্রহ্মা বলেছেন, অমনতর দান
দুষ্কর্ম্মকারীর নিকট হ'তেও গ্রহণ করা যায়,
কারণ, মানুষ
মানুষের ক্ষোভশূন্য অবদানেই বেঁচে থাকে
—দিয়ে, নিয়ে,
ভগবান মনু বলেছেন ঃ—
"আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্
মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে।" ৩৭০৪।
১০।১০।১৯৫১, সকাল ৯টা

যা'রা হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সার আপূরণে
প্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
লোকের সাথে সাময়িক সুব্যবহার,
সৌজন্যপূর্ণ সমাদর ও আন্তরিকতা দেখিয়ে
বদান্য ব্যবহারে মানুষকে প্রলুব্ধ করে—
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যমাফিক স্বার্থসিদ্ধির কৌশলে,—
তা'দের বিশেষত্বই হ'চ্ছে—
তা'দের অবিবেকী গর্ব্বেপ্সু মতের সঙ্গে
এতটুকু বিরোধ বা মনান্তর হ'লেই
তা'রা তোমাকে পায়ে মাড়িয়ে
কোথায় ফেলে দেবে
তা'র ইয়ত্তা নেইকো,
দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে সহৃদয়তা কোথায় উড়ে যাবে—

সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে পদদলিত ক'রে,—
তা'র ঠিক নেইকো,
তা'দের সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়িতা নাইকো,
তাই, চরিত্রও নাইকো,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় তা'দের কাছে
মানুষকে হতভম্ব করার মৌখিক বাক্-কৌশল মাত্র ;
সাবধান! তা'দের ফাঁদে প'ড়ো না,
আস্থাও রেখো না তা'দের প্রতি,
তাই ব'লে,
অন্যায্য অসদ্ব্যবহারও ক'রতে যেও না ;
মনে রেখো, নয়তো ঠ'কবে,
আহত হৃদয়ে ফেরা ছাড়া
আর কোন পথই থাকবে না তোমাদের,
বুঝে চ'লো—
যতটা সম্ভব সৎ-সহযোগিতায়। ৩৭০৫।
১০।১০।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

তুমি ঈশ্বরের প্রতি যেমন সশ্রদ্ধ ও সক্রিয়,
হবেও তেমনি
আর, পাবেও তেমনি। ৩৭০৬।
১০।১০।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫০

যে কাউকে ক্ষমায় ক্ষেমপ্রভ ক'রে তুলতে পারে না,
সহ্যশক্তি তা'র নেই,
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সাই নিয়ন্তা সেখানে,
বিনীত বদান্য বুদ্ধিমত্তা তা'র মুহ্যমান ও হতবুদ্ধি। ৩৭০৭।
১০।১০।১৯৫১, রাত্র ৭-৪৫

সত্য চিরদিনই বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী,
অতীতে সঙ্গতি রেখে
অস্তিবৃদ্ধির সর্জ্জনপ্রতিভাসম্পন্ন। ৩৭০৮।
১০।১০।১৯৫১, রাত্রি ৯-১৫

মুর্দ্ধায় বোধ ও কর্ম্মপ্রবাহী স্নায়ুপথ যা'র
সলীল সঞ্চরণে
বহুত্বে যত বিস্তার লাভ করে,—
বোধ-বৈচিত্র্যও তা'র তত;
কিন্তু ঐগুলি যদি কেন্দ্রায়িত না হয়—
সার্থক একানুধ্যায়িতায়
সুসঙ্গতিতে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে
বোধিমর্ম্মকে খুলে না দেয়,—
তা'র পরিণামে
সে ছন্নপ্রতিভাসম্পন্নই হ'য়ে থাকে,
ভাল-মন্দ
বা সত্তাপোষণী কোন-কিছুর সুসঙ্গত সার্থকতা
তা'র জীবনে কমই দেখতে পাওয়া যায়,
কোথাও কোথাও প্রতিভার ঝলক দেখা যেতে পারে,
কিন্তু তা'রা সঙ্গে সঙ্গে
ছন্ন অসঙ্গতির অট্টহাসিও
তা'কে বিদ্রূপ ক'রতে ছাড়ে না। ৩৭০৯।
১০।১০।১৯৫১, রাত্রি ১০টা

প্রাচীনের বীজ-কঙ্কালকে পরিত্যাগ ক'রে
যা'রা শরীর গ্রহণ ক'রতে চায়,
তা'রা ছন্নমতি ছাড়া আর কী হ'তে পারে? ৩৭১০।
১১।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৫

অনিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব
    প্ররোচিত ও পরিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—
        বিচ্ছিন্নতায় আত্মনিমজ্জন ক'রতে। ৩৭১১।
১১।১০।১৯৫১, সকাল ৮-২৮

ইষ্টার্থপরায়ণতায় জেদী যা'রা
    তা'দের ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে। ৩৭১২।
১১।১০।১৯৫১, রাত্রি ৮-৪৫

শ্রেয়ার্থে প্রীতিনিবদ্ধ হও অচ্যুতভাবে,
    ঐ নিবদ্ধপ্রীতিই
        তোমার বিশ্বস্তিকে অটুট ক'রে তুলুক,
    আর, ঐ বিশ্বস্তিতে দাঁড়িয়ে
        অতীতকে সুসঙ্গত ক'রে
            বর্ত্তমানে ফুটন্ত হ'য়ে
                ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি ক'রে চল—
    সত্তার আপূরণী অনুচর্য্যায়
        সম্বর্দ্ধন-সম্বৃদ্ধ ক'রে তা'কে;
    ঐ প্রীতিনিবদ্ধ বিশ্বাসই
        মানুষকে সত্তাসঙ্গত অনুচর্য্যায়
            আরো হ'তে আরোতে নিয়ে যায়—
                বিবর্ত্তনী বিবৃদ্ধির পথে। ৩৭১৩।
১১।১০।১৯৫১, রাত্রি ৮-৫৫

যে-চেতনা বোধিমর্ম্মকে ভেদ ক'রে
    প্রীতিসন্দীপনায় প্রজ্ঞাদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে—
        তা' ফুটন্ত উত্থানে সর্ব্বজ্ঞতার বীজবাহী হ'য়ে

অনন্তে আত্মবিস্তার ক'রে চলে—
ভূমা-বিচ্ছুরণী মূর্ত্ত বিগ্রহের
সার্থক আলিঙ্গন-উপভোগে
নিজেকে বিচ্ছুরিত ক'রে। ৩৭১৪।
১১।১০।১৯৫১, সকাল ৯টা

বিশ্বাসে নিঃশ্বাস যখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঠে,
সত্তাও তখন সংস্থ হ'য়ে দাঁড়ায়—
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে
অতীতের অভিজ্ঞতা সহ
বর্ত্তমানে নিজেকে সংস্থ ক'রে;
সৃজনোল্লাসে ভবিষ্যতের দিকে
তখনই সে ছুটতে থাকে। ৩৭১৫।
১১।১০।১৯৫১, রাত্রি ৯-২

তুমি আছ—
এই থাকা সম্বন্ধে যখন
ব্যতিক্রমহীন বিশ্বাস জন্মাল,
তখন থেকে তোমার স্ফুরণ আরম্ভ হ'লো—
বিভিন্ন বোধিপথ সৃষ্টি ক'রতে ক'রতে;
আবার, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তোমার কেউ আছেন,
তাঁ'তে অমন ক'রে যখন বিশ্বাস জন্মাবে,
তাঁ'রই অনুপ্রেরণা তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিবর্ত্তন-সম্বদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে;
আর, ঐটেই হ'লো দ্বিজত্ব-লাভ। ৩৭১৬।
১২।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ, ইষ্টনিবন্ধ
বিশ্বস্তি যদি না থাকে,—
সত্যের ভূমি চিরচঞ্চল সেখানে,
আর, তা' ছন্ন, স্ববিরোধী
এবং বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমযুক্ত,
তা' সত্তায় অসংস্থ ও অসঙ্গত,
তাই, তা' সত্তাপোষণীও নয়কো ;
রামপ্রসাদের গানের ঐ কথাই খাটে সেখানে—
'মন তাঁতি তুই বুনতে গেলি তাঁত,
এসে প্রথমেই হারালি আঁত'। ৩৭১৭।
১২।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

বিশ্বাস মানেই হ'চ্ছে
যা' ধ'রে তুমি বাঁচ, থাক, কর, চল—
অতীতের অভিনন্দনায়
বর্ত্তমানে ফুটন্ত হ'য়ে
ভবিষ্যের পথে—
বিদ্যমানতার সম্ভাবনাকে আহরণ ক'রতে ক'রতে,
আর, সত্যও ওখানে। ৩৭১৮।
১২।১০।১৯৫১, বেলা ১০টা

শান্তিরক্ষকদের প্রথম ও প্রধান
চরিত্রগত তাৎপর্য্যই হওয়া উচিত—
শ্রেয়নিষ্ঠ শুভ নিয়মানুবর্ত্তিতা,
অসৎ-নিরোধী দক্ষতা,
দ্রোহ-নিরসন তৎপরতা,

গণসমাজকে নিরাপত্তায় নিঃশঙ্ক ক'রে তুলে
লোকবান্ধব হ'য়ে ওঠা,
স্বাস্থ্য কৃষ্টি ও শুভ উদ্দীপনার
অগ্রযাজী হ'য়ে চলা,
সক্রিয় সেবানুচর্য্যায়
লোকরঞ্জনার ভিতর-দিয়ে
শাসন-সংস্থায় সশ্রদ্ধ ক'রে তোলা সবাইকে,
সজ্জনকে নিঃশঙ্ক ক'রে তোলা,
অসৎকে সশঙ্ক ক'রে রাখা,
মানুষের মান, মর্য্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকে
শ্রদ্ধা-বিধৃত অন্তঃকরণে
পোষণে পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
আদর্শানুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'তে অনুপ্রাণিত ক'রে
মানুষকে সুসংহত ক'রে তোলা—
শক্তি, বীর্য্য ও যোগ্যতার বোধন-আমন্ত্রণে,
মানুষের আপদ, বিপদ ও আশঙ্কায়
ক্ষিপ্রদক্ষতার সহিত
তড়িৎ-সম্বেগে
উপযুক্ত ব্যবস্থায় সুস্থ ক'রে তোলা,
এই হ'চ্ছে মোটামুটি কথা ;
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সু, পদপ্রলুব্ধ মর্য্যাদার প্ররোচনায়
এ হ'তে ঐ শান্তিরক্ষক যা'রা
তা'রা যতই
বিভ্রান্ত, বিচ্যুত ও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠে
একানুধ্যায়ী সুসঙ্গত বোধিতৎপর
উপস্থিতবুদ্ধিকে হারিয়ে,—

মসী-অবগুণ্ঠনে কলঙ্ক
ঐ প্রতিষ্ঠাকে তামসী পর্দ্দায় আবৃত ক'রে
ততই ঘৃণ্য ক'রে তোলে তা'দিগকে ;
তা'রা তো গণসেবক ও শোধক নয়ই,
গণদূষক ও শোষক তা'রা,
শঙ্কার রক্তচক্ষুই
তা'দের অসাধু উপার্জ্জন-এৎফাঁক। ৩৭১৯।
১২।১০।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

নিজে যে শাসিত হয় না—
তুষ্টি-তৎপরতা নিয়ে,
সে শাসনও ক'রতে পারে না কাউকে—
তুষ্টিতৎপর ক'রে তুলে উদ্বুদ্ধ আবেগে। ৩৭২০।
১২।১০।১৯৫১, রাত্র ৮-১০

যুক্তি ক'রতে গিয়ে
তর্কে ফেঁসে যেও না,
বাদানুবাদের সৃষ্টি ক'রতে যেও না ;
যুক্তি মানেই হ'চ্ছে—
সার্থক সুসঙ্গত আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
কর্ম্মঠ বোধিদীপন প্রতিভা নিয়ে
মানুষকে সহযোগী ক'রে তোলা
নিজের উদ্দেশ্যে
ও কর্ম্ম-অভিদীপনায় ;
অমনতর জায়গায় তর্কের আমদানী হ'লে
মতসঙ্গতি ও কর্ম্মসন্দীপনা তো কোথায় উড়ে যাবে,
আসবে মতানৈক্য ও বিরুদ্ধ ব্যতিক্রম,

যা'র সাথে যুক্তি ক'রতে যাচ্ছ
তা'কে তোমাতে সুসঙ্গত ক'রে
তোমার উদ্দেশ্যকে
শক্ত ও সাবুদ ক'রে তুলতে পারবে না,
সে সহযোগীও হ'য়ে উঠবে না তোমার ;
তর্কের অবতারণা হ'লে
বরং সেখানে থেমে যেও—
একটা বান্ধবতাপূর্ণ
বাহ্যিক ও মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে ;
আর, নির্ব্বিরোধ বান্ধব আচরণে
তোমার মতে সুসঙ্গত ক'রে তোল তা'কে,
এতে বরং কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব,
নয়তো, সাজা কক্ষে ঢেলে পড়াই সম্ভব কিন্তু। ৩৭২১।
১৩।১০।১৯৫১, সকাল ৭-২৫

আলোচনা ক'রতে গিয়ে,
কথা ব'লতে গিয়ে,
বা বক্তৃতা ক'রতে গিয়ে,
অবান্তর বিষয়ের অবতারণা ক'রতে যেও না,—
যদি অবান্তর বিষয়কে
বা আপাতদৃষ্টিতে যা'কে অবান্তর ব'লে মনে হ'চ্ছে
তা'কে সুসঙ্গত ক'রে
সার্থক অন্বয়ে
প্রতিপাদ্য যা' তা'কে সুপুষ্ট ক'রে তুলতে না পার ;
না পারলে কিন্তু
ঐ অবান্তর অবতারণা মানুষকে বিপথে টেনে নিয়ে
ব্যতিক্রম-অনুধ্যায়ী ক'রে তুলবে,

তোমার প্রতিপাদ্য আহত হ'য়ে উঠবে তা'তে,
আর, তোমার ঐ প্রতিপাদ্য যা'
তা'কে লোক-অন্তরে সঞ্চারিত করা
সুকঠিন হ'য়ে উঠবেই,
একটা পণ্ডশ্রম নিয়ে
ভণ্ডুল অসঙ্গতির সৃষ্টি ক'রে
ঐ সঙ্কলনকেও
ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় খিন্ন ক'রে তুলবে ;
ঐ প্রবর্ত্তনা-অনুযায়ী
একানুধ্যায়িতা হ'তে মানুষ বিকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে,
সংহতির অপলাপ ঘটবে,
তোমাতে
সশ্রদ্ধ সংহিত হ'য়ে উঠতে পারবে না কেউ,
তাই, আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্ত্তায়
বক্তৃতার ভিতর-দিয়ে
বোধিতৎপর সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বিষয় ও ব্যাপারকে
ঐ প্রতিপাদ্যে সুসঙ্গত ক'রে তুলে
সার্থক বোধি-তাৎপর্য্যে
সমাধানে সুসম্পন্ন ও সুদীপ্ত ক'রে তুলতে
ভুলে যেও না,
একটা আবেগোচ্ছল উদ্দীপনায়
মানুষকে কর্ম্মঠ প্রেরণায়
স্থির সৎ-সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় ক'রে তোল,
আর, তাইই হ'চ্ছে তোমার কৃতিত্ব। ৩৭২২।

১৩।১০।১৯৫১, সকাল ৯-১০

মস্তিষ্ক যা'দের অলল বোধপ্রবণ,
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী শাখাপ্রশাখায়
বিস্তার লাভ ক'রেও
সার্থক সুসঙ্গতিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠেনি,
ঐ বিচ্ছিন্ন বোধি-নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিগুলি
অমনি ক'রেই নানা প্রকৃতির
অসমঞ্জস ভ্রাম্যমান আবর্ত্তনে
বিচরণ ক'রে চলে—
অসঙ্গত, অসার্থক, অসুস্থ পরিক্রমায় ;
ঐ বিভ্রান্ত অসঙ্গতি
মানুষকে কোন প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠ হ'তে দেয় না,
ফলে, হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সার ছন্ন-সম্বেগ নিয়ে
নাস্তিকতার বাহাদুরীতে
নিজেকে মানুষের চোখে
বাহবার অধিকারী ক'রে তুলতে চায় ;
বুঝে রেখো, গর্ব্বেপ্সা যেখানে
নাস্তিকতার মোড় নিয়ে চ'লেছে
তা'দের বোধিতে জোড় নেইকো,
সার্থক সঙ্গতি নেইকো,
তা' একসূত্র-সম্বদ্ধ নয়কো,
পল্লবগ্রাহিতার বাহাদুরী পরিখায়
পরিচরণশীল তা'রা ;
যে
সত্তা নিয়ে বসবাস করে
তা'র নাস্তিকতার বাহাদুরী
ছন্নমতিত্ব ছাড়া আর কী ?

অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে অনস্তিত্বের বাহানা করা
অপ্রকৃতিস্থ বোধিরই লক্ষণ। ৩৭২৩।
১৩।১০।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

তোমার মতবাদ বা নির্দেশে
মানুষকে বাধ্য ক'রতে যেও না,
তোমার আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী ইত্যাদিতে
তা'রা যেন বোধই না ক'রতে পারে
যে, তুমি তা'দিগকে বাধ্য ক'রতে চা'চ্ছ,
বরং তোমার বান্ধবতাপূর্ণ ব্যবহার
মানুষকে যেন
এমনতর উচ্ছল ও উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে—
যা'র ফলে, তোমার সুসঙ্গত নির্দেশগুলিকে
সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে দেখে
অন্তঃকরণের সহিত গ্রহণ ক'রে
তা'রা অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে তা'তে,
আর, সেই অনুপ্রেরণার অপলাপ
তা'দের কাছে যেন কষ্টকর হ'য়ে ওঠে;
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক সঞ্চারণা,—
যে-সঞ্চারণায়
মানুষের আত্মিক শক্তি উচ্ছল হ'য়ে
সচ্ছল চলনে অজচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
তা'দের অন্তঃকরণে
যেন এমনতরই আবেগ সৃষ্টি করে
যে আবেগ-উন্মাদনা কোনপ্রকারে ব্যাহত হ'লে
তা'রা নিজে নিজেই কষ্ট অনুভব করে,
ও ঐ ব্যাহতিকে নিরোধ ক'রতে

স্বতঃ-সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে,
আর, ওখানেই তোমার বান্ধবতা, আন্তরিকতা
আচার, ব্যবহার চরিত্রে উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কৃতিত্বে মুকুলিত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে সার্থকতা লাভ করে;
সব ব্যাপারেই হরদম নজর রেখো—
তোমার নিয়ন্ত্রণ যেন অমনতরই
স্বভাবসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে সাধারণতঃ,
তোমার দ্বারা কোনপ্রকারে ব্যাহত না হ'য়ে
বরং তোমাকে বরেণ্য ক'রে নিয়ে
মানুষ যেন তৃপ্তিতে অঢেল হ'য়ে ওঠে,
যদিও
কোথাও কোথাও জবরদস্তি ক'রেও
মানুষকে সৎসন্দীপী মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তোলা
ভালই। ৩৭২৪।

১৪।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৪৫

বিজয়ার আশীর্ব্বাণী

মনে ক'রো না—
মাকে ৺বিজয়া-দশমীতে বিসর্জ্জন দিয়েছ,
বরং ভাব, ঐ দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী,
অসুরদলনী সেই মা তোমার
তোমাতেই উৎসৃজিত হ'য়ে
জীয়ন্ত দীপ্তিতে
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন;
তাই, সেই শুক্লা দশমী

৺বিজয়া আমাদের সবারই অস্তিত্বের কাছে;
তোমার প্রসূতি যিনি
সেই মাই ঐ মা,
তাঁ'র চরণছায়াই তোমার কাছে স্বর্গ,
ঐ চরণতলই তোমাদের
দুর্গতিনাশিনী দুর্গতিনিরোধী দুর্গ,
তাই, ঐ মা-ই তোমাদের দুর্গা—দশভুজা;
যে সত্তা-অভিনিবিষ্ট জননী
বিজয়-বিজৃম্ভণে তোমাতে অধিষ্ঠিত,
তাঁ'র অর্চ্চনা হ'তে
তাঁ'র পূজা হ'তে
একতিলও অপসারিত হ'য়ো না,
অবজ্ঞা ক'রো না তাঁ'কে;
প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতিটি চলনে,
প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি প্রচেষ্টায়
আবেগদীপ্ত ঐ প্রেরণাই যেন
তোমাদিগকে উচ্ছল ক'রে তোলে,
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোলে,
সত্তাপোষণী অসৎ-নিরোধী ক'রে তোলে,
পালনে, পোষণে, পূরণে
প্রদীপ্ত ক'রে তোলে তোমাদিগকে;
কাউকে ফেলো না,
কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না,
অবহেলা ক'রো না কাউকে;
মনে ভেবো—
প্রতিটি সন্তানের অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের কাঠামোয়

ঐ মা-ই নিহিত আছেন,
আর, আপূরয়মাণ ইষ্টই তাঁ'র সার্থক কেন্দ্র ;
এই সাধনায় বিজয়ী হ'য়ে ওঠ তোমরা,
শতায়ু হ'য়ে ওঠ তোমরা,
তোমাদের সন্তানসন্ততি, পুত্র-পৌত্র
আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-বান্ধব যা'-কিছু প্রত্যেককে নিয়ে
প্রীতির আবেগ-নিষ্যন্দী নিক্কণ-দীপনায়
দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠ তোমরা,
প্রত্যেকেই বোধ করুক—
মা যেন অমনি ক'রেই
তা'দিগকে পালন, পোষণ, পূরণ, করছেন ;
তোমাদের ঐ সাধনা, ঐ তপঃপ্রভা
বিপদকে বিদূরিত ক'রে
দশপ্রহরণী বোধিতাৎপর্য্যে
যা'-কিছু অসৎকে নিরোধ করুক,
অসুর-স্বভাবকে বিদলিত করুক ;
স্বর্গের সুষমায় তোমরা অভিনন্দিত হ'য়ে চল—
অবাধ চলায়, অনন্তের দিকে—
আর্য্যতাৎপর্য্য-আভিজাত্যগরিমায় গরীয়ান হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সংরক্ষণী অভিযানে ;
তোমরা স্বাস্থ্যবান হও,
সুখে থাক,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
তোমাদের যা'-কিছু সবাইকে নিয়ে
ঐ স্বাস্থ্য, সুখ ও সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হও,
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ,

অতীতের সুসঙ্গতি নিয়ে
বর্ত্তমানে স্ফুটতর হ'য়ে
শুভস্থজনী পদক্ষেপে
ভবিষ্যের দিকে চ'লতে থাক ;
সত্য, শিব ও সুন্দরে অধিষ্ঠিত হও,
তোমাদের জয়জয়কার হউক—
আমার একান্ত যিনি
তাঁ'রই চরণে
এইই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। ৩৭২৫।
১৪।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৩

সত্য
বোধিমর্ম্মে বিকশিত হ'য়ে
সাত্ত্বিক অভিনন্দনায়
প্রাচীন সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
ভবিষ্যের দিকে চ'লতে থাকে—
নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গত সার্থক তৎপরতায় ;
তাই, সে শাশ্বত,
তাই, সে সনাতন। ৩৭২৬।
১৪।১০।১৯৫১, বেলা ১১টা

যেখানেই আত্মিক উন্নতি,
বাস্তব উন্নতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে
তা'র অনুবর্ত্তী হ'য়েই চ'লে থাকে,
কারণ, আত্মিকতার পরিণতিই হ'চ্ছে বাস্তবতা। ৩৭২৭।
১৪।১০।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

ঈশ্বরে বিশ্বাস
ও আপূরয়মাণ প্রেরিত বা মহাপুরুষে
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত উর্জ্জী অনুরাগ
মানুষের ব্যক্তিত্বকে সংহত, সংস্থিত ক'রে
সুসঙ্গত বোধি-তৎপরতায়
কুশলকৌশলী অদম্য সাহসী ক'রে তোলে ;
কিন্তু প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র অভিভূত আবেগ
মানুষকে পরশ্রীকাতর, হিংসুক, দুর্ব্বল
ও ক্লীবমনাঃ ক'রে তুলেই থাকে,
তাই, তা'দের সৎ-সন্দীপনী দুরাগ্রহ আবেগ
নিরন্তর অভিযানে বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলে না। ৩৭২৮ ।
১৪।১০।১৯৫১, রাত্রি ৯-৪৫

যে-ঔদার্য্য জাহান্নমের পথ মুক্ত করে,
তা' বীভৎস। ৩৭২৯ ।
১৫।১০।১৯৫১, রাত্রি ১-১৫

বিপজ্জনক যা' তা'কে যথাসময়
সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তে না এনে
যে-কোন রকমেই হো'ক
পোষণপুষ্টি দেওয়া,—
সাংঘাতিক কিছুকেই আমন্ত্রণ করা। ৩৭৩০ ।
১৫।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

তোমার বোধিবীক্ষণায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
যদি কোনপ্রকার

গণহিতী বা হিতপ্রবণ প্রবোধনাও থাকে,
যা' সত্তাপোষণী,
এক-কথায়, সত্য যা',—
তা' যখন পরিবেষণ ক'রবে,
তা' লোকের হজমদার ক'রে পরিবেষণ ক'রো ;
যত ভাল জিনিসই হো'ক না কেন—
তা'কে যেমন তুমি হজম ক'রতে না পারলে
তোমার সত্তা পরিপোষিত হয় না,
অন্যের বেলায়ও কিন্তু তা'ই ;
মানুষের অহং বা গর্ব্বেপ্সাকে আঘাত ক'রে
কোন শুভ-সন্দীপনী ব্যাপার, বিষয় বা বাদকে
তা'র গ্রহণীয় ক'রে তোলা যায় না,
সে বরং তা'কে অগ্রাহ্যই ক'রে থাকে,
বিরক্তই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, কোন শুভ-পরিবেষণে
কা'রও বিরক্তিভাজন হ'য়ে উঠতে না হয় কোনরকমে
সেই পন্থাই অবলম্বন ক'রে চ'লো,
তোমার কথাবার্ত্তা বা আচার-ব্যবহারের
সৌজন্যপূর্ণ অভিব্যক্তিতে
লোভনীয় ক'রে তুলো তা' তা'দের কাছে,
বহুস্থলেই সার্থকতা লাভ ক'রবে। ৩৭৩১ ।
১৫।১০।১৯৫১, রাত্র ৭-৩৫

উপচয়ী কর্ম্ম-নিষ্পাদনী ফন্দীবাজীকে
ত্যাগ ক'রে বা অবজ্ঞা ক'রে
অর্থাৎ তা'তে অন্তরাসী না হ'য়ে
অর্থ-আকাঙ্ক্ষায় যা'রা হাবুডুবু খায়,

দারিদ্র্যের বিদ্রূপভঙ্গী তা'দিগকে
হতচ্ছাড়া না ক'রে ছাড়েই না প্রায়শঃ;
যদি চতুরই হও, আর চাওই যদি,—
তবে উপচয়ী কর্ম্ম-নিষ্পাদনে
আবেগকে উচ্ছল-সম্বেগী ক'রে তোল,
করায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
উদ্দেশ্যে অটুট থেকে,—
অভাব বিদ্রূপ ক'রবে তোমাদিগকে কমই। ৩৭৩২।
১৬।১০।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

তুমিই তোমাকে বিচার কর,
আর, শাসন-নিয়ন্ত্রণও কর তেমনি,
অন্যকে বিচার ক'রতে যেও না,
বরং বিবেচনা কর,
আর, বোধিসঙ্গত বিবেক নিয়ে
কুশল তাৎপর্য্যে শ্রেয়-পথেই চল,
অনেক হাঙ্গামা এড়াবে। ৩৭৩৩।
১৬।১০।১৯৫১, দুপুর ১-২৮

শান্তিরক্ষক! সজ্জনের শুভকর হ'য়ে ওঠ,
দুর্জ্জন শঙ্কাকুলিত হ'য়ে উঠুক—
তোমাকে দেখে ও মনে ক'রে,
তা'দের অসৎ-প্রবৃত্তির নিরসন হো'ক,
সত্তানুপোষণী শুভনিয়ন্ত্রণী এমনতর নীতিবিধি
তোমাদের নিয়ামক হো'ক। ৩৭৩৪।
১৬।১০।১৯৫১, দুপুর ১-৩০

বিনীত বাক্ মানুষকে
অনুকম্পী ও অনুচর্য্যী ক'রে তোলে। ৩৭৩৫।
১৮।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

তোমার পিতৃপুরুষকে
অর্ঘ্য-অবদানে তৃপ্ত ক'রতে ভুলো না,
তোমার ঐ তর্পণ ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক;
তিনি চির-তৃপ্তিময়, শান্তিময়,
চির-প্রশংসনীয়। ৩৭৩৬।
১৯।১০।১৯৫১, সকাল ৯-১০

যা'ই কর, আর যেমনই থাক—
তোমার গোত্রগরিমা ও আভিজাত্যকে ভুলে যেও না,
ঐ সশ্রদ্ধ আনতি
তোমার স্মৃতিকে জাগ্রত ক'রে
তোমার অন্তরে তাঁ'দিগকে
আরোতরে যেন প্রতিষ্ঠা করে,
তোমার সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনা
তাঁ'দেরই উদ্বর্দ্ধনা—মনে রেখো;
যা'রা ঐ গোত্রগরিমাকে অবহেলা করে,—
তা'রা ঈশ্বরকেই অবহেলা ক'রে থাকে;
তাঁ'রই কৃপা-তাৎপর্য্যেই
তোমার ক্রম-আবির্ভাব। ৩৭৩৭।
১৯।১০।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

গৃহস্থালী-সংশ্লিষ্ট গাছগাছড়াগুলির
রোগ-নিরাকরণী বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা
এবং তা'র উপযুক্ত প্রয়োগ,

রোগ-নির্ণয়ী অভিজ্ঞান,
এবং রোগানুপাতিক খাদ্যাদির পাকপ্রণালী—
যা'তে রোগ নিরাময় হয়—এমনতর রকমে,—
সবারই পক্ষে,
বিশেষতঃ গৃহস্থালীর কর্ত্রী মেয়েদের পক্ষে
নিতান্তই প্রয়োজনীয় ;
এ বিষয়ে অবহিত থাকা
এবং তা'দের ঐ রকমে শিক্ষিত ক'রে তোলা
প্রতিটি পরিবার, বিশেষতঃ সমাজের পক্ষে
নেহাৎই উচিত,
অবহিত-উদ্যমে এগুলিকে নিষ্পন্ন করা
অতীব প্রয়োজনীয় ;
জীবন-যাপনের বৈধী আচার কিন্তু এইগুলি। ৩৭৩৮।
১৯।১০।১৯৫১, বেলা ১২টা

যে পিতামাতা বা গুরুজন
স্নেহমূঢ়তা বশতঃ
সন্তান-সন্ততিকে সুপরিচর্য্যায় সংশোধিত না ক'রে
তা'দের অসৎ-প্রকৃতিকে সমর্থন করে
বা প্রশ্রয় দেয়,—
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যে
তা'রা তো আঘাত হানেই,
তা' ছাড়া, ইহ-পরকালে
ঈশ্বরের প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হয়,
জ্বালাময়ী রৌরবই তা'দের
উপভোগ্য উপঢৌকন হ'য়ে ওঠে। ৩৭৩৯।
১৯।১০।১৯৫১, বিকাল ৩টা

যা'রা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ স্বার্থসন্ধিক্ষুতায়
মুহ্যমান আবেগে
বাহ্যতঃ মহৎ-সংশ্রয় অবলম্বন করে—
শ্রদ্ধালু ভঙ্গীর অবগুণ্ঠনে
লোকচক্ষু হ'তে গা ঢাকা দিয়ে
প্রীতির বৈদুর্য্য-বচন আউড়িয়ে,—
মহতের শত অনুকম্পাও
তা'দিগকে রক্ষা ক'রতে পারে না;
অধঃপাতের নির্ঘাত সন্ধান
তা'দের অন্তরে ওত পেতেই থাকে,
নিয়তির দুর্দ্দান্ত ব্যবস্থা
তা'দিগকে স্বরূপে ফুটন্ত ক'রে
লোকচক্ষুতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। ৩৭৪০।
১৯।১০।১৯৫১, বিকাল ৩-৩০

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়ার্থপরায়ণ, সৎ-সন্দীপী, সুসঙ্গত প্রসার ও প্রাবল্যকে
সঙ্কুচিত ক'রে
মানুষের সংহতি ও সম্বর্দ্ধনাকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে যেও না;
প্রত্যেক ব্যষ্টি, গণ, দেশ ও রাষ্ট্রকে
পরিপ্লাবনে সংহত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যবান ব্যষ্টির
আপূরণী দায়িত্বে
প্রত্যেককেই কর্ম্মঠ অভিদীপনায়
দায়িত্বশীল ক'রে তোল,
শান্তি

স্বস্তির আবহাওয়া নিয়ে
দিগন্তে প্রসারিত হো'ক,
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই,
অধ্যবসায়ী উৎপাদন-প্রস্তুতি প্রচুর হ'য়ে উঠুক ;
কাউকে খণ্ডিত ক'রতে যেও না,
বিভক্ত ক'রতে যেও না,
বিচ্ছেদে বিসদৃশ ক'রতে যেও না,
কৃতিত্বে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ অমনি ক'রেই। ৩৭৪১।
১৯।১০।১৯৫১, বিকাল ৫-৫০

তোমার সন্ধিৎসাপূর্ণ, সুবীক্ষণী অতীতের বহুদর্শিতা
একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণ তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত বোধি নিয়ে
যখনই বর্ত্তমানকে অন্বিত ক'রে
তোমার নিঃশ্বাসকে নিশ্চিন্ত ক'রে তুলল—
বিশ্বাসে সুসংস্থ হ'য়ে
বিজ্ঞ বোধি-অভিনন্দনায়,—
জীবনের আত্মিক অভিযানও
সুরু হ'লো তখন থেকেই। ৩৭৪২।
২০।১০।১৯৫১, রাত্র ৭-৪০

যা'কে তুমি সনাতন সত্য ব'লে মনে কর,
ধর্ম্ম ব'লে মনে কর,
তা'ও যদি অনুধ্যায়ী সন্ধিৎসা নিয়ে
সুপরিবেক্ষণায় সুসঙ্গত বোধিতৎপর ধৃতির সহিত
বর্ত্তমানে সার্থক অন্বয়ে
সত্তাপোষণী ক'রে

ভবিষ্যতের সৃজনোল্লাসী ক'রে না তুলতে পার,
তা'ও কিন্তু সত্য হ'য়ে
তোমার বোধিরাজ্যে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না,
'সনাতন'ও আজগবী ধান্ধায় প'ড়ে
বিপন্ন হ'য়ে উঠবে ;

প্রত্যেকটি কর্ম্ম যদি সুসঙ্গত সংহতিতে
ক্রমান্বয়ী তৎপর চলনে
অভিদীপ্ত তপস্যায়
কোন-কিছুকে মূর্ত্ত না ক'রতে পারে—
সত্তার পোষণবর্দ্ধনী উপযোগী ক'রে,—
তা' কিন্তু ঋত নয়কো,
আর, তা' যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে
সত্তাকে পোষণ না করে
তা' কিন্তু সত্যও নয়কো ;

বুঝে রেখো। ৩৭৪৩।

২২।১০।১৯৫১, রাত্র ৯-৫০

গত যা' তা'তেই মস্‌গুল থেকো না,
কেবল তা' নিয়েই তোলপাড় ক'রো না,—
ওকেই বোধিবিক্ষোভ বলে,
বরং তা'কে বিবেচনায় সামঞ্জস্যে এনে
সুসঙ্গত ক'রে তোল,
মীমাংসায় উপনীত হও,
আগতের জন্য প্রস্তুত হও। ৩৭৪৪।

২৩।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

বিহিত ধর্ম্ম যা' তা'কে না বুঝেও যদি
জীবনে পরিপালন কর,
কিংবা ভাণ ক'রেও যদি পরিপালন কর,
ঐ পরিপালনই তোমার বোধকে উদ্গত ক'রে তুলবে,
কিন্তু অধর্ম্মকে যেমনতর ইচ্ছে ফেনিয়ে
জীবনে প্রতিপালন ক'রলে
তা'র স্বভাবসিদ্ধ যা' ক্রিয়া
তোমার সত্তায় প্রকাশ হবেই কি হবে,
তোমার ফেনানো ভাব বা ভাষা
তা'কে নিরোধ ক'রতে পারবে না,
যদি ভাল চাও তো ভালই কর;
তোমার সত্তাকে যা' ধারণ করে
বিবর্দ্ধনে বিন্যস্ত করে,
তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম। ৩৭৪৫ ।
২৩।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৫

আদর্শ বা ইষ্টার্থ-পরায়ণতা
প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টানুচর্য্যায় সার্থক সুনিবদ্ধ ক'রে
বোধিনিয়ন্ত্রণতৎপর ক'রে তোলে,
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ মানুষ প্রলোভন, হীনম্মন্যতা
বা গর্ব্বেপ্সার খাতিরে
ব্যতিক্রমী চলনে চলে না,
জীবনে লাভই তা'র সহজ হ'য়ে ওঠে,
জয়ই তা'র স্বাভাবিক সম্পদ হ'য়ে ওঠে,
কারণ, আত্মম্ভরী স্বার্থান্ধতা
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে না,

ইষ্টার্থই তা'র পরম স্বার্থ,
এটা তা'র স্বতঃ ও স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে চলে। ৩৭৪৬।
২৪।১০।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

অযথা উৎপীড়িত যে—
অনুকম্পী অনুচর্য্যায় তা'কে প্রশমিত ক'রো,
আবার, অন্যায়কে নিরোধ ক'রতে গিয়ে
যেখানে দণ্ড বা শাসনের প্রয়োজন—
তা'ও যেন বান্ধবতাপূর্ণ হয়,
অন্যায়কারী যেন বুঝতে পারে যে
ঐ শাসন বা দণ্ড অন্যায়ের,
তা'র ব্যক্তিত্বের নয়কো,
ব্যক্তিত্বের প্রতি অজচ্ছল বান্ধব অনুচর্য্যায়
অনুরঞ্জিত তুমি। ৩৭৪৭।
২৪।১০।১৯৫১, রাত্রি ৮-৩৫

যা'রা মহিমাকে
শ্রদ্ধাবনত বিনীত অভিবাদনে
মহিমময় ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে জানে না,
অমানীকে বৰ্দ্ধনসমীক্ষ অনুকম্পায়
সৌজন্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না,
মানীর সম্মান-প্রতিভাকে অবদলিত ক'রে
আনন্দ উপভোগ করে,
তা'দের ব্যক্তিত্বই হীনত্বব্যঞ্জক,
ক্ষুদ্রমনা, আত্মম্ভরী, পঙ্কিল-পরামৃষ্ট,

অন্তঃকরণের অর্জ্জন-অভিযান
ব্যঙ্গভঙ্গীতে অবজ্ঞাই ক'রে থাকে তা'দিগকে,
স্বর্গও সেখানে অবসাদমণ্ডিত। ৩৭৪৮।
২৪।১০।১৯৫১, রাত্র ১১টা

যেখানে যা' দুষ্প্রাপ্য—
অথচ জীবনচলনার পক্ষে অপরিহার্য্য,
তা' অন্যায্য ব্যয় ক'রতে যেও না,
বরং যথাবিহিত ব্যয়সঙ্কোচ ক'রে চ'লো,
এবং অন্য উপায়ে যদি সেই প্রয়োজনের
সমাধান ক'রতে পার,
তা'ই ক'রো,
নইলে, বিব্রতই হ'তে হবে প্রায়শঃ। ৩৭৪৯।
২৫।১০।১৯৫১, সকাল ৮-২০

একানুধ্যায়ী তাপস চলন
অভ্যাসে অভিদীপ্ত হ'য়ে
জৈবী-উপকরণের বিহিত বিন্যাসে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মঠ সম্বেগে
সত্তানুস্যূত যতই হ'তে থাকে,
বৈধানিক অঙ্কশায়িনী হ'য়ে
বংশানুক্রমিকতায় সঞ্চরণশীল সংস্কৃতি নিয়ে
জীবদেহে তেমনি
ঋজী ও রিচী শক্তির প্রাবল্য ঘ'টে থাকে
পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ;
জীবনের আত্মিক অভিযান নিয়ে

বংশমর্য্যাদাও সেখানে দেদীপ্যমান,
নইলে, তা' মুহ্যমান হ'য়েই চলে। ৩৭৫০।
২৫।১০।১৯৫১, বেলা ১০টা

দুষ্কর্ম্মা হ'তে যেও না,
কা'রও সত্তাসংঘাতী হ'য়ো না
বা এমনতর কর্ম্ম ক'রো না,
যা'র কুফল তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে
কোনপ্রকারে সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে,
তাই, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ
বিবেচকের কার্য্য নয়কো। ৩৭৫১।
২৫।১০।১৯৫১, বেলা ১০-৩৩

যা'রা শ্রদ্ধাস্পদদিগকে
উপযুক্ত সম্মান দেয় না,
মানুষের শ্রদ্ধা হ'তে তা'রা তো বঞ্চিত হয়ই,
তা' ছাড়া, ঐ দুর্বিনীত চরিত্রই
তা'দিগকে হেয় ক'রে তোলে সবারই কাছে। ৩৭৫২।
২৫।১০।১৯৫১, বেলা ১২টা

যাঁ'রা পুরুষোত্তম—
তাঁ'রা ঈশ্বরেরই অনুপ্রেরিত জীয়ন্ত বাস্তব মূর্ত্তি,
আর, তাঁ'দের ভিতর দিয়েই ঈশিত্ব অনুধ্যেয়—
যেমন, মানুষের ভিতর দিয়েই
মনুষ্যত্বকে নির্দ্ধারণ ক'রতে হয়। ৩৭৫৩।
২৫।১০।১৯৫১, রাত্র ৯টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমকে অবজ্ঞা ক'রে
যা'রা ঈশ্বরকে ভজনা করে,
তা'দের ভজনা গঞ্জনাতেই পুরস্কৃত হয় । ৩৭৫৪ ।
২৬।১০।১৯৫১, সকাল ৮-৫

যেমন, স্রোতে দাঁড়িয়ে
স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না,
তেমনি, প্রবৃত্তিতে দাঁড়িয়ে
বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না,
স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে যেমন
তা'র গতির মোড় বাঁকিয়ে দিতে হয়
বিহিত কোন দিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে তা'কে,
তেমনি বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন-কিছুর দিকে
সশ্রদ্ধ সম্বেগী হ'য়ে
তা'র গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়,
তখন ঐ চিতিস্রোত তা'রই অনুপ্রেরণায়
আবেগ-উদ্দীপনায় ছুটতে থাকে—
বোধিদীপ্ত কর্ম্মঠ আগ্রহে,
নয়তো, হাজার কর,
সবই ফাঁকা কিন্তু । ৩৭৫৫ ।
২৬।১০।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

যিনি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পরম প্রেয় ও শ্রেয়,
তদর্থপরায়ণ হ'তে হ'লেই
প্রথমেই তোমার ভাব ও চিন্তাকে

এমনতর দৃঢ় ক'রে নিতে হবে,
যা'তে তোমার কথা ও আচার-ব্যবহারে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
তিনিই তোমার সব,
তোমার জীবনের সর্ব্বস্বই তিনি,
ভরদুনিয়ার সাথে তোমার যা'-কিছু সংশ্রব
তা' তাঁ'রই প্রয়োজনে,
আর তাঁ'কে নিয়ে,
তোমার কেউ নাই একথাটা ভাবা যেন
হাস্যোদ্দীপক হ'য়ে ওঠে তোমার কাছে,
এক কথায়, তিনি তোমার সত্তার ভূমি, সম্পদ ও স্বার্থ,
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তঃকরণে
তাঁ'কে আর তাঁ'র সব যা'-কিছু বিষয়কে
বেশ ক'রে সুচিন্তিত মনে
নজরে রেখে চ'লো—
সসম্ভ্রম অনুধ্যায়িতা নিয়ে—
কাজে, কর্ম্মে, আলাপে, আলোচনায়,
সংগ্রহে ও প্রাজ্ঞ সমর্থনে,—
যা'তে বুঝতে পার তিনি কী চান,
তাঁ'র কী প্রয়োজন ;
তাঁ'র বিষয়গুলির
অনুচর্য্যা-অধ্যুষিত সুসঙ্গত নিয়ন্ত্রণে
বোধিকে এমনতর বিন্যস্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রবে—
যা'তে তোমার সত্তা ও সম্পদ
সুস্থ সম্বর্দ্ধনায় পরিপুষ্ট ক'রে তোলে তাঁ'কে ;
এ তো দেখবেই,
তা'র সাথে, তোমার আচার, ব্যবহার

চলন, চরিত্র, বাক্য ও ভঙ্গীগুলিকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত ক'রবে
যা'তে তুমি তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পার সর্ব্বতোভাবে—
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ;
কখনও তা' ক'রতে যেও না
তাঁ'র পছন্দ ব্যাহত হয় যা'তে,
তাঁ'র অধ্যবসায়ী অনুবর্ত্তন যেন তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
মান, অভিমান, প্রত্যাশা, দ্বন্দ্ব, গর্ব্বেপ্সা,
কুণ্ঠা ও সঙ্কোচকে পরিহার ক'রে—
তাঁ'র তাড়ন ও পীড়নে অপরামৃষ্ট থেকে
কুশল, অনুচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে ;
তোমার প্রহরী অনুচর্য্যা
তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসায়
তাঁ'র নিজের ও তাঁ'র পরিবেশের প্রতি
এমনতর কর্ম্মঠ নজর রেখে যেন চলে,—
যা'তে আপদ, বিপদ, দুঃখ ও দৈন্য
তোমার সাধ্যমত কিছুতেই
তাঁ'কে স্পর্শ ক'রতেও না পারে,
এমনি ক'রেই তোমার মন ও তা'র প্রবৃত্তিগুলিকে
সুচিন্তিত সার্থক সমাহারে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে থাকবে ;
এই সবের ভিতর-দিয়েই তাঁ'র প্রীণন ও প্রতিষ্ঠায়
তোমার তপশ্চরণকে ব্যাপৃত ক'রে তোল,
সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে তাঁ'র নির্দ্দেশমাফিক
জপ-ধ্যানাদি যা' করণীয়
তা' ক'রেই চ'লবে—
প্রতিপাদ্য বিষয়ের গবেষণা

ও তথ্য সংগ্রহ-সহকারে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের সহিত
তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে—
সুসঙ্গত অর্থভাবনা নিয়ে,—
যা' তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
মানসিক অন্ধতা, মানসিক বধিরতা ও ক্লীবত্বকে
সঙ্গে সঙ্গে বিহিতভাবে
যা'তে তিরোহিত ক'রতে পার—
প্রতিমুহূর্ত্ত নজর রাখবে সেদিকে ;
আবার, এই শ্রেয়-প্রীতি যেন
তোমাকে এমনতর ন্যায় ও পরাক্রমে প্রতিষ্ঠা করে—
অব্যাহত অভিদীপনায়
সুসঙ্গত কুশলকৌশলী বোধিতাৎপর্য্যে,—
যা'তে সুনিষ্পন্ন কৃতিত্ব আহরণ ক'রে
তুমি তাঁ'কে অর্ঘ্য দিতে পার—
জীবনের অমরণ-অভিযান নিয়ে ;
তাঁ'তে তোমার ঐ ব্যাপৃতি
যেন তোমার ঐ স্মৃতিপথকে
এমনতর খোলসা ও সুবিন্যস্ত ক'রে তোলে—
যা'তে ভ্রান্তি তোমাকে স্পর্শ ক'রতেও ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে ;
শক্ত সাবুদ অনুক্রমায়
অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত
সশ্রদ্ধ সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
এমনি ক'রে চ'লতে থাক,
দেখবে, এই চলন তোমাকে একদিন
অহং-উত্তেজনাবিহীন
স্বতঃস্ফুরণী, সর্ব্বতোমহৎ বিক্রমে

প্রকৃতির প্রাকৃতিক আসনে
অধিরূঢ় ক'রে তুলবে—
তা'র অঙ্কশায়ী শিশুর মত—
ঐ প্রকৃতিরই শুশ্রূষু পরিচর্য্যায় ;
ইষ্টার্থপরায়ণতার মরকোচী অভিযানই
এমনতর। ৩৭৫৬।
২৬।১০।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—তা' সর্ব্বতোভাবে,
সাবুদ-সাহসী হও, পরাক্রমী হও,
তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি-সম্পন্ন ক্ষিপ্রকর্ম্মা হও—
সুসঙ্গত বোধি, মেধা ও উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ে,
হৃদয়গ্রাহী প্রিয়বাদী হও,
তোমার বাক্-চাতুর্য্য যেন
এমন বিন্যাস ও প্রভাব-প্রবুদ্ধ হয়
যা'তে লোকে তোমাকে কর্ম্মঠ সমর্থনে
অভিনন্দিত না ক'রেই পারে না,
সৎযাজী হও নির্ব্বিরোধ বান্ধব-অনুচর্য্যায়,
অক্লান্ত নন্দিতশ্রমা হও,
মিতব্যয়ী, সার্থক ও সদাচারশীল হ'য়ে
সুস্থিকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখ,
তোমার উপস্থিতি যেন
মানুষকে ভরসাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে
অভাব এবং অবসাদের অতিক্রমণে,
স্ফূর্ত্তিবাজ হ'য়েও স্বস্তিবাচী হ'য়ো,
মানুষ যেন তোমাতে আত্মীয়তানিবদ্ধ হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ মনে করে,

তোমার তপশ্চর্য্যী আত্মনিবেদন
সবাইকে নন্দিত ক'রে
তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যেন,
অসম্ভব ব'লে উপচয়ী কোন-কিছু হ'তে
নিরস্ত হ'য়ো না,
নিজেও দুর্ব্বল হ'য়ো না,
অন্যকেও দুর্ব্বল হ'তে দিও না,
এইতো কর্ম্মযোগীর যোগ-নন্দনা। ৩৭৫৭।
২৯।১০।১৯৫১, সকাল ৭-৩৫

মানুষ যে-বৃত্তির দ্বারা
অভিভূত হ'য়ে থাকে যতক্ষণ,—
তা'র যুক্তি ও জীবন-চলনাও
তেমনতরই হ'য়ে চলে ততদিন,
কিন্তু ইষ্টার্থনিবদ্ধ প্রবৃত্তি
একানুধ্যায়ী বোধিতাৎপর্য্যে শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ হ'য়ে
যুক্তি ও জীবনকে ঐ পথেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে—
কর্ম্মঠ অভিব্যক্তি নিয়ে। ৩৭৫৮।
২৯।১০।১৯৫১, বেলা ১১টা

ঈশ্বরে বা ইষ্টে বস্তুনিরপেক্ষ নিবেদন
মানুষের স্বকেন্দ্রিক সংস্থিতিকে ব্যাহত ক'রে
মিথ্যাচারেই পর্য্যবসিত ক'রে তোলে। ৩৭৫৯।
৩০।১০।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

অনুচর্য্যাবিহীন ভক্তি
ভজনাকেই বিদ্রূপ ক'রে থাকে,

আর, তা' ভালবাসার চালিয়াতি ছাড়া
কিছুই নয়কো। ৩৭৬০ ।
৩০।১০।১৯৫১, রাত্রি ৯-২৫

আত্মা অধিস্থিত বাস্তবে,
যা' আছে যেমন ক'রে, যেমন হ'য়ে—
অস্তিত্বও সেখানে তেমনি কিন্তু,
তা'ই নিয়ে সে বিধায়িত, জীয়ন্ত,
শক্তিমান, বর্দ্ধমান, অনুভবপ্রবণ ;
ঐ অধিস্থানের ভিতর-দিয়ে
সেই আত্মাকে অনুভব করা যেতে পারে—
সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়ী তৎপর-তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত বোধিবীক্ষণায় ;
আর, সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়ী হ'তে হ'লেও
ঐ বিধায়িত, জীয়ন্ত, শক্তিমান ও বর্দ্ধমান
বাস্তব অভিব্যক্তিকে নিয়েই ক'রতে হবে তা',
আর, ঐ সুকেন্দ্রিকতাতেই
সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে
বোধলব্ধ দুনিয়াকে—
স্বীয় অনুভব-তাৎপর্য্যে অন্বিত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
বৈশিষ্ট্যক্রমিকতায় ;
তখনই ঐ বাস্তব-অভিব্যক্তি
জলুস বিকীরণ ক'রে
সুসঙ্গত সার্থক বোধিদীপনায়
সত্তাকে ভূমায়িত পরিবেদনায়
প্রত্যক্ষীকৃত ক'রে তুলতে পারে ;

আর, এই সম্বর্দ্ধনার স্বাধিষ্ঠানই হ'চ্ছে
ঐ বিধায়িত বাস্তবতা,
তাই, সুকেন্দ্রিক সার্থক অভিনিবেশ নিয়ে
ঐ বাস্তবতার উৎকর্ষেই
মানুষের বোধিও উৎকর্ষান্বিত হ'য়ে
সার্থকতা লাভ করে,
এই অনুশীলনের বাস্তব ভূমিও কিন্তু ঐ বাস্তবতা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
আত্মিক অধিস্থিতিকে উপলব্ধি করা যেতে পারে—
উৎকর্ষী অন্বয়ে ;
তাই, ঐশ্বর্য্যেই ঈশিত্বের বিকাশ,
এবং ঐ ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়েই
আত্মিক অভিযান নিয়ে
ঈশ্বর উপলব্ধিযোগ্য ও উপভোগযোগ্য ;
আর, তিনিই আত্মিক উৎস। ৩৭৬১।
৩১।১০।১৯৫১, সকাল ৯-২০

অনুষ্ঠান ও অনুশীলন
আত্মিক অধিস্থানকেই সুসঙ্গত ক'রে তোলে—
বোধপ্রকট পরিচর্য্যায়। ৩৭৬২।
৩১।১০।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

যা'ই ক'রতে চাও না কেন,
তদনুগ অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের সার্থক বিন্যাসে—
অভীষ্ট সন্দীপিত ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে যা'তে—
এমনতর সার্থক সমাবেশ নিয়ে
তোমার মনঃশক্তিকে নিয়োজিত কর—

বিহিত বিধায়নের ভিতর-দিয়ে,
তবেই তো তা' হবে!
নয়তো, তা' অপাঙ্‌ক্তেয়, অসার্থক অবাস্তবতারই
স্রষ্টা হ'য়ে উঠবে। ৩৭৬৩।
৩১।১০।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

অচিন্ত্য, অবোধ্য যা' তা'কে
অচিন্ত্য, অবোধ্যকে ধ'রে অনুভব করা যায় না,
বোধ্য যা' তা'তে কেন্দ্রায়িত সঙ্গতি নিয়েই
অচিন্ত্য, অবোধ্যকে বোধ ক'রতে হয়,
বোধি সার্থক হ'য়ে ওঠে ওতেই,
নইলে, বিড়ম্বনা ও বিকৃতি ছাড়া
আর কিছুই লাভ হবে না;
তাই, গীতায় ভগবান বলেছেন:—
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে"। ৩৭৬৪।
৩১।১০।১৯৫১, বেলা ১১-২৫

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে
সম্ভ্রমাত্মক সৌজন্যে আপ্যায়িত ক'রতে ভুলো না—
মনোজ্ঞ অভিভাষণে,
কিন্তু সত্য, ন্যায় ও শ্রেয়ার্থ-পরিপন্থী যা'
তা'র সাথে আপোষরফা ক'রে
নিজে দৈন্যগ্রস্ত হ'তে যেও না,
বরং সম্ভ্রমাত্মক হৃদয়গ্রাহী গুরুগৌরবেই
তা'কে প্রতিষ্ঠা কর;
সত্য, ন্যায় ও শ্রেয়ের সম্বন্ধ

সত্তা ও সম্বৰ্দ্ধনার সঙ্গে,
তাই, তা'তে দৈন্যগ্রস্ত হওয়া মানেই
নিজেকে দৈন্যপীড়িত ক'রে
অন্যকেও দৈন্যদীর্ণ হ'তে প্রলুব্ধ করা
বা আস্কারা দেওয়া ;

তুমি যখন শ্রেয়ার্থপরায়ণ ন্যায় ও সত্যের
অনুবর্ত্তক ও অনুসেবক,
কা'রও হ'তে তুমি তখন ছোট নওকো,
আবার, হীনম্মন্য গৰ্ব্বপ্সাদীপ্ত মৰ্য্যাদাশীলও নওকো ;
তুমি যা'র অনুসেবক—
প্রত্যেক জীবনই কিন্তু তৎসেবাপরায়ণ
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক ;
ন্যায়, সত্য ও শ্রেয়ার্থকে উপেক্ষা ক'রে
খোস-খেয়ালের উপসেবায় ধামাধরা হ'তে যেও না,
সতর্ক সন্ধিৎসাপূর্ণ সুসঙ্গতি নিয়ে
যেখানে যেমন সমর্থন বা নিরোধ ক'রতে হয়,
তা' ক'রো,
তোমার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত, কথাবার্ত্তা, চালচলন
সুসঙ্গত যুক্তি নিয়ে
যেন প্রতিপাদ্যকেই সমর্থন করে
এবং তা'ই যেন অর্জ্জন করে—হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণে,
ক্লীবমনা অজ্ঞ বোধির অনুসেবায়
নিজেকে নিষ্ঠীবন-প্রসাদী ক'রে তুলো না। ৩৭৬৫।

৩১।১০।১৯৫১, রাত্র ৭টা

যা'রা পঞ্চবর্হিকে স্মরণ ক'রে চলে,
আর, জীবনকে নিয়ন্ত্রিতও করে তেমনি—
আপূরণী ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অভ্যুদয়ী অভিনন্দনায়,
তা'রা সর্ব্বতোভাবে আর্য্যীকৃত,
তাই, তা'রা আর্য্য—
তা'দের বীজবৈশিষ্ট্য বহন ক'রে,—
তা' তা'রা বৈষ্ণবই হো'ক,
শাক্তই হো'ক, শৈবই হো'ক,
সৌরই হো'ক, গাণপত্যই হো'ক,
তান্ত্রিকই হো'ক, শিখই হো'ক,
জৈনই হো'ক, বৌদ্ধই হো'ক,
মুসলমানই হো'ক, খ্রীষ্টানই হো'ক,
আর, যা'ই কিছু হো'ক না কেন। ৩৭৬৬।
৩১।১০।১৯৫১, রাত্র ৯-৪৫

তুমি যেই হও না কেন,
সব সময়ই মনে রেখো,
মানুষের শাস্তা তুমি,
শাস্তা নওই,
শাসন যেখানে বিহিত প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে
তা'ও কিন্তু তা'দের সান্ত্বনা ও সম্বৃদ্ধির জন্যই,
আর, তা' হওয়া চাইই,
কারণ, অস্তিত্বের আবেগই হ'চ্ছে
সব বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে
স্বস্তিতে স্বতঃ হ'য়ে ওঠা;
তোমার সাত্ত্বিক নিয়মন
যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে,

স্বস্তিও ততই নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে—
একটা সৎসন্দীপনী শ্রেয়ার্থপরায়ণ অভিনন্দনায়। ৩৭৬৭।
৩১।১০।১৯৫১, রাত্রি ১০-৩৫

স্ব

যে ভাবে, যে রকমের ভিতর-দিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে
তোমার সুসঙ্গত, একানুধ্যায়ী,
সঙ্কিৎসু বোধিবীক্ষণায়
পরিধৃত হ'য়ে উঠেছে,
তা'ই কিন্তু স্ব'এর স্বরূপ,
তা' যেখানে যেমনতর ক'রেই হো'ক না কেন;
রূপ মানেই কিন্তু আকৃতি, ব্যক্তভাব। ৩৭৬৮।
১।১১।১৯৫১, সকাল ৭-৪৬

তোমার নিন্দা যদি কোন
সৎ-সন্দীপনা, সদনুপ্রেরণা
আপূরয়মাণ সৎ ব্যক্তিত্ব ও উদ্বর্দ্ধনাকে ব্যাহত ক'রে
নিজের প্রবঞ্চিত অনুপ্রেরণায়
অন্যকেও বঞ্চিত ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সৎ-সম্বর্দ্ধনী
কর্ম্মঠ জীবন-আনতি হ'তে,
অভ্যুদয়ী-অনুচর্য্যা হ'তে,—
তুমি তো অপরাধী নিশ্চয়ই,
আবার, অন্যকে অভ্যুদয়ের পথ হ'তে বিভ্রান্ত ক'রে
তা'র উন্নতিতে আঘাত হানার দরুন তুমি পাপী,
তুমি মানুষের শাস্তা নও,
অধঃপাতের অগ্রদূত;

অদূরেই চেয়ে দেখ—
নারকীয় দণ্ড
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ৩৭৬৯।
১।১১।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

তোমার অন্যের প্রতি সৎপ্রীতি বা সদ্ভাব দেখে
যা'র বা যা'দের মনঃপীড়া উপস্থিত হয়
বা হিংসার উদ্রেক হয়,
কিংবা তোমার বিহিত তাড়ন, পীড়ন বা ভর্ৎসনে
যা'রা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা'দের তোমার প্রতি যে ভালবাসা
তা' প্রত্যাশাপীড়িত,
তোমার ব্যক্তিত্বকে তা'রা ভালবাসে না,
তাই, তোমার অনুবর্ত্তী হ'তে পারে তা'রা কমই,
আবার, সেই অনুবর্ত্তনাও ভ্রমসঙ্কুল। ৩৭৭০।
১।১১।১৯৫১, বেলা ১০টা

দিয়ে বললে ভাল হয় সেখানে—
যেখানে দান মানুষকে
দান ও অনুকম্পায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু সে-বলা যদি
গর্ব্বেপ্সা ও হীনম্মন্যতা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, মানুষকে তা' বাধ্যতায় নিবদ্ধ ক'রতে চায়,—
তা' কিন্তু নারকীয়ই,
সেখানে বরং তোমার দক্ষিণ হস্তে দান
বাম হস্তে জানতে না পারে তাইই ভাল। ৩৭৭১।
১।১১।১৯৫১, দুপুর ১২-১৫

অযথা সন্দেহের অভিব্যক্তি অপরাধজনক—
বিশেষতঃ যেখানে সেই সন্দেহ
মানুষের সম্ভ্রমকে লাঞ্ছিত করে,
আর, সন্দেহসূচক তদন্ত ক'রতে হ'লেও
সম্ভ্রমাত্মক বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন—
এমন-কি, অপরিহার্য্য সন্দেহের ক্ষেত্রেও,
নয়তো, তা' অবিন্যস্ত ঘোলাটে বোধিরই লক্ষণ। ৩৭৭২।
২।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৪০

শাসন-সংস্থা, শাসক ও শান্তির দূত যা'রা
তা'দের প্রথম ও প্রধান গুণই হ'চ্ছে—
অচ্ছেদ্যভাবে শ্রেয়ার্থপরায়ণ হওয়া,
এই শ্রেয়ার্থ-যোগই মানুষকে
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে অনুপ্রাণিত ক'রে
দক্ষ, কুশলকৌশলী ক'রে তোলে—
একটা সন্ধিৎসু, বিচক্ষণ, ক্ষিপ্র বোধকুশলতায়,
ঐ দক্ষ চলনই উচ্ছল দীপনায় তা'দিগকে
গণপ্রীতিপরায়ণ, নিরাপত্তার অমোঘ প্রহরী
ও বান্ধব-পরিচর্য্যী ক'রে তোলে,
ভীতি-উদ্দীপক না হ'য়ে প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে তা'রা,
লোকনিয়ন্ত্রী হ'য়ে ওঠে তা'রা,
ঐ পরিচর্য্যা মানুষকে
তা'দের সংস্রব ও সান্নিধ্যের পরিভূতিতে
অসৎ-পরিহারী ক'রে তোলে,
তা'দের শাসন ও শাস্তি
মানুষকে শান্তির পুরশ্চরণে সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
একটা বান্ধবতাপূর্ণ

সৎ-অনুচর্য্যী যোগ্যতার অভিবাদনে ;
তাই বলি, শ্রেয়দীপ্ত কুশলকৌশলী হও,
দক্ষতায় দীপ্ত হ'য়ে তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসু ক্ষিপ্রকর্ম্মা হও,
নজর রেখো,
মানুষ অযথা নিপীড়িত না হয় যেন,
তোমার তৎপর চাতুর্য্যপূর্ণ কুশল চলন
তদন্তের যাদুতে
অসৎকর্ম্মাদিগকে যদি
নিরাময় ও নিরস্ত ক'রে তুলতে পারে—
সৎ-সন্দীপনী মুগ্ধ অনুপ্রেরণায়,
সেখানেই কিন্তু কৃতিত্ব ;

জঞ্জালাকীর্ণ বোধি নিয়ে
লোকহিত [illegible] করা
লোককে বিপন্ন করা ছাড়া আর [illegible] নয়কো,
তা' হিতের বিপরীত ফলই প্রসব ক'রে চলে ;
বুঝে চ'লো—
সত্তাকে যা' ধারণ করে তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম। ৩৭৭৩।
২।১১।১৯৫১, রাত্র ৭-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি—
তিনিই ঈশ্বরের বরণীয়,
তাঁ'র ঈশী-প্রভাব তাঁ'তেই প্রকটিত,
তিনি মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন—
পরাৎপর-নিবদ্ধ হ'য়ে,
অতীতে সুসঙ্গত হ'য়ে
তা'রই নবীন প্রকট স্ফুরণে
ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠু-স্ফুরণদীপী ক'রে চলবার বীজ

তাঁ'তেই নিহিত,
তাই, তিনিই ইষ্ট,
তিনিই আদর্শ,
তিনিই মানুষের জীবনশ্রেয়,
তিনিই স্বাভাবিক লোকনিয়ন্তা,
তিনিই প্রকট সত্য
প্রকট শিব,
সৌন্দর্য্যের সত্তাপোষণী প্রভা
তাঁ' হ'তেই স্ফুরিত হ'য়ে চ'লেছে ;
ঈশ্বরকে যদি উপলব্ধি ক'রতে চাও—
তাঁ'রই শরণ লও,
তাঁ'কেই ভালবাস,
জীবনকে কর্ম্মঠ তৎপরায়ণতায়
তদর্থেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল—
যোগ্যতার পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে,
তিনিই তোমার স্বভাব-স্বার্থ হ'য়ে উঠুন,
"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥",
নয়তো, তোমার জীবন বিচ্ছিন্ন ব্যাকুল হ'য়ে চলবেই
দীর্ণ ব্যাহতির ইন্ধনে ধুক্ষিত হ'য়ে,—
তা' তুমি যত বড়ই হও,
আর যত ছোটই হও না কেন। ৩৭৭৪।

৩।১১।১৯৫১, সকাল ৭-৫৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত ঈশী-প্রবুদ্ধ মহামানব যাঁ'রা,
তাঁ'রা তাঁ'দের বৈশিষ্ট্যে নিবিষ্ট থেকেও

অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক
অতি সাধারণ মূঢ় ব্যক্তির মত—
ঐ ঈশ্বরেরই বীজ-প্রভা বহন ক'রেও ;
সুনিষ্ঠ একানুধ্যায়িতাই বিশেষত্ব তাঁ'দের,
প্রকৃতির প্রদীপ্ত বীক্ষণেই বোধিতৎপর তাঁ'রা—
একত্বানুধ্যায়ী সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-তৎপর
সুসঙ্গত সমন্বয়ী সার্থকতা-দীপ্ত,
তাই, তাঁ'রা বোধি-সঙ্কুল
শুভসুন্দর, সত্তাপোষণী
বালপ্রভ সহজ ও সরল। ৩৭৭৫।
৩।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

জীবন-যাপনের পক্ষে
প্রাত্যহিক ও প্রায়শঃ প্রয়োজনীয় যা',
যা'ই কর, আর তা'ই কর,—
সেইগুলির প্রস্তুত-প্রণালীকে
আগে এস্তামাল ক'রে ফেল—সপরিজন,
যা'তে তা'র জন্য
অন্যের মুখাপেক্ষী না হ'তে হয় প্রায়শঃ,
তা'রপরে আর যা' করবার তা' কর,
এর অভাবে মানুষকে অনেক অসুবিধায় প'ড়তে হয়,
আর, অন্যায্যভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী হ'তে হয়,
যা'র ফলে, জীবন-চলনা ব্যাহতই হয় অনেক ক্ষেত্রে,
আর, দুঃখ ও ক্ষোভের উৎপত্তি হয়। ৩৭৭৬।
৩।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

মেয়েদের শ্রেয়ার্থপরায়ণা
শ্রেয়ানুগ গৃহকর্ত্রী ক'রে রেখো,
যা'তে তা'রা সেই শিক্ষায় সুদক্ষ ও সুপুষ্ট হ'য়ে ওঠে—
সে-বিষয়ে প্রভূত তৎপর থেকো,
আর, সেই শিক্ষার সুসঙ্গত পরিপোষণী যে-সমস্ত শিক্ষা
তা'তেই সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে
বিহিত ক্ষেত্র-ব্যতিরেকে ;
গৃহস্থালীর পূরণ, পোষণ ও পালনে
যোগ্যতাসম্পন্ন অটুট কর্ম্মিষ্ঠা ক'রে তোল ;
গৃহস্থালীর নিরাপত্তায়
অসৎনিরোধী কুশলকৌশল-পরায়ণা ক'রে
সংসারের সুনিয়ন্ত্রী ক'রে তোল তা'দিগকে,
সাংসারিক কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
আয়, ব্যয় ও অর্থনীতিতে
নিয়মন-দক্ষ ক'রে তোল,
তা'দিগকে চাকুরীজীবী ক'রে
জাতির পরকালের মাথা খেও না,
সর্ব্বনাশের আগুনে
নিজেদের স্ফুলিঙ্গ করবার প্রলোভন
ত্যাগ কর। ৩৭৭৭।
৩।১১।১৯৫১, বেলা ১১-৫০

ভারতের, শুধু ভারতের কেন, ভর-দুনিয়ার
আপূরয়মাণ মহান ঋষিমানব চাণক্যের
কৌটিল্য, শাসন, দণ্ড ও অর্থনীতিকে
দেশ-কাল-উপযোগী সুসংস্কৃত ও সুসঙ্গত ক'রে

ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, উদ্ধব, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য,
শ্রীকৃষ্ণ, ঈশা, রসুল ইত্যাদি ঋষি ও পুরুষোত্তম,
যাঁ'রা ভাগবত-নীতিদ্রষ্টা,
তাঁ'দের বাণীর সহিত অন্বিত ক'রে
সত্তাপোষণী ভাবগত তাৎপর্য্যে সুবিন্যাসে
বিহিতভাবে রাষ্ট্র, সমাজ ও সম্প্রদায়ের
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নিয়ন্ত্রণী বিধান ক'রে নিও ;
ঐ প্রাচীনের সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
বর্ত্তমানকে পরিস্ফুরিত ক'রে
ভবিষ্যতের দিকে প্রদীপ্ত পদক্ষেপে যদি চ'লতে থাক,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমরা,
ব্যর্থতার হানাদারী হ'তে ঢের রেহাই পাবে। ৩৭৭৮।
৩।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

মনে রেখো, তোমার জীবনে
অছুঁত ব'লে কেউ নেই বা কিছু নেই,
সত্তাসংঘাতী, সদাচারবিহীন
গর্হিত যা' বা যে
বিহিত প্রতিষেধী আচারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তা'কেও ছুঁতে পার,
যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারও ক'রতে পার—
সত্তাপোষণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ;
মানুষের মধ্যে যা'রা গর্হিতকর্ম্মা,
যা'রা সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে,—
তা'রা যদি সদাচার ও সুকর্ম্মশীল হ'য়ে
বংশপরম্পরায় অন্ততঃ তিন পুরুষ অতিক্রম করে—
নিজেদের স্বতঃ-নিষ্ঠায় অভ্যস্ত ক'রে,—

চতুর্থ পুরুষের গোড়া থেকেই
তা'দিগকে সামাজিক আওতায় নিয়ে
সত্তাপোষণী বিহিত অবস্থায়
ও সমাজ কলুষিত না হয় এমনতর বিহিতভাবে
ব্যবহার ক'রতে পার—
প্রতিলোম-সংশ্রব এড়িয়ে,
তা'তে তোমাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি
বিপদগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে না,
তা'রাও উন্নতিপন্থী হ'য়ে উঠবে ;
অবশ্য সব সময়ই
শ্রেয়ানুগ নিষ্ঠা ও সদাচার-পরায়ণতায়
নিজেকে সশ্রদ্ধ ও দৃঢ় রেখো। ৩৭৭৯।
৩।১১।১৯৫১, রাত্র ৭টা

তুমি যদি রাষ্ট্রনায়ক হও,
সবৈশিষ্ট্য ব্যষ্টি-সহ রাষ্ট্রের প্রয়োজন-আপূরণে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি সমূহভাবে প্রস্তুত না হ'চ্ছ ;—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তা'দের প্রয়োজনীয় যা'-কিছু সরঞ্জাম
দুনিয়ার যে-কোন রাষ্ট্র হ'তে আমদানী ক'রতে
এতটুকুও ভুলে যেও না—
ঐ ব্যষ্টিগত প্রয়োজনকে স্মরণে রেখে—
সমষ্টিকে নিয়ে ;
ঔদাসীন্য বা অন্যতৎপরতা-নিবন্ধন
ঐ সরঞ্জাম আমদানী হ'তে
তোমার দক্ষকুশল কর্ম্মঠ বিচক্ষণ দৃষ্টি
যেন কিছুতেই বিচলিত না হয় ;

বিহিত কোন-কিছুর অভাবে
কেউ যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় বা জীবন হারায়—
সে-পাপের ভাগী কিন্তু তুমি,
কারণ, ঐ গণ-অনুরোধেই
তুমি তা'দের নায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছ—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন,
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি—
তা'দের সশ্রদ্ধ বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ;
অন্যের কাছ থেকে যেমন নেবে,
আবার তোমার যা' আছে
সম্ভব হ'লে তা'ও অন্য রাষ্ট্রকে দিতে
কসুর ক'রো না। ৩৭৮০ ।
৪।১১।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

বিপত্তির ভিতর-দিয়ে
সঙ্গত তৎপরতায়
যোগ্যতার কুশল তাৎপর্য্যে
বজায় থাকবার যে-আবেগ,
তা'ই-ই মানুষের বোধি-বিজ্ঞতার নিয়ামক। ৩৭৮১ ।
৪।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

রজো-বীজের অন্তর্নিহিত জনির
প্রবণতানুপাতিক
জাতকের কোন-কোন গুণ
প্রদ্দীপ্ত বা অপস্ময়মাণ হ'য়ে থাকে। ৩৭৮২ ।
৪।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

তুমি যাঁ'কে উপলক্ষ্য ক'রে আছ—
সশ্রদ্ধ সাত্ত্বিক নিবদ্ধতায়,
বা যাঁ'র আশ্রয়ে প্রতিপালিত হ'চ্ছ
তাঁ'র শ্রেয় চলনকে ব্যাহত করে—
অর্থাৎ আপদ, অপবাদ, অপ্রতিষ্ঠা,
অপচয় বা শত্রুতার সৃষ্টি হয়,
এমনতর কোন কথা বা কর্ম্মের
আমদানী ক'রতে যেও না ;
তুমি তাঁ'তে অন্তরাসীই হও,
আর কপট-প্রীতিপরায়ণই হও,
তাঁ'র ক্ষতি তোমাকে রেহাই দেবে না,
বা সেই ক্ষতির পূরণ
তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হ'তে পারে ;
অমনতর কথা ও কর্ম্মের অবতারণা করা
বা যেখানে তা'র আমদানী হ'চ্ছে,
তা' নিরোধ না-করা হিতঘ্নিতারই লক্ষণ,
যা'র আচরণ তোমাকে অজান আকর্ষণে
জাহান্নমের পথে
নির্ঘাত পরিচালিত ক'রবেই কি ক'রবে। ৩৭৮৩।
৪।১১।১৯৫১, রাত্র ৯-৫

যা'কে দিয়ে তুমি প্রতিপালিত—
ভরণ-পোষণ চালাচ্ছ,
প্রীতিপ্রাণ সন্ধিৎসা নিয়ে
তা'র বা তা'দের উপচয়ী সৎ-বর্দ্ধনা হ'তে
কিছুতেই নিরস্ত হবে না,
কারণ, সে বা তা'রাই তোমার জীবন-চলনার সম্পদ,

তা'র বা তা'দের সম্পদেই তুমি সম্বৃদ্ধ,
ওতে তাচ্ছিল্য করা মানে
নিজেকেই তুমি ঠকাচ্ছ,
বিপন্ন হওয়ার ব্যাকুল আহ্বানেই
তুমি বাতুল ব্যতিক্রমগ্রস্ত হ'য়ে উঠেছ;
ওর চাইতে আত্মঘাতী মূর্খতা
দেখতে পাওয়া যায় বড়ই কম,
তা'র বা তা'দের উপচয়কে অবজ্ঞা ক'রে
নিজের অপকর্ম্মকে উদ্ধত ক'রে তুলো না। ৩৭৮৪।
৫।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

কোল, ভীল, সাঁওতাল,
এমন-কি, অরণ্য বা পর্ব্বত-নিবাসী যা'রা,
তা'রাও যদি আর্য্যীকৃত হয়,
পঞ্চবর্হিকে বিহিতভাবে প্রতিপালন ক'রে
শুচি ও সদাচার-সম্পন্ন হয়—
বংশানুক্রমিকতায়
সংস্কৃতিতপা হ'য়ে,
এবং তা'রা যদি অমনতর সংস্কৃতি-সম্পন্ন
কোন পরিবারের সংস্পর্শে থাকে
বা তা'দের সহিত বান্ধব অনুচর্য্যাসূত্রে নিবদ্ধ হয়,
বিহিত ক্ষেত্রে অনুলোমক্রমে তা'দের কন্যাগণও
আর্য্যদের বিবাহযোগ্যা,
অবশ্য নজর রাখতে হবে—
বর্ণদূরত্ব যথাসম্ভব
একান্তর পর্য্যায়কে অতিক্রম না করে;
ঐ ঐ পরিবারের পক্ষে

ক্ষেত্র-বিশেষে
বিশেষতঃ আপৎকালে
তা'দের অন্নপানীয় গ্রহণ দূষ্য নহে—
সেই সেই পরিবারের সহিত তা'দের
অচ্যুতনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ তৎপর
আত্মনিবেদনমুখর সদ্ভাব যদি থাকে,—
বিশেষতঃ তা'রা যদি
অশ্রেয় পান ও ভোজন বর্জ্জন করে ;
ওরাই শুচীকৃত শূদ্র,
প্রাচীন যুগেও অনেক বিশিষ্ট মহৎ
এদের কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ করেছেন। ৩৭৮৫ ।
৫।১১।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

বর্ণাশ্রম বিহিতভাবে অনুসৃত যেখানে হয়নি,
পৃথিবীর ভিতর এমনতর যা'রা আছে,
তা'দের কা'রও কন্যার
কুলসংস্কৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য
যদি বর্ণাশ্রমভুক্ত কোন বর বা পুরুষের
কুলসংস্কৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অনুপোষক হয়,
বিহিত পরিশুদ্ধিতে ঐ তা'দিগকে
পঞ্চবর্হির অনুশ্রয়ী ক'রে
আর্য্য-পুরশ্চরণে
অনুলোমক্রমে গ্রহণ করা যেতে পারে—
ঐ আর্য্য-সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ক'রে ;
এবং বিহিতভাবে সদাচারশুদ্ধ হওতঃ
তপঃপ্রবণ পরিক্রুতিতে সংশুদ্ধ হ'লে

তা'দের অন্নপানীয়ও
তেমনতর দোষাবহ নয়কো। ৩৭৮৬।
৫।১১।১৯৫১, রাত্রি ৮-৪৫

সংস্কৃতি বা কৃষ্টিতপে
যে-পরিবার যেমনতর সুষ্ঠু—
পুরুষপরম্পরায়,
রজো বা বীর্য্যে তা'রা তত শিষ্ট বা উৎকৃষ্ট,
অভ্যস্ত গুণাবলী সন্তানুসৃ্যত হ'য়ে
স্বভাবে তেমনি ফুটন্ত সেখানে,
কারণ, উৎকর্ষী তপ-অনুচর্য্যাই
বিধানকে আত্মিক সম্পদে উন্নত ক'রে থাকে। ৩৭৮৭।
৬।১১।১৯৫১, সকাল ৮টা

সুকেন্দ্রিক ও সুসংস্কৃত জনন,
শ্রেয়নিষ্ঠ, সৎ-সন্দীপী কর্ম্মঠ জীবন,
সত্তাসংরক্ষী সদাচার পালন,
অবৈধ-উত্তেজনা-বিহীন পোষণপাচ্য পান ও ভোজন,
ভিজা পায়ে আহার্য্য গ্রহণ,
শুক্নো পায়ে নিদ্রাগমন,
সত্তানুপোষী বৈশিষ্ট্যপালী
বৈধী বিশুদ্ধ যৌন-সংশ্রব,
বাহ্যিক ও মানসিক ব্যভিচার ও ব্যতিক্রম হ'তে
আত্মরক্ষণ,
এই সবগুলিরই সমন্বয় দীর্ঘায়ুপালী। ৩৭৮৮।
৬।১১।১৯৫১, বেলা ১১-১০

বৈধী নীতি যা'ই থাক—
বিচক্ষণ বিবেচনার অভাব বহুতই ঘ'টতে পারে,
তাই, অন্ততঃ পানভোজনের ব্যাপারে
সুবিধিকে অনুসরণ ক'রে
নিজের নেহাৎ জানা,
বা এমনতর জানা
যা'তে সত্তাসংঘাতী সংক্রমণের কোনপ্রকার আশঙ্কা নাই—
এমতর রকমের না হ'লে
নিজ পরিচর্য্যায় প্রস্তুত
অন্নপান-ভোজনাদি ব্যবহার করাই
সব দিক দিয়ে শ্রেয়,
তা'তে বাহ্যিক সদাচারের দিক দিয়ে
অনেকখানি বাঁচোয়া হ'তে পারে,
যা'ই কর, আর তা'ই কর, বুঝে চ'লো। ৩৭৮৯।
৬।১১।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০

এমন উপপত্তি, মতবাদ বা কর্ম্মের
সৃষ্টি বা অবতারণা ক'রতে যেও না,
বা তা' নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে যেও না,
যা'র ফলে, ইষ্টার্থ-চলন ব্যাহত হ'য়ে ওঠে
বা অবান্তর উপপথে বিভ্রান্ত হ'য়ে চলে ;
তোমার উপপত্তি, মতবাদ বা কর্ম্মানুপ্রেরণা
যা'-কিছুই থাক্ না কেন,
সবই যেন সরাসরিভাবে
ঐ ইষ্টার্থকেই প্রতিষ্ঠা ক'রে তোলে সব দিক দিয়ে,—
আরোতর প্রবুদ্ধ নিয়মনে

ক্ষিপ্র সম্বেগে,
আর, এই হ'চ্ছে তোমার শ্রেয়কৃতিত্ব লাভের
একমাত্র সুষ্ঠু শুভ পন্থা;
নতুবা, ঘাড় বেড় দিয়ে নাকে হাত দেওয়ার সম্ভাবনাই
বেশী। ৩৭৯০।
৬।১১।১৯৫১, রাত্রি ৮টা

দুর্বিনীত অব্যবস্থ-চিত্ত যা'রা
তা'দের অনুগ্রহও ভীতিপ্রদ,
সংশ্রবহীন সৌজন্যই
এড়িয়ে যাওয়ার সুরাহা সেখানে। ৩৭৯১।
৭।১১।১৯৫১, বেলা ১১-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমেরই আবির্ভাব হো'ক,
বা তদনুশ্রয়ী লোকপাবক মহাপুরুষ বা নেতাই আসুন,
তাঁ'দের নৈকট্য-সংশ্লিষ্ট গণবেষ্টনী
যত ও যেমনতর দৃঢ়, অচ্যুত অনুরাগ-নিবদ্ধ, কর্ম্মঠ
কৃতী, চরিত্রবান, পরাক্রমশালী
ও সদনুসৃত আচার-পরায়ণ,
ঐ সৎ-অভিযানকে কৃতি-সন্দীপ্ত ক'রে তোলবার
সময় ও সীমা তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে;
হয়তো, তা'রা অল্পদিনেই মহাপ্রভা বিকীর্ণ ক'রে
লোকজীবনকে একনিষ্ঠ একতানিবদ্ধ ক'রে
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে—
সত্তাপোষণী আত্মিক অভিদীপনায়;
আবার, হয়তো ঐ তা'দেরই চলন

এমনতর মন্থরগতি অবলম্বন ক'রতে পারে,
যা'র ফলে, ঐ মহানদের আদর্শ ও নীতিবিধির বিস্তার
বহু সময়সাপেক্ষ হ'য়ে উঠতে পারে। ৩৭৯২।
৭।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার প্রার্থনাই বল,
আর আত্মনিবেদনই বল,
তা' যতই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ঈশ্বর-উদ্দীপনে
কর্ম্মঠ সম্বেগে
সুসঙ্গত ও সুব্যবস্থ অনুবেদনায়
তদনুগ নিয়মনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরও তা' তেমনতরভাবেই মঞ্জুর করবেন—
বৈধী অনুকম্পায়। ৩৭৯৩।
৯।১১।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তা' কিন্তু সব কর্ম্মে, সব ভাবে,
উদ্দেশ্যে অটুট হ'য়ে থাক,—
তা' যেন সত্য, শুভ ও সুন্দর হয়,
ঐ উদ্দেশ্যকে মূর্ত্ত ক'রতে
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
হৃদয়গ্রাহী অনুবেদনায় তা' ক'রো—
উপকরণের সুব্যবস্থ সমন্বয়ে
সংহতির সলীল সম্বেগে,—

যা'তে নিষ্পন্নতার শুভ আশীর্ব্বাদ পেতে পার ;
এমনি ক'রেই কৃতিত্বকে অর্জ্জন কর,
ঐ কৃতিত্বকে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
ইষ্টার্থে অর্ঘ্য-নিবেদন কর,
আর, স্বস্তি, শান্তি ও স্বধায়
সুদীপ্ত হ'য়ে চল। ৩৭৯৪।
৯।১১।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

আমি অনেকবার বলেছি,
আবার বলছি—শোন,
তোমার যা'-কিছু কর্ম্ম, ভাবনা ও প্রয়োজন
সব তা'র ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ-প্রচেষ্ট হ'তে
এতটুকু গাফিলতি ক'রো না,
সমস্ত চলনকেই
শুভানুধ্যায়ী উপচয়ী ইষ্টার্থমণ্ডিত ক'রে তোল,
আর, তোমার শ্রদ্ধা ও স্নেহভাজন যা'রা—
তুমি যে-অবস্থায়ই থাক না কেন,
তা'তে যা' সম্ভব হয়,
তেমনতরভাবেই
তা'দের তৃপ্তিজনক কিছু-না-কিছু দিওই—
বাক্যে, কর্ম্মে ও বাস্তব উপঢৌকনে ;
ঐ দেওয়াটা যেন প্রত্যাশাপীড়িত না হয়,
এর ফলে, তোমার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা
পুষ্টিপ্রসাদে একটা সুহৃদ্-সংহতি সৃষ্টি ক'রে
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনার পথে
ক্রমশঃই এগিয়ে যাবে,

তোমার অবস্থাও সঙ্গে-সঙ্গে
উন্নতির দিকেই এগুতে থাকবে। ৩৭৯৫।
৯।১১।১৯৫১, রাত্রি ৮-৪৫

কৃষ্টি যেখানে কেন্দ্রচ্যুত, অবগুণ্ঠিত,
উপস্থিত-বুদ্ধিও সেখানে
কৃতিত্বহারা, অকুশল। ৩৭৯৬।
৯।১১।১৯৫১, রাত্রি ৮-৫৫

নিঃস্পৃহ শৈথিল্যই কিন্তু শান্তি নয়কো,
বরং শ্রেয়ার্থপ্রদীপ্ত, একানুধ্যায়ী, বহুদর্শী
সুসঙ্গত যোগ্যতার অভ্যুদয়ী অভিদীপনা,
যা' সত্তাপোষণী বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে চলে—
কর্ম্মঠ কৃতী দীপনায়
আত্মপ্রসাদকে আমন্ত্রণ ক'রে,—
শান্তি সেখানেই। ৩৭৯৭।
১০।১১।১৯৫১, সকাল ৮-২৫

শ্রেয়সন্দীপ্ত একানুধ্যায়ী সুসঙ্গত সম্বেদনায়
যোগ্যতার পরাবর্ত্তনী, সংহতিমুখর
অভ্যুদয়ী চলনই আর্য্যত্ব। ৩৭৯৮।
১০।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৪২

সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ বহুদর্শিতার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
একসূত্র-সার্থকতায় বোধিমর্ম্মকে উদ্ভিন্ন ক'রে

যে চেতন অভিদীপনায় সংস্থ হ'য়ে ওঠা যায়,
তা'ই-ই কৈবল্য। ৩৭৯৯।
১০।১১।১৯৫১, সকাল ৯-১০

উৎসারণী একানুধ্যায়িতায়
যে বৈশিষ্ট্যানুগ সংস্কৃতি বহন ক'রে
জীবের বীজ-অন্তর্গত জনি বিন্যস্ত হ'য়ে
তদনুগ রজে সম্মিলিত হওতঃ
যে বিশেষ জৈবী-সংস্থিতির
অবতারণা হ'য়ে থাকে,
তা'ই-ই হ'চ্ছে জাতির বিশেষত্ব;
ঐ জাতীয় বিশেষত্বগুলির
গুচ্ছীকৃত সমাবেশই হ'চ্ছে বর্ণ,—
যা' উৎকৃষ্টই হো'ক
বা নিকৃষ্টই হো'ক—
ঐ বৈশিষ্ট্যানুগ গুণ ও কর্ম্মে অভিদীপ্ত হ'য়ে
বিশেষ রকম পরিগ্রহ ক'রে
জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে। ৩৮০০।
১০।১১।১৯৫১, বেলা ১১-৫

কা'রও বৈশিষ্ট্যপালী প্রকৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'র সত্তাপোষণী হওয়াই যা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
অনুধ্যায়ী সমঞ্জসা নিয়ন্ত্রণে
অচ্যুত উপচয়ী অনুবর্ত্তনে,
সে কিন্তু ঐ তা'রই
অনুপোষণী ও অনুপূরণী। ৩৮০১।
১০।১১।১৯৫১, রাত্রি ৭-৪৫

তুমি যদি তোমার বৈশিষ্ট্যপালী
কোন আপূরক ও আপালক শ্রেয়-জনে
স্বার্থান্বিত না থাক—
সশ্রদ্ধ বাস্তব পরিপরিচর্য্যায়,
অন্যে তোমাতে অস্তরাসী হ'য়ে
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে,—
এমনতর হওয়া দুষ্করই প্রায়শঃ ;
তোমার আপূরক যিনি, আপালয়িতা যিনি,
তাঁ'র অর্থ বা সম্পদকে স্বার্থ ক'রে না নিয়ে
তাঁ'র জীবন ও সুস্থিকেই স্বার্থ ক'রে নাও—
যদি ভাল চাও,
ঐ মানুষটাই যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেন ;
তোমার মুখ্যতঃ কিছু করবার থাক্ বা না থাক্—
আপ্রাণ সন্ধিৎসা নিয়ে
তাঁ'র যা'তে উপচয় হয়,
চিত্ত-বিনোদন হয়,
তিনি যা'তে উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন,—
বাক্যে, কর্ম্মে বা কোনপ্রকার বাস্তব উপঢৌকনে
এতটুকুও অন্ততঃ করবেই কি করবে,
তা'তে তুমি অন্তরে ও বাহিরে
অনেকখানি সোয়াস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, লাখ মাথা খোঁড় না কেন
আর কাঠ-ফাটানো আন্দোলনই কর না কেন,
তোমার স্বার্থ যে তিমিরে ছিল—
ক্রমশঃই আরোতর ঘন-তিমিরাচ্ছন্ন
হ'য়ে উঠতে থাকবে,
না ক'রে ফাঁকিবাজী চলনায়

কেউ উপচয়ী হ'য়ে উঠতে পারে—
এমনতর লোক কমই দেখতে পাওয়া যায়। ৩৮০২।
১০।১১।১৯৫১, রাত্রি ৯-৫

দেশ-কাল ও পাত্রানুপাতিক ধর্ম্মনীতি—
যা' সত্তাকে ধৃতিমুখর ক'রে রাখে,
পরিস্থিতি ও পরিবেশের দিকে নজর রেখে,
বিশেষ ক্ষেত্রে তা'কে কতখানি
শক্ত বা শ্লথ করা উচিত,
বিবেচনা ক'রেই তা' ক'রো,
তা' যেন ঐ বিশেষ ক্ষেত্রের পরিপোষণী
শুভ-নিয়ন্ত্রণী মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়;
ধীইয়ে, বেশ ক'রে ভেবে
যা'তে শুভদা হয়
এমনতরভাবেই ঐ নীতির নিয়োগ ক'রো;
তোমার কৃতিত্ব সেখানেই। ৩৮০৩।
১০।১১।১৯৫১, রাত্রি ১০টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-শ্রেয়ানুচর্য্যী
স্বামী-স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তদনুবর্ত্তিনী হওয়াই
স্ত্রীলোকের পুণ্য-সার্থকতা,
অর্থ, সম্পদ, ব্যসন, ভূষণ ইত্যাদির প্রলোভনমুগ্ধ হ'য়ে
তাঁ'র সাধ্যমত অবদানকে
শ্লেষ-সম্বোধনে তাচ্ছিল্য ও অনুযোগ ক'রে
তাঁ'র অন্তঃকরণকে বেদনাপ্লুত ক'রে তোলা
পাপ ও পাতিত্যজনকই,

বাক্যে, কর্ম্মে, মন্ত্রণায় অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
সুখ-সন্দীপনায় তাঁ'কে উল্লসিত রাখাই
পাতিব্রত্যের মূল ভূমি,
তাঁ'র সত্তাস্বার্থই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
জীবনের ভূষণ ক'রে নিয়ে
নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
সার্থক অন্বয়ে
তৎসত্তাপোষণী ও তদনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে তোলাই
বিবাহিতা নারীর পুণ্য তপ,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
একানুধ্যায়িতায় নিজ সত্তা-জ্ঞানে
তাঁ'র অনুবর্ত্তন না করা
নিজের পক্ষে তো ক্ষতিজনকই,
সন্তান-সন্ততির পক্ষেও তা' বিষাক্ত প্রস্রবণ,
সন্তান-সন্ততির সর্ব্বনাশা অনুপ্রয়োগই ঐ,
এমন-কি, সন্তান-স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রেও
স্বামী-স্বার্থ-সম্পোষণই শ্রেষ্ঠ করণীয়,
কারণ, সন্তানের স্বার্থও
মুখ্যতঃ স্বামী-স্বার্থের উপরই নির্ভর করে,
তা' ছাড়া, নিজের বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মঠ অনুচর্য্যা
পরিবার, পরিজনের প্রতি
যেমন অপ্রীতিকর হ'য়ে ওঠে—
সন্তান-সন্ততিও তা'দের কাছে তেমনি
অপ্রীতিকর হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
প্রীতি-অনুচর্য্যাই প্রীতির আমন্ত্রক ;

স্বামী যদি কিছু দেন বা না দেন,
তা'তে বিরক্তি বা বিষাদ প্রকাশ করা উচিত নয়কো,
এতে পাতিব্রত্য ভঙ্গ হয় নির্ঘাত কিন্তু,
তমসার গাঢ় আচ্ছন্নতা তা'কে বিদ্রূপ করতে থাকে—
দাম্ভিক প্রবৃত্তির কুটদন্তী মুখব্যাদানে,
তাই, তিনি তৃপ্তিসহকারে যা' দিয়ে সুখী হন—
তা'তেই উৎফুল্ল হওয়া সমীচীন;

গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় উপকরণ-সংগ্রহ
ও আয়-ব্যয় ও ব্যবস্থিতির
প্রয়োজনানুপাতিক পরিবেষণকে
কখনও অবহেলা ক'রতে নেই;
স্বামীর দুঃখকষ্টের অংশীদার হ'য়ে
তাঁ'র হৃদয়ের বেদনা লাঘব করাই হ'চ্ছে
মানসিক অনুচর্য্যা,

আপদে, বিপদে, বিড়ম্বনায়, অপবাদে
সুমন্ত্রণায়, কুশলকৌশলী দক্ষ তাৎপর্য্যে
তাঁ'র সমর্থক ও দুর্ভেদ্য রক্ষাপ্রাচীর হ'য়ে
নিজেকে দৃপ্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে নারী-বিক্রম,
তাঁ'র রক্ষণাবেক্ষণ, পূরণপোষণ
ইত্যাদি সব যা'-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
তাঁ'কে স্বস্তিতে উদ্দীপ্ত ক'রে বহন করাই
বিবাহিতা নারীর স্ত্রীধর্ম্ম;
তাই বলি, নারি! তুমি এই পুণ্য নীতি হ'তে
কখনও বিচ্যুত হ'য়ো না,
এ'কে উপেক্ষা ক'রে আত্মঘাতী হ'তে যেও না,
সন্তানঘাতী হ'তে যেও না,
আবার, ঐ আদর্শকে পরিবেষণ ক'রে

লোকঘাতীও হ'তে যেও না ;
পতিই তোমার জীবনব্রত হউন,
শ্রেয়ানুগ অনুচর্য্যায়
তাঁকে সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
শীল ও সম্পদ নন্দিত অভ্যর্থনায়
তোমাকে অভিবাদন ক'রবে। ৩৮০৪।
১১।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৫

আগে বাঁচার পন্থা কী,
বাড়ার পন্থা কী,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের 'পর দাঁড়িয়ে
বিগত বহুদর্শিতাগুলিকে
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী পরিবেক্ষণে অন্বিত ক'রে
তা'কে বর্ত্তমানে সত্তাসম্পোষণে ফুটন্ত ক'রে তুলে
বিধায়িত ক'রে তোল ভবিষ্যতের দিকে,
তোমার নীতি ও চলন
তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
বাস্তবতাকে বজায় রেখে,
ঐ বিধায়নী বোধিসঙ্গতিই হ'চ্ছে সত্য ;
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
যতই ভাববিলাসী প্রবৃত্তি-পরিখায়
বিবেকবিচারণাতৎপর হ'য়ে চ'লবে,
ততই ইহকাল, পরকাল জাহান্নমে
সমাধি লাভ ক'রবে—
তা' কিন্তু বেশ বুঝে রেখো ;
ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ। ৩৮০৫।
১১।১১।১৯৫১, রাত্রি ৯-১৫

যে-সব স্ত্রীদিগের মন ও প্রবৃত্তি বহুপুরুষমুখী—
তা'রাই অপকৃষ্ট-প্রকৃতিসম্পন্ন সন্তানের
আমদানী করে,
কারণ, সুসঙ্গত সার্থক বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তা'দের মন ও প্রবৃত্তি
একানুধ্যায়ী শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে না,
ফলে, সন্তানের মধ্যেও তা' সংক্রামিত হয়—
প্রভবশীলতায় ;

আবার, এমনও দেখা যায়—
সদ্বংশজাত অসচ্চরিত্র পুরুষের পতিব্রতা স্ত্রী
সুসন্তানেরই জননী হ'য়ে ওঠেন। ৩৮০৬।

১১।১১।১৯৫১, রাত্র ৯-৫০

স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা,
অননুচর্য্যা, অবজ্ঞা বা উপেক্ষা,
গুরুজন বা স্নেহাস্পদ যা'রা
তা'দের প্রতি ক্রূর দৃষ্টি,
প্রলোভনপ্রবল স্বার্থসন্ধিক্ষু ভোগলিপ্সা,
নিন্দুক প্রকৃতি,
নিন্দার্হ যা' তা'কে নিরোধ না করা,
এবং প্রশংসার্হ যা' তা'কে উৎসাহান্বিত না করা,
ঘরের কথা বাইরে ছিটিয়ে দেওয়া,
অপ্রিয়বাদিতা,
অন্যকে দোষারোপ ক'রে আত্মসমর্থনস্পৃহা ইত্যাদি
অনাস্থিরই প্রিয় আমন্ত্রক—

তা' নিজেরই হো'ক
বা সন্তান-সন্ততিরই হো'ক। ৩৮০৭।
১২।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৩৫

যে অতুষ্টিকেই আহরণ ক'রে চলে,
নিজের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তৃপ্ত থাকতে জানে না,
অতিষ্ঠ চলনেই তা'র জীবন চ'লে থাকে। ৩৮০৮।
১২।১১।১৯৫১, বেলা ১১টা

তোমার ইষ্টার্থপোষণী নিবন্ধগুলির মধ্যে
যা' যখন মুখ্য,
যেটার দীপন অভিব্যক্তি মানুষের অন্তরকে
উদ্দাম ক'রে তোলে—
অন্যান্য নিবন্ধগুলির সুসঙ্গতি নিয়ে,
যা'র অনুচর্য্যায় সেগুলি
আপনা হ'তেই স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে,—
তা'কেই সম্বেগদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রত্যেকের অন্তরে তা'কেই উদ্দাম ক'রে তোল,
তা'র ফলে, অপচয়ী বা অপলাপী যা'
সেগুলি সহজেই নিরাকৃত হ'য়ে উঠবে ;
মানুষের কুৎসিত তৃষ্ণা,
বা স্বার্থসন্ধিক্ষুতার শোষণ-লিপ্সা
শ্লথ ও তুচ্ছ হ'য়ে উঠবে আপনা-আপনি
বা অল্প চেষ্টাতেই,
অপলাপী যা' তা'কে নিরাকৃত ক'রতে হ'লে

ঐ মুখ্য ইষ্টার্থ-পরিচারণাই
যেন তোমার প্রথম অভিযান হয়। ৩৮০৯।
১২।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৩৫

যে-বিবাহ বৈধী নয়কো,
স্বাভাবিক বৃদ্ধিদ নয়কো,
অর্থাৎ উপযুক্তভাবে বৈধী-সঙ্গতিতে
সবর্ণ বা অনুলোম-সম্বন্ধী নয়কো,
তা' প্রাকৃতিক বিভূতিসম্পন্ন নয়,
আর, সেজন্যই তা' প্রকৃতির অভিশাপ—
পাপের তা'। ৩৮১০।
১৩।১১।১৯৫১, বিকাল ৪টা

নারী পুরুষকে যে ভাবে
প্রেরণাদীপ্ত ও অনুরঞ্জিত করে
কৌলিক সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির
অনুপোষণী উদ্দীপনায়,—
সন্তানও তৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, কামানুপ্রেরণা হ'তেই
পুরুষের পুংবীজ
সক্রিয় প্রভবান্বিত হ'য়ে থাকে। ৩৮১১।
১৩।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫০

উর্জ্জী সম্বেগে ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
স্মরণে সম্বুদ্ধ থেকে,
আর, ঐই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক সর্ব্বতোভাবে,
শক্তি আপনিই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—

সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে.
আর, এর যতটুকু খাঁকতি—
ঘাটতিও হবে তেমনতর। ৩৮১২।
১৩।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টার্থদীপনায়
অচ্যুত নিরন্তরতা নিয়ে
পুরুষানুক্রমে আদর্শ, ধর্ম্ম ও
সত্তাপোষণী-গবেষণা-সম্বেগী-কৃষ্টি-গৌরববাহী যা'রা—
বাস্তব অনুচর্য্যায়,—
আর্য্য তা'রাই ;
ঐ গৌরব-অনুচর্য্যী ব'লে
গৌরবান্বিত দেবজাতি ব'লেই
তা'রা একদিন আখ্যায়িত হ'য়েছে,
আর, হিন্দু কথার অভ্যুত্থানই তা' থেকেই। ৩৮১৩।
১৫।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৫

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে
তোমার অচ্যুত কর্ম্মঠ অনুরাগ.
যা' তোমাকে তাঁ'র প্রতি
উপচয়ী উদ্বোধনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
একনিষ্ঠ একানুধ্যায়িতায়,—
সেই অনুরাগের ভিত্তি ঐ জীয়ন্ত ঈশ্বর-বর-বেদীই
তোমার একমাত্র বিবর্ত্তনী কেন্দ্র.
যাঁ' তোমার যা'-কিছু সবকে
সার্থক অন্বয়ে সুসম্বদ্ধ ক'রে
কৃতার্থ অভিদীপনায়

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে—
তোমার আঁকাবাঁকা ভালমন্দ যা'-কিছুকে
সুসঙ্গত ক'রে
প্রবৃত্তির বিচ্ছিন্ন নাচন-ছন্দকে
একসূত্রে সার্থক ক'রে তুলে ;
খোঁজ সেখানেই বিশ্বের ঈশ্বর,
যিনি অভিদীপ্ত হ'য়ে আছেন—
পূর্ব্বতনের সমঞ্জসা প্রতিটি অভিব্যক্তি নিয়ে,
ভূতমহেশ্বর হ'য়ে পরাৎপরের পরম সার্থকতায় ;
আর, তিনিই হ'চ্ছেন পুরুষোত্তম,
তিনিই 'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্',
ঈশিত্ব সেখানে অবসিত,
ঈশ্বরের মূর্ত্ত বাক্ তিনিই,
তিনিই ঐ নরবিগ্রহ। ৩৮১৪।

১৫।১১।১৯৫১, রাত্রি ৮-৩০

তোমার বাড়ীতে যদি
অন্য বাড়ীর কেউ আসে,
তা'দিগকে আপ্যায়িত অনুচর্য্যার সহিত
অভ্যর্থনা ক'রো,
ধর্ম্মনৈতিক অনুশাসন-আচরণে
ঈশ্বরের প্রশংসা ক'রো,
সহৃদয়ী সৌজন্যের সহিত
তোমার সাধ্যমত যা' জোটে তা'দিগকে দিও—
প্রীতিদীপনায়—
নিজের দৈন্য নিবেদন ক'রে ;
নজর রেখো,

তোমার বাক্য, ব্যবহার-আচার ও অবদানে
কেউ যেন অসন্তুষ্ট বা অবজ্ঞাত না হয়;
তোমার গ্রামে যদি
অন্য গ্রামের কেউ বা কাহারাও আসে
তা' তোমার পল্লীর যে-বাড়ীতেই আসুক না কেন,
তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়—
বিশেষ সম্বর্দ্ধনায় অভ্যর্থিত ক'রো তা'দিগকে,
ইষ্টার্থদীপনী ঈশ্বর-প্রশংসী ধর্ম্মানুচর্য্যায়
তা'দিগকে নন্দিত ক'রে তুলো,
সম্ভব হ'লে
তোমার পল্লীর যা' সুষ্ঠু, প্রীতিপ্রদ ও সন্দীপনী
তা' তা'কে বা তা'দিগকে উপঢৌকন দিও,
তেমনি কোন নগর হ'তে
তোমার পল্লী বা নগরে যদি কেউ আসে—
তা'দিগের প্রতি অমনতরই ব্যবহার ক'রো,
আপ্যায়নী সৌজন্যে অভিনন্দিত ক'রো তা'দিগকে,
সম্ভব হ'লে, উপঢৌকনও দিও অমনতরই,
দেখো, তা'দিগকে কেউ যেন
কোনপ্রকার অবজ্ঞাবাদে অসম্মানিত না করে;
তেমনি কোন প্রদেশ হ'তে কেউ যদি
তোমার পল্লী বা নগরে অভ্যাগত হয়—
বিশেষ সৌষ্ঠব-সম্বর্দ্ধনায়
আপ্যায়িত ক'রো তা'দিগকে,
সৌজন্যপুর্ণ ধর্ম্মানুচর্য্যী নৈতিক অনুসেবায়
উৎফুল্ল ক'রে তুলো',
ঈশ্বর-প্রশংসায় অন্তর অভিদীপ্ত ক'রে দিও তা'দের,

এখানেও তেমনি বিশেষভাবে নজর যেন থাকে—
অবজ্ঞাপূর্ণ বা বিদ্রূপাত্মক কোন ব্যবহারে
তা'কে বা তা'দিগকে
কেউ যেন সঙ্কুচিত ক'রে না তোলে,
বিরক্ত ক'রে না তোলে ;
ফল কথা, তোমার পল্লীতে,
জিলায়, নগরে, প্রদেশে বা দেশে
অন্য পল্লী, জিলা, নগর, প্রদেশ বা দেশ হ'তে
যদি কেউ আসে,
বান্ধবতাপূর্ণ সদ্ব্যবহারে
তা'দিগকে পরিতুষ্ট ক'রতে ভুলো না—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের অনুরঞ্জনায় ;
তোমার জিলা, প্রদেশ বা দেশে
সত্তাপোষণী কোন প্রাচুর্য্য যদি থাকে,
নিজেদের প্রয়োজনমাফিক বিহিত যা'
তা' রেখে
আপ্যায়িত সৌজন্যের সহিত
অন্য জিলা, প্রদেশ বা দেশের
অভাব বিদূরিত ক'রতে
একটুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না—
সম্ভব ও সাধ্যমতন সুনিয়ন্ত্রণে ;
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী ধর্ম্মানুগ এই অনুশাসন-নীতি
পারস্পরিক ও পরম্পরাভাবে
যতই কর্ম্মঠ পরিচর্য্যায় পরিপালন ক'রবে—
তা' পালনে, পোষণে পূরণ-পরিসেবনে—
সম্ভ্রান্ত অসৎ-নিরোধী সুপরিবেক্ষণে,—
সংহতিপূর্ণ ভ্রাতৃত্বও ততই প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে—

সানুকম্পী আত্মিক অভিদীপনায়,
যা'র ফলে, তোমাদের সমবেত
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা বিধানের জন্য
লোকের অভাব হবে না। ৩৮১৫।
১৬।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

যেখানে দেখছ—
গণস্বস্তি-সংসাধন-অভিপ্রায়কে মুখর ক'রে নিয়ে
বহু দলের সৃষ্টি হ'য়েছে বা হ'য়ে চ'লেছে,
অথচ কোন দলই পারস্পরিকভাবে শুভ-সম্বদ্ধ নয়,—
তখনই এঁচে নিও,
কোন দলই বিগত বহুদর্শিতায়
সার্থক সত্তাপোষণী সুসঙ্গতি নিয়ে
বর্ত্তমান অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে
তা'রই সুসঙ্গত বিন্যাসে
সত্তাপোষণী স্ফুরণ-প্রতিভা নিয়ে
জীবনবৃদ্ধিকে ভবিষ্যের দিকে
উজ্জ্বল উৎক্রমণী ক'রে নিয়ে চলছে না,
প্রত্যেক দলই প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ পরিচর্য্যায়
প্রত্যাশাপীড়িত আকিঞ্চন-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
স্বীয় প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হ'য়ে চ'লেছে,
গণস্বার্থে কেউ
সর্ব্বসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে তৎপর হ'য়ে ওঠেনি,
সার্থক সমন্বয়ী উদ্দেশ্য-অনুক্রমণী তৎপরতাও
তা'দের ভিতর নেই,
থাকলে

পন্থার ধারণা যা'র যেমনই থাকুক না কেন,
একসন্নিবিষ্টতায় সংবুদ্ধ ও সংনিবদ্ধ হ'য়ে উঠত,
কা'রও ভিত্তিতে শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণী সম্বেদনা নাই,
আর, থাকলেও তা' নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর,
তা' সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সার্থক সমন্বয়ী
তাৎপর্য্যবাহী নয়;
ধ'রে নিতে পার—
সত্য ও সম্বেদনী সম্বেগ সেখানে মলিন,
এক-কথায়, তা'রা
এমনতর সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেনি—
যা' নাকি সবারই আপূরণী বৈশিষ্ট্যপালী,
আবার, পরস্পর অসুস্থ-দ্রোহভাবাপন্ন
মাত্র দুটি দল হ'লেও
বুঝতে হবে—
সুসঙ্গত উৎক্রমণশীল সত্তাপোষণী সত্য,
যা' সবাকেই আপূরিত করে,
তা'র খাঁকতি সেখানে,
প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতাই তা'দের নিয়ামক প্রায়শঃ;
মানুষের জীবনে এটা ভীতিপ্রদ দুর্লক্ষণ,
এর নিরাকরণ কর,
সংহত হও,
ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও প্রাচীন অভিজ্ঞতার
সুসঙ্গত অভিনন্দনে
বর্ত্তমানকে সুসঙ্গত ক'রে
নন্দিত অভিগমনে পদক্ষেপ ক'রে চল—
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনী, বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ তাৎপর্য্য নিয়ে;

সত্তাকে পাবে সেখানে,
সার্থকও হ'য়ে উঠবে তোমরা সবাই। ৩৮১৬।
১৬।১১।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

শ্রেয়ার্থী সম্বেগে
মানুষের আপদ, বিপদ, দুঃখ-দৈন্য
আঘাত-ব্যাঘাতে
স্বতঃ দায়িত্ব নিয়ে
হৃদ্য বাক্য ও ব্যবহারের সহিত
উপযুক্ত বোধি-পরিচর্য্যায়
যা'তে তা'রা নিস্তার লাভ করে—
যথাসাধ্য তা' হ'তে এক পাও পিছু হ'টো না,
তোমার আওতায়, দৃষ্টিপথে
যা'র অমনতর অবস্থা দেখবে—
অমনি জাগ্রত প্রহরীর মতন
আশা ও সুস্থির অনুবেদনা নিয়ে
তা'দের সম্মুখে দাঁড়াতে কসুর ক'রো না,
বোধি ও প্রচেষ্টার সুব্যবস্থিতিতে
নিস্তার-নন্দনায় তা'দের মুখে হাসি ফোটাও,
এই নিস্তার-প্রগতি-দীপনা
তোমাকে যোগ্যতার অভিভাষণে
আত্মপ্রসাদ-নন্দিত ক'রে তুলবে,
সুখী হবে। ৩৮১৭।
১৬।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

অনুলোম-বিবাহ-সঞ্জাত সন্তান-সন্ততিদিগের
পিতৃপদবীর সহযোগে

জন্মগত পর্য্যায়ী পদের ব্যবহার
নিতান্তই প্রয়োজনীয়,
তা' না ক'রলে, বহুপ্রকার প্রমাদ-পদক্ষেপে
সমাজের ও বংশের অপলাপ হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, ঐ পর্য্যায়ীপদকে উল্লেখ না করা
শুধু অপরাধ নয়, পাপও,
কারণ, ঐ গা-ঢাকা ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
প্রতিলোম-সংশ্রব ঘটে,
পরিবার ও সমাজের
সাংঘাতিক আঘাত সৃষ্টি ক'রতে পারে,
যদিও তা'দের গোত্র ও বর্ণ
পিতারই গোত্র ও বর্ণ—
পর্য্যায়ী ভেদ থাকা সত্ত্বেও। ৩৮:১৮।
১৬।১১।১৯৫১, রাত্র ৭-১৫

যা'দের অনুশাসনী দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছ,
স্বস্থ-প্রবর্ত্তনায় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণ-তৎপরতায়
তা'দের ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টিকে
পূর্ব্বাপরের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে সংহত ক'রে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে যদি
স্বতঃ-স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে না পার—
নিরাপত্তায়, পালনে, পোষণে, পূরণে—
ধর্ম্মদ অনুপ্রেরণায়—
ঈশ্বর ও ইষ্টে আগ্রহসন্দীপ্ত ক'রে
সুনিবদ্ধ সংহতি-অনুচর্য্যায়,—
আবার, তুমি তোমার শাসন-সংস্থাসহ

যদি সরাসরিভাবে তা'দের স্বার্থ হ'য়ে না ওঠ
এবং ঐ স্বার্থসঙ্গতিতে আত্মপোষণকে
স্বতঃ ক'রে না তুলে
যদি তা'দের শোষণ-তৎপর হ'য়েই চল,
তবে তোমার স্বার্থসন্ধিক্ষু ভেদ ও বিচ্ছেদভঙ্গিমা
যা' দিয়ে তোমার শাসন
সাবুদ তক্‌তকে ক'রে তুলতে চাচ্ছ—
তা' তো ভেঙ্গে প'ড়বেই.
তা' ছাড়া,
সন্দেহব্যঞ্জক ঘৃণা ও বিরক্তির পাত্র হওয়ায়
ঐ অনুশাসন-দণ্ডই একদিন তোমাকে
দণ্ডার্হ আক্রমণে অবদলিত ক'রে
প্রতিক্রিয় পর্য্যায়ে
বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত ক'রে তুলবে ;
তোমার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। ৩৮১৯।
১৬।১১।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

সংহতি ও সত্তাসম্পোষী যা'-কিছু
সেখানেই সাম, দান, পরিচর্য্যায়
সংহতি-সন্দীপ্ত ক'রে
মানুষকে যোগ্যতার অভিদীপনায়
অর্জ্জনশীলতায় বিবর্দ্ধনপন্থী ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির
সুসন্ধিৎসু গবেষণী দৃষ্টি-অনুচর্য্যায়
পূর্ব্বাপরের সুসঙ্গত বহুদর্শী বোধি নিয়ে
বর্ত্তমানকে ফুটন্ত ক'রে তুলে ;
আর, যেখানে অসৎ-সন্দীপনা

মানুষের জীবনবৃদ্ধিদ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী ধর্ম্মানুচর্য্যাকে
ব্যাহত ক'রে
লুব্ধ তৎপরতায়
তা'দিগকে দল বা সঙ্ঘ-নিবদ্ধ ক'রে তুলছে—
সেখানেই দূরদৃষ্টি নিয়ে কূটনৈতিক পরিবেক্ষণে
ভেদ ও দণ্ডের ব্যবহারে
তা'দিগকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
সুদক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সত্তাসম্পোষণী অনুচর্য্যায়
সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে
ঈশ্বরে, ইষ্টে, ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে সুসংবদ্ধ ক'রে
সংহত ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
স্বস্থ বাক্ ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা'দের স্বার্থ হ'য়ে উঠে
সম্পোষণী পালন-পূরণ-পরিচর্য্যায়
তোমার নিয়মনে নিবদ্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে—
নিরাপত্তামুখর সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় ;
এই হ'চ্ছে অনুশাসনী তুক। ৩৮২০।
১৬।১১।১৯৫১, রাত্র ৯-৫৮

যখনই তুমি তোমার বৈশিষ্ট্য,
কুলতাৎপর্য্য, আভিজাত্য
ও গোত্রগরিমাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
অন্য পরিচয়ে নিজেকে ধন্য করবার স্পৃহায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছ—

তা' যে-কোন বাহানায় হো'ক না কেন,—
বুঝে রেখো অন্তরে—
ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তুমি কোন ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষোত্তম
বা তথাগতের পূজার অর্ঘ্য হ'তে পারবে না—
পরিশুদ্ধ প্রেরণার অভিদীপনায় অনুরাগরঞ্জিত হ'য়ে ;
কারণ, যে নিজের উৎসকে অস্বীকার করে,
কৃতঘ্নতায় অভিঘাত করে,
ঘৃণ্য বাক্য ও ব্যবহারে অবজ্ঞা করে,
অনুকম্পী অনুচর্য্যাকে উপেক্ষা করে,
ঈশ্বরের পূজায় অনুপযুক্তই সে,
আত্মিক অভিদীপনা বিমলিন তা'র,
উৎস-প্রবঞ্চক সে,
গোত্রানুক্রমিক উৎসের অবজ্ঞা ঈশ্বরেরই অবজ্ঞা,
কারণ, ঈশ্বর সবারই উৎস। ৩৮২১ ।
১৮।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থপরায়ণ
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিনীতিকে ভিত্তি ক'রে
সত্তার পরিপন্থী অসৎ বা আপদ যা'
তা'কে নিরোধ করবার জন্য
যুদ্ধ ও নিরাপত্তানীতি, পূর্ত্তনীতি,
কূটনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প,
স্বাস্থ্য ও সদাচারের নীতিগুলি
বিজ্ঞানসম্মত কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য ও তৎপরতায়

সবার পক্ষেই শিক্ষণীয়,
কারণ, আপদ্ধর্ম্মের জন্য এগুলি অপরিহার্য্য ;
জাতি যত এইগুলিকে অবজ্ঞা ক'রে
অননুচর্য্যী শ্লথ শান্তি-পরায়ণতায়
জীবন-যাপনে প্রয়াসশীল হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিকভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেককে
অসংহতভাবে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'দের জীবনদাঁড়া ততই
বিশ্লিষ্ট, বিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
সলীল গতিতে
অধঃপাতের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে ;
তোমরা যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টবেদীমূলে
তাঁ'কেই উপাসনা ক'রতে চাও,
সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনায় সত্তাকেই যদি ভালবেসে থাক,
প্রবৃত্তি-লাঞ্ছিতই যদি না হ'তে চাও,—
তবে উপেক্ষা ক'রো না ওগুলিকে,
পারস্পরিক সনির্ব্বন্ধ বান্ধবতায়
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ তোমরা—
অনুকম্পী অনুচর্য্যায়—
হিংসা-হননী নিরোধকে সাবলীল রেখে,
আর, সলীল সঙ্গতি নিয়ে
ওগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
উদ্ভাবনী পরিচর্য্যায়
দক্ষ, ক্ষিপ্র, কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
আরো হ'তে আরোতরে উদাত্ত হ'য়ে চল। ৩৮২২।

১৮।১১।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

যা'রা প্রিয়ের প্রতি প্রীতি-অবদান-বিমুখ,
আগ্রহবিধুর ফন্দীও আসে না যা'দের মস্তিষ্কে,
যা'রা প্রচেষ্টাহারা,
দেবার কথা মনে এলেই হতভম্ব হ'য়ে ওঠে,
নিরাবিল আগ্রহমদির অবদান-ঔৎসুক্য
যা'দিগের অন্তর উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে না,—
সেখানে প্রীতির কথা আছে, চলন নেইকো,
প্রীণন-পরিচর্য্যাও নেইকো—
তা' বাক্যেই হো'ক, ব্যবহারেই হো'ক,
আর চালচলনেই হো'ক ;
প্রিয়র নিকট চাহিদাপীড়িত হ'য়েই
তা'রা চলে-ফেরে,
তাই, যোগ্যতাও ত'দের ক্রমশঃ
স্তিমিত দীপনায় নিভু-নিভু আবেগ-সম্পন্ন,
ব্যক্তিত্বও বর্ব্বর-উদ্দীপনামুখর, প্রিয়প্রতিষ্ঠাহারা,
তাই, আত্মপ্রতিষ্ঠায়ও বঞ্চিত তা'রা ;
এমন-কি, স্ত্রীই বল,
সন্তান-সন্ততিই বল,
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবই বল,
তা'রা যদি বাক্যে, ব্যবহারে, দানে
পোষণ-প্রবর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-অনুবেদনায়
সহজভাবে প্রীণন-প্রদীপ্ত না হ'য়ে চলে,—
তা'দেরও প্রীতি সম্বেগশালী শুভদ না হ'য়ে
ভাবালুতাতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠে,
প্রাণের টান গজিয়েই ওঠে না সেখানে,
ও তো দূরের কথা,

এমন-কি, মাতা-পিতাও যদি সন্তানের প্রতি
ঐ অমনতর অনুচর্য্যাপরায়ণ না হয়—
কর্ম্মঠ প্রচেষ্টায় পোষণ-প্রবৃদ্ধি-তৎপরতা নিয়ে,—
সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতামাতারও
প্রাণদ উন্মাদনা
নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে চ'লতে থাকে;
নিজেকে খতিয়ে দেখ,
যোগ্যতাসম্পন্ন কৃতিত্বকে যদি আবাহন ক'রতে চাও,
উপচয়ী প্রিয়-অনুরঞ্জনাকে
প্রচেষ্টায়, কর্ম্মে, মননে আবাহন ক'রতে থাক—
কুশলকৌশলী দক্ষতা নিয়ে। ৩৮২৩।
১৯।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৫

মনে রেখো—
সপরিবেশ স্বীয় সত্তাকে যেমন ক'রে ধারণ করা যায়,
পোষণ করা যায়,
বর্দ্ধন ও সংরক্ষণ করা যায়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যা নিয়ে,
তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম;
তাই, যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে
স ধর্ম্মঃ। ৩৮২৪।
১৯।১১।১৯৫১, বেলা ১২টা

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
জীয়ন্ত বেদী-সমাসীন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা কর—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী বৈধী তাৎপর্য্য নিয়ে
তদর্থপরায়ণ হ'য়ে;

আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে যেও না,
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠাই তোমার প্রতিষ্ঠা হো'ক,
বাস্তব যোগ্যতায় যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
সব নিয়ে স্বর্গীয় মলয়-নন্দনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে। ৩৮২৫।
১৯।১১।১৯৫১, রাত্রি ৮-৫৫

মানুষের কাছে কৈফিয়ত তলব ক'রতে হয়—
শৈথিল্যে, অকৃতকার্য্যতায়,
ক্ষতিকর আচরণে,
আর, শাসন ক'রতে হয়
তা'দের অসৎ ও অবাধ্য চলনে—
হৃদ্য-তৎপরতায়,
আর, বহুদর্শিতা-সম্ভূত উপদেশ ও অনুশাসনে
অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়
নিষ্পাদনী নিয়োজনে—
প্রেরণাপ্রদীপ্ত প্রচেষ্টায়। ৩৮২৬।
২০।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

গণতন্ত্র যখন রাজ-অনুরঞ্জনায়
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না ওঠে—
ধর্ম্মানুগ নিয়মতান্ত্রিক অনুশাসনে,
তখনই তা'র অন্তঃস্থলে সাম্যবাদী স্বাতন্ত্র্য
বসবাস ক'রতে সুরু করে,
একনায়কতার অভিযান চ'লতে থাকে
গণতন্ত্রের রূপালী সজ্জায়,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিপন্ন ক'রে;

যদিও কোন-না-কোন প্রকারে
একনায়কত্বের অভ্যুত্থান হয়ই—
অভ্যুদয়ী আভিজাত্যকে
বিন্যাসে আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে,
নয় তা'কে ভেঙ্গে—
সব যা'-কিছুকে বিসর্জ্জন দিয়ে। ৩৮২৭।
২০।১১।১৯৫১, রাত্র ৮-১০

তুমি যে-উদ্দেশ্যে কোন বিষয় বা ব্যাপারে
যে-কোন পদপ্রার্থী হও না কেন,—
ঐ উদ্দেশ্যেই তুমি লুব্ধ অতিনিশ্চয় ;
আর, তোমার উদ্দেশ্য যদি
ইষ্টার্থপরায়ণ ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী না হ'য়ে
প্রবৃত্তির আপূরণী প্রেরণা-সম্ভূত হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ পদে তুমি যদি নির্ব্বাচিত হও—
তোমার প্রবৃত্তি-চাহিদার অনুপোষণী
সময় ও সুবিধা এলেই
যে-পদে তুমি নির্ব্বাচিত হ'য়েছ,
তা'কে তুমি অপঘাত ক'রবে ;
কিন্তু তোমার একানুধ্যায়িতা-অনুপ্রেরিত কর্ম্মঠ জীবন
কৃতী সন্দীপনা নিয়ে উচ্ছল-আবেগে
নিষ্পন্নতাকে আহরণ ক'রে
সত্তাহিত তৎপর অনুসেবায় জ্বলন্ত হ'য়ে যতই চ'লবে,
তুমি যে-পদেই নির্ব্বাচিত হও না কেন,—
সে-দায়িত্বকে তুমি অপঘাত কিছুতেই ক'রবে না,
যদি প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় তুমি লুব্ধ হ'য়ে না ওঠ—

ঐ একানুধ্যায়ী সত্তাপোষণী অনুরঞ্জনাই
যদি তোমার জীবনপ্রদীপ হ'য়ে থাকে। ৩৮২৮।
২০।১১।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

কা'রও প্রীতি-অনুকম্পায়
তুমি যতই উপকৃত হও না কেন,
ঐ প্রিয়পাত্রকে দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করার প্রলোভন নিয়ে
কর্ম্মঠ তাৎপর্য্যে
যতদিন তা'কে বাস্তবভাবে অনুচর্য্যা না করছ,
যে-মুহূর্ত্তেই তুমি সুযোগ বা সুবিধা পাবে,
তা'র উদ্দেশ্য, অর্থ বা সম্পদকে
তোমার আত্মসাৎ করার আশঙ্কা কিন্তু
সব সময়ই বিরাজিত,—
সুবিধা পেলেই তা' ক'রবে ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তোমার প্রয়োজন-প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হ'য়ে
তুমি স্বার্থসন্ধিক্ষুই হ'য়ে র'য়েছ,
এমন-কি, তা'র অপকার ক'রেও
অর্থ ও উপচয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার কসুর ক'রবে না—
ঐ প্রবৃত্তি-লালসায় ;
আবার, তাঁ'কে দিয়ে কৃতার্থ হবার প্রলোভনে
তুমি বাস্তব অনুচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চ'লেছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
প্রবৃত্তি-লালসায় অভিভূত নও তুমি,
তা'র সত্তাপোষণী অবদানেই তুমি কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ,

লালসার লালিম ভঙ্গী তোমাকে রঙ্গিল ক'রে
তুলতে পারবে কমই। ৩৮২৯।
২০।১১।১৯৫১, রাত্র ১০-১০

পরিস্থিতির অনুপ্রেরণায় ও প্রবৃত্তির পরিচর্য্যায়
মানুষের মস্তিষ্কে
বহুধা-বিচ্ছিন্ন বোধিপ্রণালী
বিসৃষ্ট হ'য়ে থাকে,
সেগুলি যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন ব্যক্তিত্বে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সার্থক সঙ্গতি লাভ না করে,
তাহ'লে সেগুলি ভ্রান্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
একদেশদর্শী অসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
বেতাল অনুরঞ্জনায়
অব্যবস্থ অসঙ্গতিতে
অসার্থক ব্যতিক্রমপন্থী হ'য়েই চ'লতে থাকে,
তাই, লাখো বহুদর্শিতাও যদি থাকে—
তা' যদি
সুসঙ্গত সার্থক বোধি সৃষ্টি ক'রতে না পারে,
সে-বহুদর্শিতা বিচ্ছিন্ন ও ব্যর্থ,
এমনতর মানুষের উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব
যে, বিপর্য্যয়কেই আবাহন ক'রে চ'লবে
তা' অতিনিশ্চয় ;
কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যেই হো'ক না কেন,
শ্রদ্ধা-সনির্ব্বন্ধ অনুরাগে
সে যদি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না থাকে—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,—

যে-কোন কার্য্যভার তা'র উপর ন্যস্ত হো'ক না কেন,
তা' মুখ্যভাবেই হো'ক
আর গৌণভাবেই হো'ক—
বিপর্য্যয় ও আপদকে ডেকে এনেই থাকে ;
তাই, যেখানে যত গুণেরই সমাবেশ থাক্—
কেন্দ্রার্থপরায়ণী অনুচর্য্যাবিমুখতা
অসঙ্গতি ও অসার্থক ভ্রাম্যমান বিভ্রান্তিরই
স্রষ্টা হ'য়ে উঠবে,
তাই, যে-উদ্দেশ্যে যা'কেই নিয়োগ কর না কেন,
আর, সে যে গুণান্বিতই হো'ক না কেন,—
সে সুকেন্দ্রিক সংস্থ কিনা দেখে বুঝে তা' ক'রো,
নয়তো, নির্ভর ক'রে ঠকতে হবে প্রায়শঃ। ৩৮৩০।
২১।১১।১৯৫১, সকাল ৯-৫

জাগ্রত বোধি নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ দেখাশোনাকে
সব সময় জাগরূক রেখে চ'লো,
ইঙ্গিত ও অনুমানকে এমনতর সুদক্ষ ক'রে তুলো,
যা'তে তা' তোমার উপযুক্ত বোধ ও বিবেচনায় ধরা পড়ে
ঠিক ঠিক ভাবে,
এবং তদ্বিষয়ে করণীয় যা'
তা'ও উপযুক্তভাবেই যেন নির্ভুল হয়,
এগুলি সজাগ না থাকলে
জীবনচলনায় অযথা অনেক সংঘাতের সম্মুখীন হ'তে হয়,
অভ্যাস ক'রতে ছেড়ো না,
এস্তামাল হ'য়ে উঠবে। ৩৮৩১।
২১।১১।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

যা'ই কর না কেন,
সব সময়ই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নজর রেখো,
তোমার চালচলন, বাক্য-ব্যবহার বা কর্ম্মানুপ্রেরণা যেন
ইষ্টার্থকে ব্যাহত ক'রে না তোলে
বা তা'কে গৌণ বা বিক্ষিপ্ত ক'রে না তোলে ;
সুসঙ্গত বোধিবীক্ষণায়
উপচয়ী তাৎপর্য্যে
এতটুকু নজর রেখে যদি চল,—
দেখবে, ক্রমশঃই তোমার বোধি
বহুদর্শী তৎপরতায়
সুসঙ্গতি নিয়ে
দক্ষকুশল পদক্ষেপে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠছে,
কৃতিত্ব ও আত্মপ্রসাদে জীবনকে উপভোগ ক'রতে পারবে—
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে। ৩৮৩২ ।
২১।১১।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

তোমার পশ্চাতে
যাঁ'র পরোক্ষ অনুপ্রেরণা
পরিবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
তোমাকে পোষণপ্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলছে—
বাস্তব অনুচর্য্যায়,
তাঁ'কে অবহেলা ক'রে
আত্মম্ভরিতার স্বার্থান্ধ চলনে যতই চ'লতে থাকবে,
ভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্রূপ কটাক্ষে
প্রলোভনের উপঢৌকন নিয়ে
ততই দূরান্তরে আত্মগোপন ক'রতে থাকবে ;
প্রত্যক্ষ অনুচর্য্যার পেছনে

তোমার পরোক্ষ প্রেরণা যিনি
তাঁ'কে বিসর্জ্জন দিয়ে
আততায়ী প্রত্যাশা-প্রলোভনের কাছে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে
ছন্নতার বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যয়ে
নিজেকে নিঃস্ব ক'রে তুলো না। ৩৮৩৩।
২১।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৪০

প্রসূতির প্রকৃতি যেমন,
জাতকের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যও
তদ্রূপই সাধারণতঃ। ৩৮৩৪।
২১।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যখনই দেখছ
কোন বিষয় বা ব্যাপারকে উপলক্ষ ক'রে
পরস্পরবিরোধী বহু দলের সৃষ্টি হ'চ্ছে,
তা'র মানেই হ'ল এই—
গণ-সংহতি
পরস্পরবিরোধী বহু গুচ্ছে বিভক্ত হ'য়ে উঠেছে,
এই গুচ্ছ যতই বেশী হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
সংহতি-শক্তিও ততই ক'মে চ'লতে থাকবে;
আর, বহুদলে বিভক্ত হবার মানেই হ'চ্ছে—
প্রত্যেক দলেরই দৃষ্টিভঙ্গী
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত হ'য়ে
তা'রই প্রলোভনে
তদনুগ গণদিগকে সংহত করার তালে ছুটছে,
উদ্দেশ্য ও উপায়ে

কোন দলই কোন দলের সঙ্গে একমত নয়কো,
কেউই একার্থপরায়ণ নয়কো;
তা'র মানেই হ'চ্ছে, কা'রও উপায় ও উদ্দেশ্য
এমনতর কোন বৈশিষ্ট্যপালী ভাগবত সত্যে
পৌঁছাতে পারেনি—
আপূরয়মাণ মেরু-মানব-নিবদ্ধ হ'য়ে
যা'তে সবাই অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে,
সবারই বাঁচাবাড়ার পোষণী ও বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে তা';
যা'দের অন্ততঃ এতটুকু দূরদৃষ্টি আছে
তা'রা বুঝে নেবে—
ঐ উদ্দেশ্য ও ব্যাপারে
কেউ কিন্তু কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠতে পারবে কমই;
যদি তা'র ভিতর কিঞ্চিৎ শক্ত, সুসঙ্গত
একানুধ্যায়ী কোন একটা প্রবল দল থাকে—
এই সব দলকে তা'রই হস্ত-আমলকবৎ
হ'য়ে উঠতে হবেই কি হবে,
গণ-সংহতি যতই ভাগ হ'য়ে যাবে—
শক্তিও ততই ক'মে যাবে,
তাই, কেউই ঐ বিষয় ও ব্যাপারকে
সুরাহায় নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারবে না
কৃতিত্বের সাথে,
পরস্পর-বিরুদ্ধভাবাপন্ন দল যেখানে যত বেশী—
দুর্ব্বলতাও সেখানে তত ঘন,
একানুধ্যায়িতা যেমন কর্ম্মঠ-প্রেরণাদীপ্ত
যোগ্যতাও সেখানে তেমনি,
আবার, এই যোগ্যতাই ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সংহতিকে দানা বেঁধে তোলে—

শক্ত ও সাবুদ ক'রে,
আর, এই যোগ্যতাই
বাঁচবার ও বাড়বার অধিকার পেয়ে
আধিপত্য বিস্তার করে। ৩৮৩৫।
২২।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৫

ঈশ্বরকে ঠকালে বা বিদায় দিলে,
এ-কথা বাস্তবে দাঁড়ালো তখনই,
যখনই তুমি তোমার সত্তাকে অগ্রাহ্য ক'রলে,
বা সত্তাপোষণী অভিযান হ'তে বিরত হ'লে,
আর, ঈশ্বরকে ঠকানো মানেই হ'চ্ছে—
সত্তাপোষণী বিধিকে ব্যতিক্রম করা,
আর, সত্তাপোষণী বিধিকে ব্যতিক্রম করার
সরাসরি অর্থই হ'চ্ছে—
তুমি তোমাকে ঠকালে
বা দুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলে ;
আর, ঈশ্বর তিনিই—
যে-উৎস হ'তে তোমার প্রাণনশক্তি
জীবন্ত হ'য়ে চ'লেছে—
আধিপত্য-অভিযানে
স্ববৈশিষ্ট্যে প্রতিটি ব্যষ্টিকে নিয়ে। ৩৮৩৬।
২২।১১।১৯৫১, রাত্র ৯টা

ঈশ্বরের একত্বে
তৎ-প্রেরিত পুরুষোত্তমের জীবন্ত-বেদীমূলে
যে-জাতি সুসংহত হ'য়ে ওঠেনি,
ঈশ্বরকে বহুত্বে রূপায়িত ক'রে

তাঁ'রই আরাধনায় বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে—
পারস্পরিক অনুকম্পাবিহীন ভেদ সৃষ্টি ক'রে,
সে-জাতির সংহতি ও সম্বর্দ্ধনা
মুহ্যমান হ'য়ে অপলাপেরই ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
কারণ, ঐ পুরুষোত্তমে একানুধ্যায়িতাই
বিভিন্ন ব্যষ্টিকে সুসংহত ক'রে
অনুকম্পী অনুবেদনায়
পারস্পরিক অনুকম্পী অবদানের ভিতর-দিয়ে
সংহত ক'রে তোলে,
প্রতিটি এক প্রতিটি বহুর স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
যোগ্যতার অধ্যয়ন-অনুচর্য্যায়। ৩৮৩৭।
২২।১১।১৯৫১, রাত্রি ১০-১০

ইষ্টার্থ যেখানে অবজ্ঞাত বা অবদলিত—
যথাসম্ভব অদ্রোহভাবে নিরোধ ক'রো,
যে নিরোধ না করে
তা'র পরাক্রম
মলিন ও কলঙ্কিতই হ'য়ে উঠতে থাকে। ৩৮৩৮।
২৩।১১।১৯৫১, বিকাল ৫টা

অন্তরাসী অভ্যাস মানুষের মস্তিষ্কে
বোধিপ্রণালী সৃষ্টি করে,
আবার, সেই বোধিপ্রণালী যখন
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে,
তখনই সার্থক ও সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে তা'—
স্মৃতিকে উদ্ভিন্ন ক'রে। ৩৮৩৯।
২৩।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১৫

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ কর্ম্মঠ অচ্যুত অনুরাগে
যখন তোমার হৃদয়
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার, চরিত্র নিয়ে
তাঁ'রই মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে
দীপ্ত হ'য়ে উঠল—
তাপস অনুবর্ত্তনায়,—
ঐ বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে
তাঁ'রই অনুদীপনা স্ফুরিত হ'য়ে উঠতে লাগল,
প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি চলন
প্রীতিপূর্ণ সুসঙ্গত বোধিদীপনায়
দুনিয়ার বুকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠতে লাগল
সাম-সঙ্গীতে,
তোমার সত্তায় তখন থেকেই
তিনি আবির্ভূত হ'য়ে উঠতে লাগলেন ;
তাই, "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ !"—
এই ভাগবত বাণী। ৩৮৪০ ।
২৪।১১।১৯৫১, বেলা ১১-১০

মনুষ্যত্বের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
আপূরয়মাণ-বৈশিষ্ট্যপালী-শ্রেয়ার্থকেন্দ্রিকতা,
তাই, সৎ-ত্ব বা সতীত্বের উপর দাঁড়িয়েই
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে যে-মানবতা
তা'ই মনুষ্যত্ব,
আবার, জীবত্ব যে মানবতায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠল—
তা'ও ঐ পথে,

আর, এ বাদ দিয়ে যে-মনুষ্যত্ব বা বিদুষীবিভা
তা' বর্ব্বর। ৩৮৪১।
২৪।১১।১৯৫১, বেলা ১১-৪০

স্বকেন্দ্রিক শ্রেয়সন্দীপী
তাপস অনুচর্য্যাপরায়ণ
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা-নিয়ন্ত্রণী
সৌন্দর্য্য ও নীতিপ্রবুদ্ধ যে-চরিত্র—
তা'ই হ'চ্ছে সৎ-ত্ব, সতীত্ব, মনুষ্যত্ব
বা সভ্যতার মানদণ্ড। ৩৮৪২।
২৪।১১।১৯৫১, বেলা ১১-৪৫

নিজের অনৈষ্ঠিকতা, অমনোয়োগিতা,
অননুবর্ত্তিতা,
সময়ের অপ্রতুলতার অজুহাত
ও অক্ষমতাকে যা'রা সহ্য ও সমর্থন করে,
তা'রা যোগ্যতাকে আহরণ ক'রতে পারে না,
অযোগ্যই থেকে যায়,
আর, যোগ্যতা'কে আহরণ করবার
প্রতিবন্ধকই ঐগুলি। ৩৮৪৩।
২৪।১১।১৯৫১, রাত্র ৮-৩৫

জীবজন্তুই হো'ক, আর মানুষই হো'ক,
তিরোহিত হওয়ার সময়
যে, যে-রকমে, যে-বৃত্তিতে
সমাহিত হ'য়ে দেহত্যাগ করে,—
বিধি-বিচার-নিয়ন্ত্রণে

তদনুকম্পী পিতার ভিতর-দিয়ে
মাতার গর্ভে উপ্ত হ'য়ে
তেমনতরভাবেই শরীর-পরিগ্রহ ক'রে থাকে সে;
ঐ হ'চ্ছে নবীন অভ্যুদয়, পুনরুত্থান
বা কায়েম অর্থাৎ পিণ্ডীকৃত হবার দিবস;
মানুষের কর্ম্মানুসৃত প্রবৃত্তি
সত্তার উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে
সত্তাকে তদনুস্যূত ক'রে রাখে,
তা'র ভালমন্দ, পাপ-পুণ্য
ঐ বিধি-বিচারেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
উদ্গত হ'য়ে থাকে তেমনিভাবেই;
তোমার কর্ম্ম ও প্রবৃত্তিগুলি
একানুধ্যায়িতায় সুসঙ্গত হ'য়ে
সার্থক অন্বয়ে
সত্তায় অভিদীপ্ত হ'য়ে রইবে যেমনতর,—
তুমি জীবনও পাবে তেমনতর,
জীবত্বও মানবতায় বিবর্ত্তিত হয় অমনি ক'রেই,
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম-বিভ্রান্তি
জীবনকে বিকার-বিজৃম্ভিতই ক'রে তোলে। ৩৮৪৪।
২৫।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৫

দোষের জন্য কাউকে ঘৃণা ক'রে,
অবজ্ঞা ক'রে,
নিন্দা ক'রে,
বা তা'র প্রতি দুর্ব্যবহার ক'রে
ও বিরক্তি পোষণ ক'রে

কিংবা দোষের প্রশ্রয় দিয়ে
ঐ অবগুণের অযথা ইন্ধন হ'তে যেও না,
বরং তা'র পরিশুদ্ধি-প্রয়াসী ও সত্তাপোষণী হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তুলো ;
বেকুবের মত অন্যের প্রতি দোষদৃষ্টিতে দুষ্ট হ'য়ে
নিজেকে ঠকাতে যেও না,
তাই ব'লে, অসৎকেও নিরোধ ক'রতে
নিরস্ত থেকো না—
হৃদ্য ব্যবহারে,
স্মরণ রেখো,
তোমার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত অনুপ্রেরণা
মানুষের প্রতি যেমন ব্যবহার ক'রবে—
তা'দের হ'তে পাবেও তা'ই। ৩৮৪৫ ।
২৫।১১।১৯৫১, বেলা ১২টা

দুষ্টমনা যা'রা
তা'রা মিথ্যাচারী খলপ্রবৃত্তিসম্পন্ন
সন্দেহসঙ্কুলই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৮৪৬ ।
২৫।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১০

শ্রেয়ার্থ-সঙ্গতি যা'দের অচ্যুত হ'য়ে ওঠেনি,—
তা'রা দুর্ব্বলমনা প্রায়শঃ,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, কুলতাৎপর্য্য নিয়ে
আভিজাত্য তা'দের কাছে বিদ্রূপাত্মক,
তা'দের মনকে যা'ই ধাঁধিয়ে দিতে পারে
বিমূঢ় হ'য়ে ওঠে তা'রা সেখানেই,
পরিবীক্ষণী অভিদীপনায়

সন্ধিক্ষুতা নিয়ে
সত্তাপোষণী যা' তা'কে কুড়িয়ে নিতে পারে না—
সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে,
অভিভবমনা তা'রা,
অব্যবস্থ তা'রা,
আভিজাত্যহারা দুর্ব্বলচিত্ত তা'রা,
সত্য ও সংহতির আলো
তা'দের হ'তে বহুদূরেই থাকে সাধারণতঃ। ৩৮৪৭।
২৬।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

তোমার স্ফুরণই হ'য়েছে
কৌলিক আভিজাত্যকে ভিত্তি ক'রে,
আর, এই আভিজাত্য
নানান ধাঁচে, নানান নক্সায়
বংশানুক্রমিকতায় স্ফুরিত হ'য়ে
বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে স্ফুরণ ক'রতে চ'লেছে,
তাই, এই আভিজাত্য-প্রভাব
তোমার রক্তেই নিহিত আছে—
তা' তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই অন্তর্গত হও না কেন,
অন্বিত বোধিসঙ্গতিতে
এই আভিজাত্যকে সত্তাপোষণী ক'রে
যতই সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ বর্দ্ধন-নিয়ন্ত্রণে,
তা'তে তুমি তো শ্রেয়বান হ'য়ে উঠবেই,
আর, বৈশিষ্ট্যের অনুচর্য্যায়
তোমার পরিবেশকেও ততই
শ্রেয়-সন্দীপিত ক'রে তুলতে পারবে—

প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণে,
এবং অন্যের বৈশিষ্ট্যের পোষণে
তুমিও তাজা হ'য়ে উঠবে;
আবার, যেখানে আত্মঘাতী বিশ্বাসঘাতক প্রবৃত্তি
উচ্ছল হ'য়ে চ'লেছে,
সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যদি অসৎ-দীপনার নিরসন ক'রে তুলতে পার—
নিজ মন্ত্রণী চলনের অভিব্যক্তি না দিয়ে
তা'দের কাছে—
তবে অনেকটা সংশোধন হ'তে পারে তা'দের,
ঐ আভিজাত্যকে বিকেন্দ্রিক ব্যতিক্রমে
অপঘাত করার মানেই হ'চ্ছে—
তোমার শ্লথ, দুর্ব্বল অভিভবমনা ব্যক্তিত্বকে
খান-খান ক'রে ভেঙ্গে বিচূর্ণ ক'রে
বাঁধনহারা লোল নগণ্য ক'রে তোলা,
আবার, দানা বেঁধে ওঠা
ঐ প্রকৃতির কোলে দাঁড়িয়ে—
কঠিনই হবে তোমার,
তোমার সম্প্রদায় যাবে,
সমাজ যাবে,
বৈশিষ্ট্য যাবে,
জাতি, রাষ্ট্র সবারই
দোধুক্ষিত অন্তরে অন্যের খাদ্যোপকরণ হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না,
ভাব, বোঝ,
বিবেচনায় যা' ন্যায্য মনে কর,
তা'ই কর। ৩৮৪৮।
২৬।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

যে চালবাজী
অর্থাৎ চালচলনের খেলা নিয়েই
যে চলুক না কেন,
তা' সর্ব্বসঙ্গতিক্রমে সত্তাপোষণী কিনা,
জীবনবৃদ্ধির অনুকূল কিনা,
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ-শ্রেয়ার্থপরায়ণ ধর্ম্ম,
কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের আপূরক কিনা,
বোধিবীক্ষণায় সম্যকভাবে অবধারণ ক'রে
কতটুকু গ্রহণ ক'রবে বা ক'রবে না
নির্দ্ধারণ ক'রে
তা' নিও বা না-নিও;
এই প্রচেষ্টায় তোমার সঙ্গতি-বোধও
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ;
দুনিয়াটাই অভিনয়-ক্ষেত্র,
চাল নিয়েই সবাই চ'লে থাকে,
আপূরণী ইষ্টার্থপরায়ণ উদ্দেশ্যে অচ্যুত থেকে
সব কিছুকে খতিয়ে
বহুদর্শী সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
সত্তাপোষণী তৎপরতায়
তোমার চলা যেন চলন্ত হয়। ৩৮৪৯।
২৬।১১।১৯৫১, বেলা ১১-২৮

পরিচ্ছন্ন মনোবৃত্তি যা'দের
তা'দের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট, কৃষ্টি ও ঈশ্বরে
সহজ আনতি থাকেই কি থাকে,
জীবনবৃদ্ধিদ অনুচর্য্যায়
সপারিপার্শ্বিক নিজের সম্বর্দ্ধনা

স্বতঃই থাকে তা'দের স্বভাবে,
সুষ্ঠু-কুলোদ্ভূতের চরিত্রগত লক্ষণও ঐ। ৩৮৫০।
১৬।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

সাধু বা সৎচলনশীল যাঁ'রা
তাঁ'রা যে-কোন খল প্রকৃতির দ্বারা
যতই বিপন্ন হো'ন না কেন,
তা' একদিন-না-একদিন
মানুষের অন্তঃকরণকে আলোকিত ও আলোড়িত ক'রে
অসৎ-চক্রান্তকে তিরোহিত ক'রেই থাকে,
আবার, সেই চরিত্র তেমনিভাবেই
লোকহৃদয়ে পরিপূজিত হ'য়ে ওঠে। ৩৮৫১।
২৬।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

মানুষের হাবভাব দেখে
তা'র সম্বন্ধে একটা অনুমান ক'রে নিলে,
কিন্তু তা' বাস্তব অবস্থার সাথে মিলল না,
অথচ তোমার ধারণাকে অভ্রান্ত ভেবে
তা'র প্রতি তদনুপাতিক ব্যবহার ক'রতে লাগলে,
এমনতর ভ্রান্ত অনুমান কিন্তু সর্ব্বনাশা;
তোমার বহুদর্শী বোধিদৃষ্টিকে শুদ্ধ ক'রে নাও,
তা' যেন বাস্তব অবস্থাকে নিরূপণ ক'রতে পারে,
তোমার ধারণা
বাস্তব অবস্থার সাথে
যদি সঙ্গতি লাভ না করে,—
উদ্ধত গর্ব্বেপ্সার উপর নির্ভর ক'রে
যা' তা' ক'রে মানুষকে বিপন্ন ক'রো না,

তা'তে তা'কে তো বিপন্ন ক'রবেই,
তোমার ভাল হওয়াও
কালো হ'য়ে উঠতে থাকবে ক্রমশঃ। ৩৮৫২।
২৬।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫৫

অসৎ বা অপাত্রে দান
অসৎ, অন্যায় ও অত্যাচারকে
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
ফলে, দাতার অবদান
দাতাকে তো ম্লান ক'রে তোলেই—
পরিবেশকেও সংক্রমণে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলে থাকে। ৩৮৫৩।
২৭।১১।১৯৫১, বেলা ১১টা

উচ্ছৃঙ্খল গর্ব্বেপ্সু, বদান্য ঔদার্য্যের মধ্যে
যতই বিদ্বৎপনা থাক্ না কেন,
তা' বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
অচ্যুতভাবে অনুচর্য্যাপরায়ণ হয় না ব'লেই
বাস্তবে মূঢ় তা',
আর, তা' অশেষ আপদের স্রষ্টা হ'য়ে থাকে,
আবার, তা'রই সংক্রমণে
পরিস্থিতিও ভ্রান্তবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে
অজ্ঞতায় বিপথকেই অনুসরণ ক'রতে থাকে—
বিশেষতঃ অজ্ঞ-চতুর গর্ব্বেপ্সু যা'রা। ৩৮৫৪।
২৭।১১।১৯৫১, বেলা ১২টা

যাঁ'রা ব'লে থাকেন—
একটা প্রাজ্ঞ বা পাতলা তৎপরতা নিয়ে,

ইষ্ট, কৃষ্টি বা ধর্ম্মই হো'ক,
বা শ্রেয়-জনই হউন,
কোনটার উপর তাঁ'দের কোন ঝোঁক নাই,
চলেনও তেমনি অননুচর্য্যী চলনে—
কেন্দ্রায়িত তপশ্চরণকে বিদায় দিয়ে.
তাঁ'রা যা'ই হন, আর যেমনই হন
তাঁ'দের জীবন বিকেন্দ্রিক,
মানবতার পরিধির বাইরেই তাঁ'দের জীবন-পরিক্রমা,
কারণ. যা'রা সুকেন্দ্রিক নয়,
সত্তাপোষণী নয়কো,
জীবন ও বৃদ্ধির অননুচর্য্যী,
বৈশিষ্ট্য ব্যাহত তা'দের,
ব্যক্তিত্বও অসঙ্গত বোধি-সম্পন্ন,
প্রবৃত্তি-মোহই তা'দের পরিচালক,
আর, তা'ই তা'দের স্বার্থ। ৩৮৫৫।
২৭।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'রা ভ্রষ্টচরিত্র,
তা'রা সৎ-অনুচর্য্যী নিয়ন্ত্রণকুশল তৎপরতা
ও তদনুপাতিক বাস্তব চলনকেও
অযথা ঐ ভ্রষ্ট দোষের আরোপে অনুরঞ্জিত ক'রে,
লোকচক্ষুকে বিভ্রান্তিতে ব্যতিক্রান্ত ক'রে থাকে—
তা'দের ঐ ভ্রষ্ট চরিত্রের সমর্থনী স্বার্থের জন্য,
এই দেখে বুঝতে হবে—
ঐ ভ্রষ্ট ধারণাকে পোষণ ক'রে বেঁচে থাকাই
তা'দের জীবনের অহিফেন-স্বরূপ। ৩৮৫৬।
২৭।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩১

যে-বাদেরই উপাসনা কর না কেন,
তা' মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ
সত্তাপোষণী ও বর্দ্ধনী হো'ক বা না হো'ক,
তা'ই তোমার চলনাকে ধারণ ক'রে চ'লেছে,
আর, তা'ই ধর্ম্ম তোমার কাছে,
তা'তেই আলম্বিত তুমি,
তা'র প্রবর্ত্তক যিনি
তিনিই তোমার কাছে মহিমান্বিত পুরুষ.
আর, তাঁ'রই অনুবর্ত্তনা তোমার কাছে তপস্যা—
তা' নিকৃষ্টই হোক,
আর উৎকৃষ্টই হো'ক,
প্রাচীনকে অন্বিত ক'রে
বর্ত্তমানকে পরিস্ফুরিত ক'রে
ভবিষ্যৎকে সম্বর্দ্ধনায় সার্থক ক'রে তোলার মত
সত্য তা'তে থাক্ আর না-থাক্ ;
কিন্তু যে-আচরণ সপরিবেশ তোমাকে
জীবন ও বর্দ্ধনে উন্নত ক'রে
শ্রেয়নিষ্ঠ সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যের সহিত
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে
সার্থক অন্বয়ে ধারণ, পোষণ ও বর্দ্ধন ক'রে তোলে,
এক-কথায়, যা' দিয়ে
লোকস্থিতি বিহিত হয়, বর্দ্ধিত হয়,
তা'ই-ই ধর্ম্মাচরণ। ৩৮৫৭।
২৭।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৩

গোঁড়ামীর মাত্রা ততটুকু হওয়া ভাল
যা'র ফলে তা' প্রাচীনের বহুদর্শিতাকে

বোধে সুসঙ্গত ক'রে
বর্ত্তমানকে সত্তানুপোষণে উদ্ভিন্ন ক'রে,
ভবিষ্যতের সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে চ'লতে পারে,
আর, পরিস্থিতি ও পরিবেশে
যা'ই কিছু থাক্ না কেন
তা'কেও সুসঙ্গত বোধিতৎপরতায়
অনুধ্যায়ী অন্বয়ে সত্তায় সার্থক ক'রে তুলে
আত্মীকৃত ক'রে নিতে পারে—
সত্তার সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী অনুচর্য্যায়,—
তোমার শারীর সত্তায় গোঁড়া হ'য়ে
যেমনতর তা'র পরিপোষণী সার্থকতায়
অন্বিত বোধি নিয়ে
প্রতিটি বস্তু ও ব্যষ্টিকে ব্যবহার ক'রছ। ৩৮৫৮।
২৭।১১।১৯৫১, রাত্র ৮টা

কোন দেশকে যদি অধিকারে আনতে হয়,
খুব ক'রে স্মরণ রেখো,
তোমার অনুচর্য্যা যেন স্বার্থসন্ধিক্ষু
শোষক না হ'য়ে
তা'দের সত্তা, জাতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আভিজাত্যের
সম্পোষণী, সম্পূরণী
ও সংরক্ষণী হ'য়ে ওঠে—
একটা হৃদ্য তৎপরতা নিয়ে,
অপঘাতী বা অপচয়ী যা'-কিছুকে নিরোধে ব্যর্থ ক'রে,
তা'দের সত্তাকে নিরাপত্তায় নিঃসন্দেহ ক'রে,
বিহিত সুবিন্যাসে ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যকে

উদ্বর্দ্ধনায় স্বাধীন ক'রে—
বান্ধবাত্মক অনুরত সম্বর্দ্ধনায়। ৩৮৫৯।
২৭।১১।১৯৫১, রাত্র ৮-১০

কেউ যদি কা'রও প্রতি
স্বার্থসন্ধিৎসু আক্রোশ-বশতঃ
তা'র শরীর, মন, জাত,
ইজ্জত, মান, সম্ভ্রম ও সম্পদে
সংঘাত সৃষ্টি করে,—
তখন তা'র সত্তাই অসৎ-নিরোধী সম্বেগে
সজাগ হ'য়ে ওঠে,
তা'র বোধিতাৎপর্য্য অনুপাতিক
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সত্তা তা'র আত্মরক্ষার জন্য
স্বাভাবিক সম্বেগে
তা'র বোধি-তাৎপর্য্যানুপাতিক
এই প্রতিক্রিয়ার অবতারণা ক'রে থাকে,
এটা স্বাভাবিক সন্দীপনা,
এর জন্য দোষী কে?
দোষী কিন্তু ঐ স্বার্থসন্ধিৎসু আক্রোশ,
যা' তা'র প্রবৃত্তিপোষণী ইন্ধনের জন্য
কাউকে অপদস্থ ক'রে
ঘৃণা ক'রে
বিরক্তির সহিত দোষারোপ ক'রে
লোলুপ পদবিক্ষেপে ঐ সংঘাত সৃষ্টি ক'রছে;
তুমি যদি ঐ সংঘাত-নিপীড়িত যে
তা'কে আশ্রয় না দিয়ে

যে সংঘাত সৃষ্টি ক'রেছে
তা'কে প্রশ্রয় দাও,
বা উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত কর,—
পরোক্ষভাবে ঐ দোষের সমর্থক তুমি,
ঐ দোষারোপ মিথ্যা, অবিবেকী,
হিতঘ্নী তা',
তুমিও দুষ্ট সেই দোষে,
তোমার ঐ প্রকার সমর্থনের ফল
অত্যাচার-আহব সৃষ্টি ক'রে
বহুকেই বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে;
এই ঘৃণ্য ব্যাপারের প্রবর্ত্তক ও পুরোহিত তুমিই,
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে
অবস্থাকে অনুধাবন ক'রে
বিহিত যা' তা'ই করাই সমীচীন কিন্তু। ৩৮৬০।
২৮।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

কা'রও প্রতি বিরোধ বা অসন্তোষ বশতঃ
সেই বিরোধ বা অসন্তোষকে ভিত্তি ক'রেই
একলহমার জন্যও যদি তুমি উচ্চারণ কর—
'আমি ঠাকুর মানি না,
দেবতা মানি না,
বা ধর্ম্ম, কৃষ্টিকেও মানি না,
এবং একলহমায় সেগুলিকে ত্যাগ ক'রতে পারি
বা দূরে স'রে যেতে পারি',
তুমি কাজে কিছু কর বা না-কর
অমনতর কথাই জানিয়ে দিচ্ছে—
তোমার জৈবী-সংস্থিতি

কী প্রবৃত্তি ও সম্বেগকে বহন ক'রে চ'লেছে ;

তুমি যদি
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁ'র তাড়ন, পীড়ন
আর তোমার হিসাবে অন্যায্য ব্যবহার যা'
সার্থক বোধি নিয়ে তা'কে সহ্য ক'রে
অচ্যুত অনুরাগে তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে
কায়মনোবাক্যে নিবদ্ধ থাকতে না পারলে,
বেফাঁস, ব্যত্যয়ী আচার, ব্যবহার বা বাক্য
অসাবধান মুহূর্ত্তেও যদি বেরিয়ে আসে,
তা' কিন্তু ব'লেই দেয়, তুমি অন্তরে কী,
তুমি কখনই কায়মনোবাক্যে
তাঁ'র অনুবর্ত্তী ছিলে কিনা তা'ও সন্দেহের,
স্বার্থসন্ধিক্ষু কপট কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রেই তুমি চ'লেছ ;
স্বপনেই হো'ক, বা জাগরণেই হো'ক,
এমন ঘৃণ্য বৃত্তির আভাস পেলেই
তা'কে সংশোধন ক'য়ো,
নয়তো, জাহান্নম জলুস-উপঢৌকনে
তোমাকে প্রলুব্ধ ক'রে
তা'র অঙ্কশায়ী ক'রে তুলতে কসুর ক'রবে না। ৩৮৬১।

২৮।১১।১৯৫১, বেলা ৯-১০

তোমার দক্ষতা যোগ্যতায় অভিনন্দিত হোক,
আর, এই যোগ্যতা
যতই তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,—
বিনয়ও তেমনি
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তোমার অন্তরে,

কথায় বলে, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি',
দক্ষতার উদ্ধত অহমিকা
চ্যুতিকে আবাহন ক'রে
ছাগমুণ্ডকেই উপঢৌকন দিয়ে থাকে। ৩৮৬২।
২৮।১১।১৯৫১, বেলা ৯-১৫

যে-প্রীতি ছুঁৎ-ডুষ্ট,
অনুরোধ, উপরোধ ও তোষামোদ-সাপেক্ষ,
যা' কথায়-কথায় সন্দেহসঙ্কুল, অনাস্থাপ্রবণ
দ্রোহদীর্ণ হ'তে থাকে,
তা' কিন্তু প্রীতিই নয়কো,
বরং স্বার্থ-সন্ধিক্ষু ভাবালুতা মাত্র। ৩৮৬৩।
২৮।১১।১৯৫১, বেলা ১২-৩০

তুমি তোমার নিজের শ্রম,
অনুচর্য্যা ও অধ্যবসায় দ্বারা যা' অর্জ্জন কর,—
তা'তেই তোমার কৃতিত্ব,
ঐ কৃতিত্বের অবদান দ্বারা
যা'কে অভিনন্দিত ক'রে তুলে সুখী হও,
সেই তোমার আত্মীয়,
আবার, ঐ শ্রম, অনুচর্য্যা বা অধ্যবসায়ের বিনিময়ে
যা' পাও—
তা'ই তোমার নিজস্ব,
তা'তে লিপ্সা ও আকাঙ্ক্ষা যদি তোমাকে
দলিত বা দমিত না করে,
বরং তোমার নিজস্ব যা'-কিছু
তা' প্রয়োজনমত অন্যকে দিয়ে

যদি আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হ'য়ে ওঠ,
বা ক্ষেত্র-বিশেষে ঐ সম্পদকে উপেক্ষা ক'রেও
ব্যথিত না হও,
সেই ত্যাগই বাস্তব ত্যাগ ;
নইলে, বিনা প্রচেষ্টায়
অন্যের অজচ্ছল অনুগ্রহ-অবদানের উপর দাঁড়িয়ে
যে বদান্যতা ও ত্যাগ,
তা'তে তোমার সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার কিছু নেইকো,
তাই, তা' তোমার যোগ্যতাকে
জলুসমণ্ডিত ক'রে তুলবে না কিছুতেই। ৩৮৬৪।
২৮।১১।১৯৫১, বিকাল ৫টা

যেখানেই দেখছ
সন্দেহ, অবিশ্বাস
দোষারোপ, নিন্দা, আক্রোশ ও অপবাদ—
তা' তোমার শ্রেয়ার্থ-বিষয়েই হো'ক,
নিজের বিষয়েই হো'ক
বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের বিষয়েই হো'ক,—
হৃদ্য ব্যবহারের সহিত
সেটা কী বিষয়ে তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নাও,
কখন কী পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে
কিসের ভিতর-দিয়ে কেন এর উৎপত্তি—
আলোচনা ক'রে তা'ও স্পষ্টভাবে বুঝে নাও,
আবার, তা' অযথা, অন্যায় বা অনুমানাত্মক কিনা
তা'ও যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ কর—
বাস্তব সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষায় ;
বুঝে-সুঝে

তা'র সুসঙ্গত বিহিত উত্তর দাও—
কোন বিরুদ্ধ বা খোঁচামারা ব্যবহার না ক'রে,
কোন্ বিষয়ে কী উত্তর
শোনবার সাথে-সাথে সেগুলি
সুসঙ্গত অনুধ্যায়ী বিবেচনায়
যথাক্রমে মনে-মনে এঁচে নিও,
যা'তে প্রত্যেকটি কথারই
পর্য্যায়ী তাৎপর্য্যে নিখুঁতভাবে উত্তর দিতে পার—
তৃপ্তিদ অনুচর্য্যায়
সুসঙ্গত ব্যবহার ও ভঙ্গীর সহিত
সুবিন্যাসে যথার্থতাকে উদ্ঘাটিত ক'রে,
যা'র ফলে, সে বিষয়ে কা'রও অন্তঃকরণে
কৈফিয়ত তলব করবার মত কিছু না থাকে ;
এবং ঐগুলি যা'তে
কোনপ্রকার আপদ সৃষ্টি ক'রতে না পারে—
সে-সম্বন্ধে সুচিন্তিতভাবে
বিহিত যা' করবার তা' ক'রবেই,
এতে ঐগুলি কমই প্রভবান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে,
তা'তে তোমারও মঙ্গল
অন্যেরও মঙ্গল,
তোমার উদ্দেশ্যকে সজাগ রেখে
তা'র অনুগামী ক'রে
সুসঙ্গতি-সহকারে
তোমার বাক্য ও ভঙ্গীগুলিকে নিয়োগ ক'রো,
নজর রেখো, তোমার কথা বা ব্যবহার যেন
কোন আপদের আমন্ত্রক না হ'য়ে ওঠে,
বরং সুব্যবস্থিতিতে নিরোধই করে

অসঙ্গত, অসমীচীন বা মিথ্যা যা'-কিছুকে ;
আবার, বিধিসঙ্গত বিবেচনায়
যদি কেউ দোষীও হয়
বা নিজেই হও,
সুব্যবস্থিতির সহিত সেখানে
অনুযোগ-উৎক্ষিপ্তকে
সানুকম্পী সম্বেদনা-সম্বোধনায়
শান্তি ও সুস্থিতে যা'তে সংস্থ করতে পার—
মিলনাত্মক আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'ই-ই কিন্তু প্রকৃষ্ট পথ,
অন্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ সেখানেই উপচে ওঠে,
শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য-স্থাপক যা'রা
তা'রাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করে। ৩৮৬৫ ।
২৮।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪০

সাধু-সন্নিভ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের সহিত
কুৎসিত চরিত্র
ও বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য-অভিঘাতী চলন
ব্যষ্টিগতভাবে তো খারাপই,
তা' ছাড়া, গণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও সাংঘাতিক ;
অমনতর প্রকৃতি-সমন্বিত যা'রা
তা'রা মহৎলোকের খুঁতগুলি সংগ্রহ ক'রে
নিজ চলনের সমর্থনে
গণজীবনকে তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে—
একটা বিষাক্ত সংক্রমণ-তৎপরতায়। ৩৮৬৬ ।
২৯।১১।১৯৫১, সকাল ৮-২২

দুষ্টবুদ্ধি যা'রা,
তা'রা মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে
কপট-উদ্দীপনায়
আত্মসমর্থনোদ্দেশ্যে
সৎ-লোকের নিন্দা না ক'রেই পারে না,
তা'দের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত চলনের
তোষামোদ করে যা'রা,
তা'দিগকেই শ্রেয় ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকে—
যদিও ঐ তোষামোদ সর্ব্বনাশা ও সাংঘাতিক,
তা'রা সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুশাসনকে
হীনম্মন্য আক্রোশ-উদ্দীপনায়
ত্রুটিসঙ্কুল ঘৃণ্য ব'লেই ব্যক্ত ক'রে থাকে,
চলেও তেমনি—
গণসমাজের ক্ষয় ও ক্ষতির বীজাণুবাহী হ'য়ে। ৩৮৬৭।
২৯।১১।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

তুমি বিগতেরই পূজা কর,
দারুময়, প্রস্তরময়, মৃন্ময় দেবতা
বা তাঁ'দের আলেখ্যকেই পূজা কর,
যা'রা জীবন্ত নয়,
যে জীবন ও চরিত্র তোমাকে
প্রেরণাপ্রদীপ্ত ক'রতে পারে না,
তোষণ, পোষণ ও তাড়নে
তোমাকে সম্বর্দ্ধনার পথে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে না,
লাখ শ্রদ্ধা তাঁ'তে থাক না কেন—
তা' তোমাকে বোধিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
কর্ম্মঠ অনুচর্য্যায়

বহুদর্শিতায় বোধকে অন্বিত ক'রে
সার্থক সমন্বয়ে প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না—
প্রবৃত্তিগুলির সংহত সার্থক অনুদীপনায় ;
তোমার শ্রদ্ধানুস্যূত আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
শ্রেয়পুরুষের প্রেরণার সংঘাত যদি না পাও,
তবে তোমার বৃত্তিগুলি
সংঘাতই প্রাপ্ত হবে না,
ভেঙ্গে সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ে
অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
এক কথায়,
তোমার উদ্ধার অপদীপ্ত হ'য়েই চ'লবে—
ও পূজা বা উপাসনা অধমেরও অধম ;
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সদ্‌গুরুতে
অচ্যুত-শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
কর্ম্মঠ অনুচর্য্যী চলনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র জীবনলীলার ভিতরেই
যখন বিগত বা ঐ সমস্ত দেবতার তাৎপর্য্যকে
উপলব্ধি ক'রতে পারবে—
বাস্তব অনুভবে,
অন্বিত সার্থকতায়,—
প্রীতি, মুক্তি ও বোধি তোমাকে
সুসঙ্গত অন্বয়ে
ব্যক্তিত্বের অভিদীপনায়
শুভ চারিত্রিক বিনয়ী বর্দ্ধনে
মোক্ষ, ভক্তি ও প্রাপ্তিতে সার্থক ক'রে তুলবে,
স্বর্গ পারিজাত-উপঢৌকনে
তোমাকে অভিবাদন ক'রবে তখনই ;

তাই, বিগতদের পূজা যা'রা করে—
তা'রা অবৈধভাবে বর্ত্তমানেরই পূজা ক'রে থাকে,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তথাগত বর্ত্তমান যিনি—
তাঁ'তে অচ্যুত-শ্রদ্ধাসমন্বিত অনুবর্ত্তনী অনুচর্য্যা
প্রাপ্তিকে প্রকৃত ক'রেই তোলে,
বিগতদের জীয়ন্ত অভ্যুত্থানই বর্ত্তমানের ভিতর,
তাই, অধুনাতন
আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী সদ্‌গুরুকে
ভিত্তি ক'রেই
দেবতাপূজার বিধান শাস্ত্রে বর্ণিত হ'য়েছে,
কিন্তু তাঁ'র নব-কলেবরের অভ্যুত্থান হ'লে
তিনিই তোমার উপাস্য,
আর, তাঁ'কে বাদ দিয়ে যা' কর
তা' ব্যর্থ অতিনিশ্চয়। ৩৮৬৮।
২৯।১১।১৯৫১, বেলা ৮-৪৫

যা'রা কা'রও প্রতি অসন্তোষ
বা অবিশ্বাস পোষণ ক'রে
নিন্দা, অপবাদ রটিয়ে চলে,
অথচ যা'কে উপলক্ষ ক'রে তা' করে—
তা'র অবস্থা, উদ্দেশ্য যা'-কিছুকে বিবেচনা না ক'রে
আত্মসমর্থনের খাতিরে তা' ক'রে বেড়ায়,
তা'রা ঘৃণ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন,
কুৎসিত মনোবৃত্তিই তা'দের চালক;
জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—
তা'রা যা'র বিষয়ে যা' ব'লছে

তা'র অবস্থা ও ঐ ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রে
উপযুক্ত প্রামাণিক অনুসন্ধানে
তা'র উদ্দেশ্য-অবগতির সহিত বলছে কিনা,
তা' যদি না জেনে থাকে,
তৎক্ষণাৎই বুঝে নিও—সে কী। ৩৮৬৯।

২৯।১১।১৯৫১, বেলা ১০টা

বুঝেও তা' গ্রহণ ক'রতে
ইতস্ততঃ-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া—
তা' সত্যের বেলাই হো'ক,
সৎ-সন্দীপ্ত আপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
মহাপুরুষের কাছে দীক্ষাগ্রহণের বেলায়ই হো'ক,
বা অন্য কিছু সুসঙ্গত
বৈশিষ্ট্য ও সত্তাপোষণী ব্যাপারেই হোক,
সেটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃত্তি-অভিভূতিরই লক্ষণ,
সুসঙ্গত বাস্তব সত্যে দাঁড়িয়ে
উপচয়ী পুরশ্চরণই হ'চ্ছে
বর্দ্ধন-আকূতি-অভিদীপনা। ৩৮৭০।

২৯।১১।১৯৫১, বেলা ১১-৫

যে-মেয়েরা স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়কো,
স্বামীর শ্রেয়ানুপোষিণী নয়,
অনুচর্য্যাপরায়ণা নয়,
মনোবৃত্তি-অনুসারিণী নয়,
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মানুসারিণী নয়কো,
দ্রোহভাবাপন্ন,—
তা'রা যদি ভরণপোষণের দাবী করে—

তা' নীতি বা বিধি-সঙ্গত নয়,
আর, সেই দাবীটাও কামশুল্কের
ঐকদেশিক জবরদস্তি ভিন্ন
আর কিছুই নয়কো,
যা'র ফলে, পুরুষরাও
এমনতর তথাকথিত বিবাহনিবন্ধকে
অবৈধ অনুপচয়ী দায় ব'লেই মনে করে। ৩৮৭১।
২৯।১১।১৯৫১, দুপুর ১২-৪৫

তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের
দর্শন ও ভাবধারায়
যেখানে যা'কে পাও,
তা'দের অন্তঃকরণকে ভরপুর ক'রে দাও—
সুসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ হৃদ্য অনুচর্য্যায়,
যা'তে সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা'রা
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে তা'রা—
সুকেন্দ্রিক প্রগতিমুখর হ'য়ে
বাক্যে, ব্যবহারে ও চরিত্রে,
সুনির্ব্বন্ধ সহৃদয়ী বাস্তব বান্ধবতা নিয়ে
তদনুচলনে ;
এই সম্বেগ স্বতঃ-মুখর হ'য়ে থাকাই হ'ল
আর্য্যত্বের লক্ষণ। ৩৮৭২।
২৯।১১।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

কামগৃধ্নু অশ্রেয় অনুরতি যা'দের,
যা'রা অপকৃষ্টের জনয়িতা,
পোষয়িতা ও বর্দ্ধয়িতা,

তা'রা রাষ্ট্র ও সমাজের বিষ-বিজৃম্ভণী,
নরকাগ্নিই অবশ্যম্ভাবী উপহার তা'দের,
এ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই। ৩৮৭৩।
২৯।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মে
মানুষকে দীক্ষিত ক'রতে হবে,
শিক্ষায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে তা'রা তা'দের বোধি-অনুশাসনমাফিক
তদনুপাতিকভাবে জীবনবৃদ্ধির অভিযানে
এগিয়ে যেতে পারে,
এমনতরভাবেই তা প্রচলিত ক'রতে হবে,
প্রবর্ত্তিত ক'রতে হবে
প্রত্যেকটি ব্যষ্টির অন্তঃকরণে,
যা'তে সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণায়
প্রতিটি ব্যষ্টি প্রতিটি ব্যষ্টির অনুপূরণী হ'য়ে
শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধির সম্যক চলনে চ'লতে পারে,
যা'তে তা'দের জীবন-স্বার্থ
ঐ হ'য়ে দাঁড়ায় সর্ব্বতোভাবে,
আর, সবাই সবাইকে 'নমস্তে'-অভিবাদনে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারে,
প্রতিটি ব্যষ্টির দৈনন্দিন করণীয়
সব কাজের ভিতর-দিয়ে এই-ই। ৩৮৭৪।
২৯।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১৫

বিবাহে সার্থকতা ও সাফল্যের প্রাণই হ'চ্ছে—
ইষ্ট ও কৃষ্টি-অনুবর্ত্তী স্বামীর প্রতি

স্ত্রীর শ্রদ্ধানুস্যূত রুচিরাগ-রঞ্জিত
মনোবৃত্ত্যনুসারী, বৈধী
শ্রেয়-অভিদীপ্ত আনুগত্য-অনুবর্ত্তিতা,
আর, স্বামীর ইষ্টানুগ স্নেহলদীপ্ত
হৃদ্য আচরণ-অনুকম্পী পোষণ-প্রবোধনা,
আবার, তা' হ'তে গেলেই দেখতে হয়
বরের কুলসংস্কৃতি,
যা' আচার, ব্যবহার, আদব-কায়দায়
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,
তা' মেয়ের কুলসংস্কৃতি,
আচার, ব্যবহার, আদব-কায়দার
অনুপূরণী কিনা ;
অমনতর অচ্যুত শ্রেয়শ্রদ্ধ বরকে
মেয়ে সতৃষ্ণ তৃপ্তিতে বরণ ক'রবে,
তা' হ'তে হ'লেই চাই—
কন্যার চরিত্রগত আচার, ব্যবহার
চালচলন, রুচি ও বাক্-ভঙ্গী
বরের চরিত্রগত আচার, ব্যবহার, চালচলন,
রুচি ও বাক্-ভঙ্গীর অনুপোষণী ও অনুবর্ত্তনী হ'য়ে থাকা ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
স্বামী-সত্তাই স্ত্রীর সত্তা হ'য়ে ওঠে,
স্বামী-স্বার্থই স্ত্রীর স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
স্বামীর বর্দ্ধনাতেই স্ত্রী বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
সেখানে স্বামীর লোক-দেখানো আচার-ব্যবহারের
প্রয়োজন থাকে না,
প্রশ্নও থাকে না,
তা'র স্বভাব স্বতঃ-অভিব্যক্তি নিয়ে

যে রাগ-পরিক্রমায় অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই স্ত্রীর তোষণী, পোষণী
ও তৃপ্তির পরম তীর্থ হ'য়ে ওঠে,
কৈফিয়ত-তলবের কিছু থাকে না,
দুটি প্রাণী একাত্মদীপক হ'য়ে
সার্থক অভিযানে চ'লতে থাকে,
আর, যে-মুহূর্ত্তেই স্ত্রী স্বামীস্বার্থিনী হ'য়ে ওঠে—
অনুচর্য্যাপরায়ণ ক্লেশসুখপ্রিতা নিয়ে,—
সেখানে স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও
স্বামী-স্বার্থই সব বিভেদকে নষ্ট ক'রে
তা'দিগকে একসত্তা-অনুস্যূত ক'রে তোলে ;
অন্ততঃ এতটুকু প্রাণবন্ত আকর্ষণ না-থাকা সত্ত্বেও
যে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়,—
তা' সবর্ণই হো'ক, আর অনুলোমই হো'ক—
তা' প্রায়শঃ
অতৃপ্তি ও অসার্থকতাই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ফলে, তুষ্টিহারা জীবন নিয়েই চ'লতে হয়। ৩৮৭৫ ।
২৯।১১।১৯৫১, রাত ৯-১০

যা'র বৈশিষ্ট্যে যা' নাই
বা স্বভাবে যা' সম্ভব হ'য়ে ওঠে না,
কিংবা যা'র অবস্থায় যা' কুলোয় না,
সঙ্গতি থাক্ বা না-থাক্
তা'র কাছে তেমনতর কিছু প্রত্যাশা ক'রতে যেও না,
তা' করলে, তোমার পক্ষে সেটা
মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই হবে না,

তা'কে দোষারোপ করার
উপকরণ সংগ্রহ করাই সার হবে,
তুমিও ব্যর্থতায় বিব্রত হ'য়ে উঠবে—
তা' মানুষের বেলায়ও যেমনি,
চেতন জগতের বেলায় যেমনি,
জড় জগতের বেলায়ও তেমনি ;
যা'র বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও অবস্থার ভিতর-দিয়ে
তুমি যা' প্রত্যাশা ক'রতে পার,
তা'তেই তুষ্ট হ'য়ে থেকো,
তা'ই নিয়ে নিজের সত্তাকে পরিপোষণ
ও পরিপালন ক'রো,
গবেষণী সন্ধিৎসা নিয়ে
বিশেষকে খুঁজে পেতে দেখো—
হৃদ্য অনুচর্য্যায়,
উত্তরকালে বিশেষ কোন অবস্থায়'
তা' দিয়ে তোমার নিস্তারের পন্থাও
মুক্ত হ'য়ে উঠতে পারে। ৩৮৭৬।
৩০।১১।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

যখন যে-প্রবৃত্তি যা'র নিয়ামক—
সে সেই দৃষ্টিতেই দুনিয়াকে দেখে থাকে,
আর, তা'র প্রয়োজনেই
ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হ'য়ে চলে,
ঐ নিয়ামক প্রবৃত্তিকে ভেদ যদি ক'রতে পার,—
তবেই তা'র সত্তাকে স্পর্শ করা সম্ভব হবে,
নয়তো, অসম গোলগর্ত্তে বিষম চৌকনকীলকগাড়ার
অবস্থাই হ'য়ে উঠবে ;

শ্রদ্ধান্বিত যা'রা
তা'রাই বুঝ ও বোধকে গ্রহণ ক'রতে পারে। ৩৮৭৭।
৩০।১১।১৯৫১, সকাল ৮-২০

মহৎ যাঁ'রা, তাঁ'রা নিজেকে ক্লিষ্ট ক'রেও
বা নিজের সাথে সুসঙ্গত যা'রা
তা'দেগকে ক্লিষ্ট ক'রেও
বা শাসিত ক'রেও—
অন্যকে অর্থাৎ সুসঙ্গত নয় যা'রা,
সে আত্মীয়ই হো'ক বা অন্যই হো'ক—
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে থাকেন,
যা'তে তা'রা তা'দের চিন্তায়
চেতন প্রবোধনায় নিজেদিগকে অনুতপ্ত ক'রে
বোধ ও প্রবৃত্তিকে সার্থক সুসঙ্গতিশীল ক'রতে
প্রয়াসশীল হ'য়ে ওঠে ;
যেমন, সীতার প্রতি অঢেল অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও
ভগবান রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন-প্রবর্দ্ধনা নিয়ে
তাঁ'র সম্বন্ধে বিহিত করণীয়কেও
নিষ্পাদন করেননি,
সীতা ক্লিষ্টা হ'লেও
ভগবান রামচন্দ্রে সুসঙ্গত একাত্ম-প্রকৃতিশীলা,
তিনি ভগবান রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও জীবনবৃদ্ধির জন্য
যা'-কিছু ক্লেশকে স্বীকার ক'রেও
আত্মপ্রসাদ-অভিনন্দিতা হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
নিজ করণীয় নিষ্পন্ন ক'রে
নিজেকে গৌরবান্বিতাই বোধ ক'রতেন,

এমনি বহু মহাপুরুষের বহু রকমারি চলনা থাকতে পারে—
কিন্তু সবই যে শ্রেয়সন্দীপী তা' সুনিশ্চিত ;
তাই, মহাপুরুষকে বিবেচনা ক'রতে
প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের সহিত
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত বিচক্ষণ অনুচর্য্যায়
তাঁকে জানতে হয়, বুঝতে হয়
ও চ'লতেও হয় তেমনি,
প্রবৃত্তির কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রে
তাঁদের অনুবর্ত্তন করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না,
দৃষ্টিও ঘোলাটে হ'য়ে ওঠে ;
তাঁ'রা এমনতরই অচ্যুত-ইষ্টার্থপরায়ণ
এমনতরই নিদেশদীপী,
এতই সন্ধিৎসোৎসুক,
এতই সম্বেদী বিস্তারপ্রবণ,
এমনতরই উদাত্ত উদার,
নিজ ও নিজ-জন সম্বন্ধে এমনতরই স্বভাব-উদাসীন,—
লোককল্যাণে এমনই বেপরোয়া—
কুশল তৎপরতা নিয়ে,
যে, সাধারণ বোধির পক্ষে তা' অচিন্তনীয়,
তাই, তা'দের অনুচর্য্যা না করা—
পাপ ও প্রলোভনেরই সেবা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৩৮৭৮।
৩০।১১।১৯৫১, বেলা ৯-৫০

যে-প্রীতি ছুঁত পেলেই নষ্ট হ'য়ে যায়—
তা' মান, অভিমান, স্বার্থ, সুযোগ, সুবিধা
আচার, ব্যবহার, শাসন যা'তেই হো'ক না কেন,

তা'র প্রতি আস্থা রেখে চ'লতে যেও না,
সে প্রীতি বা অনুকম্পা তোমাতে সুসঙ্গত নয়কো,
এতটুকু ব্যতিক্রমের ছোঁয়াচ পেলে
তা' নষ্ট হ'য়ে যাবে,
ঐ জাতীয় প্রীতি বা অনুকম্পাকে,
প্রীতি বা অনুকম্পার বাস্তব মূর্ত্তি ধ'রে নিয়ে
ঠ'কতে যেও না। ৩৮৭৯।
৩০।১১।১৯৫১, বেলা ১০টা

অসৎ ভেবে সৎ যা'রা,
তা'দিগকে নাজেহাল ক'রতে যেও না,
ফলে, অসৎ যা'রা, তা'রা পরাক্রান্তই হ'তে থাকবে,
বরং অনুসন্ধানে অসৎকে অবরুদ্ধ ক'রতে না পার—
তা'ও ভাল,
কিন্তু সৎকে নাজেহাল ক'রে
অসৎকে সতর্ক ক'রে দিও না;
সন্ধিৎসু দৃষ্টি ও চলনকে প্রখর রেখে
চুপ ক'রে চলাও ভাল,
তা'তে বরং ঐ অসৎকে নির্দ্ধারণ করার
সুযোগ পাবে বহুত। ৩৮৮০।
৩০।১১।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

যদি শাসন-সংস্থাকে গণ-আস্থায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে চাও,
তবে বৈশিষ্ট্যপালী গণস্বার্থী পুরোধ্যাসী
বা নেতৃপুরুষে
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,

অচ্যুত ইষ্টপ্রাণতাই হ'চ্ছে
ঐ পুরোধ্যাসী বা নেতৃপুরুষের
প্রথম ও প্রধান সমঞ্জসা সদ্‌গুণ
যা'র দরুন জনগণ ও শাসন-সংস্থার প্রত্যেকেই
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ;
ঐ শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সদ্‌গুণ
কর্ম্মঠ উর্জ্জী সংবেদনায়
শ্রদ্ধাসূত্রে সকলকে নিবদ্ধ ক'রে
সানুকম্পী সংহত ক'রে তোলে—
পারস্পরিক অনুচর্য্যায় ;
আর, বিচারালয় ও শান্তিরক্ষক দলকে
সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
তা'রা সুবিচার ও বান্ধব-নিয়মনে
যেন গণহৃদয়ের প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে
বিশ্বস্ত পরিচর্য্যায়
বাক্য ও ব্যবহারের যৌথ সঙ্গতিতে,
আপদে, বিপদে, আকস্মিক ও আগন্তুক দুর্ঘটনায়
ঐ জনগণ যেন প্রাণের বল ঠিক রেখে
সুসংহতির সহিত
দক্ষ ও যোগ্য কুশল তৎপরতায়
স্বস্তিতে অব্যাহত থাকতে পারে,
নিরাপত্তায় যেন সবাই নিঃসন্দেহ থাকে,
দোষী ও নির্দ্দোষ
সুষ্ঠু স্বভাবপটু বিবেকী বিচার-অনুচর্য্যায়
তৃপ্ত হ'য়ে যেন চ'লতে পারে,
দোষীকে

শাসন, সংশোধন বা শায়েস্তা ক'রতে গিয়ে
নির্দ্দোষ যা'রা তা'রা যেন বিপন্ন হ'য়ে না ওঠে,
নির্দ্দোষের জীবনচলনা ব্যাহত হ'য়ে না ওঠে—
এমনতরই দক্ষতৎপরতার সহিত
শান্তিরক্ষক ও বিচারক যা'রা
দীক্ষা-তৎপর শিক্ষায়
কুশলকৌশলী ক্ষিপ্রতায় সুশিক্ষিত হ'য়ে ওঠে যেন ;
আবার, তেমনি তোমার নিরাপত্তায়
নিরোধশক্তি চমূবাহিনীকেও
এমনতর তৎপর ক'রে তুলো—
যেন তা'রা
কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, গণসেবা ও নিরাপত্তা বিষয়ে
সুদক্ষ হ'য়ে ওঠে—
অক্লান্ত অনুচর্য্যানিরত থেকে ;
গণসেবায় তোমার শাসন-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত
প্রত্যেকেই যেন শ্রেয়ার্থপরায়ণ প্রীতিপূর্ণ
দক্ষ ও দীপ্ত হ'য়ে চলে—
একটা স্বাভাবিক অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
অদম্য কুশলকৌশলী তৎপরতায় ;
তাই, শাসন-সংস্থার ঐ তিনটিই হ'চ্ছে মুখ্য আলোক—
যা'কে অবলম্বন ক'রে
আর সব-কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। ৩৮৮১।

৩০।১১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৪০

ঈশ্বর কোথায় থাকেন ?—
তিনি সর্ব্বানুকীর্ণ হ'য়েও
সুনৈষ্ঠিক, ইষ্টার্থপরায়ণ, তদ্‌ভাবানুরঞ্জিত ভক্ত,

যাঁ'কে তিনি বরণ করেন,
মনোনীত করেন,
তাঁ'তেই অবস্থান ক'রে প্রকট হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই তথাগত—
ঈশ্বরের মনোনীত প্রেরিতপুরুষ,
আর, তিনিই তাঁ'রই অবতার—এক—অদ্বিতীয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সর্ব্বসার্থক তিনিই,
তাঁ'র ভূতমহেশ্বর ভাবের অভিব্যক্তি ওখানেই ;
যখনই বাঁচাবাড়ার গ্লানি উপস্থিত হয়,
ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়,
তখনই তিনি অমনি ক'রে আসেন,
থাকেন, করেন, চলেন,
ঐ অভিব্যক্তি ছাড়া
তিনি অন্য কোথাও প্রকট নয়কো। ৩৮৮২।
১।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

তোমরা স্বামী-স্ত্রী ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ঐ ইষ্টানুগ প্রবর্ত্তনায়
পরস্পর একত্বানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠ,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বতোমুখী শ্রেয়ানুধ্যায়িতা নিয়ে ;
স্বামি! তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
এবং সাধ্য ও সামর্থ্য-মতন হৃদ্য আচরণে
সত্তাপোষণী ও সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনায়
স্ত্রীর প্রতি করণীর যা'—কর ;
স্ত্রী! তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ অনুবর্ত্তনায়

স্বামী-অনুচর্য্যী হ'য়ে
স্বামীর স্বার্থ, সম্বর্দ্ধনা, সুস্থি
ও সন্তাপোষণে যা'-যা' করণীয়,
সাধ্যমতন সর্ব্বতোভাবে তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
বুঝে রেখো—ঐ স্বামীই তোমার স্বার্থ,
ঐ স্বামীই তোমার সম্বর্দ্ধনা,
ঐ স্বামীই তোমার পরমতীর্থ ;
পুরুষ যদি স্ত্রীকে নিয়ত অবজ্ঞা করে,
অবহেলা করে,
দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহারে তা'র কষ্টের কারণ হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু সংসারকে বিপত্তির দিকেই
পরিচালিত ক'রে থাকে,
যে-সংসারে স্ত্রী অনাদৃত,
অযথা লাঞ্ছিত, উপদ্রুত,
স্বামীর সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সহানুভূতি-হীনতা
বা উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারের দরুন অবজ্ঞাত—
সে-সংসারে সমৃদ্ধি হতভম্ব হ'য়েই চ'লতে থাকে,
জ্ঞান, বোধিসঙ্গত পরিবীক্ষণী দর্শন, আলোচন,
চিহ্নীকরণ, শিল্পাঙ্কন
স্তিমিত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
তাই, লক্ষ্মীও অন্তর্ধান হ'তে থাকেন সেখান থেকে,
তৎসঞ্জাত সন্তান-সন্ততিও
আয়ু, বল, বীর্য্য, বোধি ও বিভায়
প্রভবান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তা'দের মস্তিষ্কের চারিত্র্যানুলেখা
বিকৃত হ'য়ে চ'লতে থাকে,

ফলে, আচার, ব্যবহার, বোধি বিকৃত হ'য়ে চলে,
এমনি ক'রেই সসন্ততি সংসার
বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে বিকৃত হ'য়ে
আত্মবিলোপের পথেই এগিয়ে চলে ;
তাই, পুরুষ তা'র আভিজাত্য-প্রবুদ্ধ বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
হৃদ্য স্নেহল সম্ভ্রমে
সঙ্গতি ও অবস্থানুপাতিক
স্ত্রীর ভরণ-পোষণে যেন স্বতঃ হ'য়েই চলে ;
নারীও তেমনি তা'র সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে
বিনীত সহনশীল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
স্বামীকে উপচয়ে সমৃদ্ধ ক'রে
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
একানুধ্যায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদ নিয়ে
তদনুচর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে
পালন, পোষণ ও পূরণ-অভিদীপনায়
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ ক'রে যেন চলে—
একটা একাত্ম-অনুপ্রেরণী তৎপরতা নিয়ে—
পুরুষের মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হ'য়ে—
আলোচনায়, মন্ত্রণায়
কর্ম্মানুপ্রেরণী একতাৎপর্য্যানুধ্যায়িতায় ;
স্মরণ যেন থাকে—
স্বামী সংসারের বিধায়ক,
আর, স্ত্রী সংসারের বিনায়িকা—
অভ্যুদয়ী অনুবর্ত্তন সলীল রেখে
বিবর্ত্তনের পথযাত্রী তোমরা,
তোমরা উভয়েই উভয়ের সত্ত্বে সত্ত্ববান ;
আর, পুরুষের যদি একাধিক স্ত্রী থাকে,

মনে রেখো, প্রত্যেক স্ত্রী প্রত্যেক স্ত্রীর
একসত্তানুগ সাত্ত্বিক অনুচারী হ'য়ে
স্বামী-সত্তারই আপূরণী অনুধ্যায়ী,
যেখানে সপত্নীগণ
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনায়
দ্রোহ ও দ্বেষ-পরায়ণা,
সেখানেই বুঝতে হবে—
স্বামী-স্বার্থ তা'দের স্বার্থ নয়কো,
বরং ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন-অনুধ্যায়িতাই
তা'দের নিয়ামক ;
যদি শ্রেয়ই চাও,
ঐ স্বামী-সত্তার আপূরণী হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের অনুপোষক হ'য়ে
ঐ স্বামী-সত্তাকেই সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
তবেই ঐ সম্বর্দ্ধনা সর্ব্বানুগ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম
নাজেহাল ক'রে তুলবেই কি তুলবে। ৩৮৮৩।

১।১২।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

ঈশ্বর অহেতুক কৃপাসিন্ধু,
তাঁ'র প্রতি হেতুবিহীন, অচ্যুত কর্ম্মঠ প্রীতিতেই
তিনি প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন। ৩৮৮৪।

১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

দেওয়া যদি না থাকে,
তোমার দাবীকে তুমিই দুর্ব্বল ক'রে তুলবে। ৩৮৮৫।

১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭টা

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মানেই বর্দ্ধনী ধর্ম্ম,
বৃদ্ধিদ ধর্ম্ম,
অর্থাৎ, যে-নীতিবিধি ও অনুশাসন-অনুচর্য্যা
বৃদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারা যায়,
বা যে নীতিবিধি ও অনুশাসন-অনুচর্য্যা
বৃদ্ধিকে ধারণ করে,
তাই, আর্য্যধর্ম্মই এই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ;
আর, আর্য্য কথাটার মূলেই আছে—
চলন, গমন, কর্ষণ,
যে কৃষ্টি বা কর্ষণের ভিতর-দিয়ে
এই বরণীয় বৃদ্ধিকে পাওয়া যেতে পারে
তা'ই আর্য্যকৃষ্টি,
তাই, আর্য্যধর্ম্মের বিশেষত্বই হ'চ্ছে
ঐ বৃদ্ধিদ কৃষ্টি বা ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টি ;
যা'ই কর, সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে অচ্যুত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের অনুবর্ত্তনে
সৎ-সম্বর্দ্ধনাকে সম্মুখে রেখে
যখন যেমন যা' ক'রে ঐ বর্দ্ধনাকে পেতে পার,
তা'ই-ই হ'চ্ছে ধর্ম্মানুশাসন,
আবার. তা'র ফলই হ'ল প্রাপ্তি ;
"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে
স ধর্ম্মঃ" । ৩৮৮৬ ।
১।১২।১৯৫১, সকাল ৯-৫

মূর্খও হওয়া ভাল,
কিন্তু এমনতর বিদ্যা ভাল নয়,
যা' মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,

সত্তাপোষণী সুসঙ্গত বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
যা'দের বোধি বিকাশ হয়নি,
এমনতর বিদ্বজ্জন সমাজের পক্ষে সর্ব্বনাশা,
তা'রা ব্যতিক্রমের বিভ্রান্ত পথিক,—
যা'দের সংশ্রবে মানুষ ওতেই সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,
বিগত বহুদর্শিতার সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বর্ত্তমানকে সত্তাপোষণী ক'রে
পরিস্ফুরিত ও পরিস্ফুট ক'রে
ভবিষ্যতের পথে শুভদা হ'য়ে চলে যা',
তা'কেই বলা যায় সত্যিকার বিদ্যা,
এমনতর বিদ্যাবান যা'রা তা'রাই সত্যদ্রষ্টা। ৩৮৮৭।
২।১২।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অচ্যুত হও তা'তে,
তোমার উদ্দেশ্য যেন তদুপচয়ী হয়,
সৎ হয়,
লোকহিতী হয়,
আর, সেই উদ্দেশ্য যা'তে সমর্থিত হয়
সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে,—
সে যা'ই হো'ক না কেন—
তা'ই তোমার করণীয়,
আর, তা'তে যতই শক্ত ও সাবুদ হ'য়ে
তদনুগ ক্রিয়াশীল হ'য়ে চ'লতে পারবে—
বহুদর্শিতার সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
বাস্তব সক্রিয়তায় তা'কে নিখুঁতভাবে মূর্ত্ত ক'রতে,—
ততই তোমার সার্থকতা,

আর, তা নিষ্পন্ন করাই হ'লো কৃতিত্ব তোমার,
দেখো, যেন ঐ উদ্দেশ্য-অনুচর্য্যা ছাড়া
কোন প্রবৃত্তি-তৎপরতা তোমাকে
বিপথগামী ক'রে তুলতে না পারে,
হিতঘ্নী ক'রে তুলতে না পারে
অনর্থক ব্যতিক্রম নিয়ে ;
বোধিতৎপর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীতে
সব-কিছুকে দেখে চ'লো—
ঐ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায়,
অদম্য আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক্লেশসুখপ্রিয়তার
অভিনন্দনায়,
আত্মপ্রসাদ নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে
কৃতিত্বের সুযোগ্য সামগানে। ৩৮৮৮।
২।১২।১৯৫১, বেলা ১১-৫

মানবতার অভ্যুত্থান তখন থেকেই হয়,
যখনই মহামানব তাঁ'র আপূরয়মাণ
বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
প্রাচীন বহুদর্শিতার সুষ্ঠু মর্ম্ম উদঘাটন ক'রে
বর্ত্তমানকে নবীনে স্ফুটতর সত্তাপোষণী ক'রে
ভবিষ্যৎ-প্রবৃদ্ধির বাণী নিয়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'তে জনগণ যতই সংহতি লাভ করে—
মানবতার অভ্যুত্থানও তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
তা' ছাড়া, মানবতার অভ্যুত্থান
স্বপ্নবিকার ছাড়া কিছুই নয়,

কোথাও দেখা যায় না—
মহৎ মানবকে অবলম্বন না ক'রে
মানবতার অভ্যুত্থান হয় বা হ'য়েছে। ৩৮৮৯।
২।১২।১৯৫১, রাত ৮টা

মানুষের প্রথম এবং প্রধান সম্পদই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে আপ্রাণতা
ও তদর্থপরায়ণতা,
এই ইষ্টার্থপরায়ণতাকে কেন্দ্র ক'রেই
মানুষের বিক্ষিপ্ত বোধিগুলি সুসংহত হ'য়ে ওঠে,
মন্ত্রণা-ব্যাপারেও তা'ই,
মন্ত্রণা-ব্যাপার কেন,
সব ব্যাপারেই তা'ই;
কোন বিষয় বা ব্যাপারের সম্যক আলোচনায়
সুসিদ্ধান্তে আসতে হ'লে পরেই
বিশিষ্ট বহুদর্শী বান্ধবদিগের সহিত আলোচনা ক'রে
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হয়,
এ পারিবারিক জীবনেও যেমন
সমাজ ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারেও তা'ই,
এই আলোচনা ক'রতে গেলে চাই
ঐ ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ বহুদর্শী বান্ধব,—
যাঁ'রা বহুদর্শী সুসঙ্গত বাস্তব বোধ ও বিজ্ঞতা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে সুপুষ্ট ক'রে তুলেছেন,
আবার, এই ব্যক্তিগুলি
তোমার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী
বান্ধবভাবাপন্ন হওয়া চাই,
আর, এই বান্ধবভাবাপন্ন হ'য়েও

তোমার অযথা সমর্থন-প্রয়াসী না হ'য়ে
স্বাধীনভাবে সব অবস্থাকে বিচার ক'রে
সমীচীন সিদ্ধান্তের অবতারণা ক'রতে পারেন বা করেন—
এমনতর হওয়া চাই ;
এই আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের
শুভ ও অশুভ সব-দিকই বিবেচনা ক'রতে হবে,
ঐ শুভকে কার্য্যকরী ক'রতে গিয়ে
আর কী কী অশুভের আমদানী হ'তে পারে—
তা'ও চিন্তায় আনতে হবে,
আবার তা'র প্রতিকার কী
তাৎকালিকভাবে বা স্থায়ীভাবে
তা'ও হিসাব ক'রতে হবে,
সেই প্রতিকারী উপায়গুলির
আমদানী করা কেমন ক'রে সম্ভব—
তা'ও বিবেচনা ক'রতে হবে ;
সম্ভব যদি হয়
ঐ শুভকে কার্য্যকরী ক'রতে গিয়ে
যা' যা' তা'কে ব্যাহত ক'রতে পারে,
তা'র নিরসনের জন্য সর্ব্বতোমুখী তৎপরতা নিয়ে
প্রস্তুত থাকতে হবে বাস্তবভাবে ;
এই এমনতর সুসঙ্গত সাবধানী পদক্ষেপে
নিজেকে প্রস্তুত ক'রে,—
তুমি যা' ক'রবে,
বীর্য্যবত্তার সহিত তা'তে লেগে যাও—
একটা সুব্যবস্থ ও সুসঙ্গত সলীল তৎপরতায় ;
কৃতি-অনুচর্য্যায়

সুপর্য্যবেক্ষণে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
শুভ-নিষ্পন্নতায় অধিরূঢ় হও,
এমনি ক'রেই কৃতী হ'য়ে ওঠ,
কোথাও একটু যেন ফাঁক না থাকে,
যে-ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ শুভ-অর্জ্জনী চলন
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত বা ব্যাহত হ'য়ে উঠতে পারে,
শ্রেয়ার্থপরায়ণ জন বা গণ-মঙ্গলকে
ইষ্টার্থে অর্ঘ্য দিয়ে
ঐ সত্য, শিব ও সুন্দরে
নিজেকে অভিদীপ্ত ক'রে তোল;
এই বিশ্লেষণী আলোচনার ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুর সুরাহায় সমাসীন হ'য়ে
যত সময় একমত না হ'চ্ছ,
তত সময় বুঝে নিও—
তোমাদের মধ্যে খাঁকতি আছে,—
তা' উদ্দেশ্যেই হো'ক
বা অধিগতিতেই হো'ক;
আবার, এই ক্রিয়মাণ পরামর্শ-মন্ত্রী
যেন বহুল না হ'য়ে ওঠে,
পাঁচ হ'তে দশের বেশী হ'লে বুঝবে—
তোমার মন্ত্রণা ও সিদ্ধান্ত
গৌণের গহীন গহ্বরে নিস্তব্ধ হ'য়ে যাবে,
আবার, ঐ মন্ত্রী বান্ধবদের মধ্যে
সুপুষ্ট ও সুদৃঢ়-ভাবে
যা'রা মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখতে পারে—

তা'রাই কিন্তু শ্রেয়,
কারণ, মন্ত্রণা যা'ই কর না কেন—
তা' যদি কোন প্রবৃত্তির ফ্যাসাদে ফেঁসে
গণের ভিতর বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চলে,—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের দায়ে
তোমাকে হাবুডুবু খেতেই হবে ;
তাই, মন্ত্রী ও মন্ত্রণার্থী উভয়েরই
সক্রিয় ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়াই হ'চ্ছে
মুখ্য সদ্‌গুণ,
কারণ, ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'লে
মস্তিষ্কের বোধিপ্রণালী
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে বিধায়
তা'দের বুদ্ধিও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। ৩৮৯০।

২।১২।১৯৫১, রাত ৮-৩০

বহু-স্ত্রীক পুরুষের
বৈধী বিবাহিতা সবর্ণা জ্যেষ্ঠা স্ত্রী যিনি
তিনিই গৃহকর্ত্রী, গৃহ সম্রাজ্ঞী,
সংসারে বিনায়িকা তিনিই,
পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য স্ত্রী যাঁ'রা—
তাঁ'দের তাঁ'রই অনুবর্ত্তিনী হওয়া বিধিসঙ্গত,
আবার, ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রী যিনি
তাঁ'রও সাধ্য ও সঙ্গতি-অনুক্রমে
বিহিতভাবে তাঁ'দের
পূরণ ও পোষণের নিয়ন্ত্রী হওয়া উচিত—
কুশলকৌশলী হৃদ্য ব্যবহারে—
ঐ স্বামীরই অনুবর্ত্তিনী ও অনুচর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে—

স্বামী-স্বস্তি ব্যাহত করে যা' তা'কে নিরোধ ক'রে—
অসৎ উচ্ছৃঙ্খল যা' তা'কে নিরাকৃত ক'রে
বিহিত সম্ভ্রমাত্মক চলনে ;
জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর অনুসারিণী ও অনুগামিনী হ'য়ে
তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত প্রীতি-পরিচর্য্যার
ব্যতিক্রম যেখানে—
সে-পরিবারও ব্যতিক্রম ও ব্যর্থতায়
সুষ্ঠু-সঙ্গতিহারা হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় বিভ্রান্ত হ'য়েই ওঠে,
সন্তান-সন্ততিও সংহতি লাভ না ক'রে
ব্যতিক্রম ও ব্যর্থতায় ছন্নছাড়াই হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, বিবাহিত পুরুষকে
কোন নারী যদি স্বামিত্বে বরণ ক'রতে চায়,
প্রথমে এগুলি বিবেচনা ক'রে
তা'র ঐ বিবাহকে বর্জ্জন বা গ্রহণ করা উচিত ;
আবার, তেমনি বরেরও দেখা উচিত
সুচিন্তিত বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে,—
ঐ কন্যা আদর্শানুগ অনুবর্ত্তনার সহিত
তা'র চরিত্রের অনুপোষণী কিনা,
মনোবৃত্ত্যনুসারিণী কিনা,
এবং ঐ কন্যার কুলসংস্কৃতি
তা'র কুলসংস্কৃতির অনুপোষক কিনা,
বিবেচনার যথেষ্ট সময় না দিয়ে
বা প্রভাবান্বিত ক'রে
যে-বিবাহ নিষ্পাদিত হয়,—
তা'তে ঐ স্ত্রীর চরিত্র ও কুলসংস্কৃতি
পুরুষের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতির

অনুপোষণী নাও হ'তে পারে,
এমনতর স্থলে বিপর্য্যয়ই দেখা যায় প্রায়শঃ,
যদিও দুস্কুল-উদ্ভূতা স্ত্রীরত্নও
মানুষের পক্ষে সৌভাগ্য-সন্দীপা,
আর, স্বস্তিপ্রদা মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রীই
স্ত্রীরত্ন ব'লে আখ্যায়িতা হ'য়ে থাকে। ৩৮৯১।
৩।১২।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

এমনতর কোন সংহতি ক'রতে যেও না,
যে-বাহানায় প'ড়ে
ইষ্টার্থী আনুগত্য শ্লথ হ'য়ে উঠতে পারে,
বা ধর্ম্মানুগ ভূমি,
যেমন যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি—
এগুলি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে এই—
স্বল্পদৃষ্টি প্রবৃত্তি-প্ররোচিত সংহতির ফলে
সংঘমেরু যদি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে,
সেখানে সংঘ-ব্যক্তিত্ব
খান-খান হ'য়ে যাবে,
তোমার সৃষ্টিকেই তুমি বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে। ৩৮৯২।
৩।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১৫

সধবা স্ত্রীর হাতে লোহা, শঙ্খবলয়
এবং কপাল ও সিঁথিতে সিন্দূর পরার প্রথা
যে প্রচলিত আছে,
তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই—
লোহা রক্তকণিকাকে সংশুদ্ধ ক'রে রাখে,

শঙ্খ অস্থিগুলির পোষণপ্রদ হ'য়ে থাকে,
এবং সিন্দূর
বৈধানিক ক্রিয়ার বিকার-বশতঃ যে বন্ধ্যাত্ব আসে,—
তা'কে অনেকখানি নিরোধ ক'রে তোলে,
অতএব এই তিনই প্রসূতিদের পক্ষে বরণীয় অলঙ্কার,
যা'র ফলে, ঐ স্ত্রী
স্বামীর বল, বর্ণ, আয়ু ও স্বস্তির
শুভদা সম্পদ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, তা'র গর্ভস্থ সন্তানকেও
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলতে ত্রুটি করে না;
তা' ছাড়া, পায়ে বিশুদ্ধ আলতা পরার যে-বিধি আছে
তা'ও সধবা স্ত্রীদের পক্ষে মাঙ্গলিক বিধি,
ঐ আলতা পা-ফাটা ইত্যাদি
নিরোধ করে তো বটেই,
তা' ছাড়া, রজঃস্রাবকেও নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে। ৩৮৯৩।

৩।১২।১৯৫১, রাত্র ৮-১৫

পোষণোপকরণ যেমনতর গুণান্বিত,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনাও তদনুপাতিক,
তাই, পোষণোপকরণ তেমনতর সাত্ত্বিক হওয়া উচিত,
যা' গ্রহণ ক'রে সত্তা সহজভাবে
সংস্থ ও সম্বর্দ্ধিত হ'তে পারে—
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত না হ'য়ে। ৩৮৯৪।

৪।১২।১৯৫১, রাত ৭-২

তীর্থস্থান,
ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম যাঁ'রা,—

তাঁদের জন্ম ও তিরোভাবের স্থানগুলিকে
কৃষ্টিপ্রবুদ্ধ ধর্ম্মকেন্দ্র ক'রে
সম্ভাবান্বিত সদাচারমণ্ডিত ক'রে
স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক তাৎপর্য্যানুগ অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে স্বাধীন ক'রে
সুনিয়ন্ত্রণে গণশিক্ষার স্বাভাবিক কেন্দ্র ক'রে তোলা
সবারই কর্ত্তব্য,
যা'তে পৃথিবীর সব দেশেরই লোকসমূহ
ইচ্ছামত সেখানে যেয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সদাচারে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে,
এবং সব দেশেরই লোক জমায়েত হ'য়ে
পারস্পরিক একত্বানুদীপনায়
সবাই সবার সম্পদ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ প্রেরিত পুরুষোত্তমের প্রতি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রতি পুরুষোত্তমকেই
তাঁ'রই বিভিন্ন প্রকট অবস্থা-বৈশিষ্ট্যে জেনে
মহাসংহতিতে সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
অনুকম্পী কর্ম্মঠ অনুদীপনায় ;
এটা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে
বিশেষ অপরিহার্য্য করণীয়,
নয়তো, লোকসম্বর্দ্ধনা ও লোকসংহতি
বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত হ'য়েই চ'লবে,
জনগণ শ্রদ্ধাহারা, ছন্নছাড়া স্বৈরাচার-অনুবর্ত্তিতায়
আত্মবিধৃতিকে হারিয়ে
খান-খান হ'য়ে যাবে। ৩৮৯৫।

৪।১২।১৯৫১, রাত্রি ৮-১৫

চমূদিগকে তা'দের তাৎপর্য্যানুপাতিক
স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও লোকহিতানুচর্য্যা-পরায়ণ
ও নিরাপত্তায় বজ্রকঠোর ক'রে তুলতে যদি না পার—
দৈনন্দিন কর্ম্মঠ সম্বেগদীপ্ত ক'রে
প্রত্যেক দলকে
নানান জায়গায় কাজে নিয়োগ ক'রে
পরিবর্ত্তনশীল পরিক্রমায়,—
তা'রা শ্লথবোধি হ'য়ে উঠবে,
তা'দের মাংসপেশী শিথিল হ'য়ে উঠবে,
মনোবেগ দুর্ব্বল হ'তে থাকবে,
তা'র ফলে, তা'রা নিয়মতান্ত্রিকতাকে
ক্রমশঃই অবহেলা ক'রতে থাকবে
সুকেন্দ্রিকতা হারিয়ে ;
ঐ জাতীয় অনুচর্য্যা ও অনুপোষণ-হারা হ'য়ে
শুধু কুচকাওয়াজ ক'রেই যদি তা'রা দিনক্ষেপ করে,
তবে রাষ্ট্রস্বার্থকে আত্মস্বার্থ ক'রে নিতে পারবে না,
বোধিপ্রখর যোগ্যতা যতই হারাবে তা'রা—
সুকেন্দ্রিক-তৎপরতাহারা হ'য়ে,
কুশলকৌশলী দক্ষতাও
তা'র ভিতর-দিয়ে ততই স্তিমিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তাই, সুদক্ষ, বিচক্ষণ চক্ষু নিয়ে
তা'দিগকে লোকহিতব্রতে নিয়োগ কর
শ্রেয়ার্থ-তৎপর ক'রে তুলে,
বজ্রকঠোর সম্বেগী ও বীর্য্যশালী ক'রে তোল—
সুসংহতির স্বতঃ-তাৎপর্য্যে—
প্রস্তুতির অঢেল উপকরণের অনুচর্য্যায়

নিরত রেখে তা'দের—
সময়ের দক্ষ ব্যবহারে । ৩৮৯৬ ।
৪।১২।১৯৫১, রাত ৮-২৮

তোমার বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা
কা'রও উদ্বেগের সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
বা দেশ-চল্‌তি মঙ্গলামঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ
যেখানে যে-সংস্কার বিদ্যমান,
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
মানুষের মনকে বিচলিত ক'রতে যেও না,
কারণ, ঐ উদ্বেগ বা বিচলিত অবস্থাই
মানুষের সুসম্বেগকে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
বরং উপযুক্ত ব্যাখ্যায়
সত্যকে উদ্‌ঘাটন ক'রে
মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রতে চেষ্টা কর,
যা'তে ঐ বোধ হ'তেই মানুষ
স্বতঃই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে । ৩৮৯৭ ।
৫।১২।১৯৫১, রাত ৮-১০

ধার্ম্মিকবুদ্ধি মানে এ নয়কো
যে, তুমি কিছু ক'রবে না,
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যায় নিরত থাকবে,
কিন্তু ঈশ্বর তা'র শুভ ফল যা' তা'ই দেবেন—
অশুভ ফলকে নিরোধ ক'রে,
কেন-না, তুমি তথাকথিত ঈশ্বর-বিশ্বাসী,
আর, তোমার অমনতর বিশ্বাসের প্রত্যাশায়
ঈশ্বর নিয়তই যেন লালায়িত ;

এই ভেবেই যদি ধর্ম্ম ক'রতে যাও
তুমি নিজেকেই প্রবঞ্চিত ক'রবে,
তিনি বিধি—
যেমন ক'রবে, পাবেও তেমনি,
তাঁ'র প্রেরিতের ভিতর-দিয়ে
সেই বাণী উদ্ভিন্ন ক'রে
শুভ-সন্দীপনী পন্থাকে নির্দ্দেশ ক'রে দেন তিনি,
সে-বাণীর নিদেশই
ভ্রান্ত পন্থার বিপাককে কী ক'রে অতিক্রম ক'রতে হয়
তা' উদ্ঘাটন ক'রে
তোমার ঈপ্সিত শ্রেয়কে নির্দ্দেশ ক'রে দেয়,
তাই, ক'রবেও যেমন,
চ'লবেও যেমন—
পাবেও তেমন। ৩৮৯৮।
৬।১২।১৯৫১, সকাল ৮-২৮

কেন্দ্রায়িত আবেগ নিয়ে
দুনিয়াদারীর বুকে সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণমুখর হ'য়ে চলাকেই
চৈতন্য-সমাধি কয়,
চলতি কথায়, যা'কে বলে চেতন সমাধি। ৩৮৯৯।
৬।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

কোন নারী বাগ্‌দান-পূর্ব্বক
কুলে-শীলে শ্রেয় কোন পুরুষের
অনুচর্য্যাপরায়ণা ও অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে যদি চলে—
মনোবৃত্ত্যনুসারিণী চলনে,

আনুষ্ঠানিকভাবে যদি তাঁদের বিবাহ
নিষ্পন্ন নাও হয়,
ঐ সচল বসবাস কিন্তু বিবাহধর্ম্মী,
পাতিব্রত্যও প্রাঞ্জল সেখানে। ৩৯০০।
৬।১২।১৯৫১, সকাল ৯-২০

শরীর ও মনে সাধারণতঃ গলদ ঢোকে
খাদ্য, সংশ্রব ও প্রবৃত্তিতান্ত্রিক সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,
তা'র মধ্যে আবার খাদ্য
ও প্রবৃত্তিতান্ত্রিক সম্বেগই প্রবল। ৩৯০১।
৬।১২।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

বিকেন্দ্রিক যা'রা
তা'দের অন্তঃকরণ উল্লোল অশান্ত হ'য়েই চলে—
প্রবৃত্তির প্রচণ্ড সংঘাতে,
আর, সুকেন্দ্রিকদের অন্তর
কল্লোলমুখর শান্তস্রোতা হ'য়েই চ'লতে থাকে—
সার্থকতার অন্বিত চলনে। ৩৯০২।
৬।১২।১৯৫১, বিকাল ৩-১৫

যা'রা বিগত বহুদর্শিতাকে উপেক্ষা ক'রে
বা সন্ধিৎসাপূর্ণ বিচক্ষণ বৈশিষ্ট্যসঙ্গত
অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তা'কে অনুধাবন ক'রে
অন্বিত একসূত্রসঙ্গতিতে উপস্থিত না হ'য়ে
প্রবৃত্তির গর্ব্বেপ্সু উল্লোল নিয়মতান্ত্রিকতায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে

ভবিষ্যৎকে গাঢ়তম তমসাচ্ছন্ন ক'রে তোলে,—
দেদীপ্যমান মিথ্যাচারী তা'রা,
শাতনের অগ্রদূত তা'রা ;
যা'ই কর, আর তা'ই কর,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সত্তা-সংবৰ্দ্ধনে নজর রেখে
যে নীতিবিধি ও চলনার প্রয়োজন হয়,
বুঝে সুঝে তা'ই কর,
নতুবা, ঠ'কবে কিন্তু। ৩৯০৩।
৬।১২।১৯৫১, বিকাল ৪-৪৫

কিছু লাভ ক'রতে গেলেই
কষ্টভোগ ও অপচয়কে সহ্য ক'রতে হয়—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমনতর
সামাজিকভাবেও তেমনি,
রাষ্ট্রগতভাবেও তেমনতরই ;
কিন্তু সব সময়
সুদক্ষ পরিবীক্ষণায় নজর রাখতে হয়,—
সেই অপচয়টা যা'তে সত্তাঘাতী না হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' উপচয়কেই আমদানী ক'রে তোলে—
দুদিন আগেই হো'ক
আর দুদিন পরেই হো'ক ;
তা'তে যা'রা নারাজ—
তা'দের উপচয়ী সমৃদ্ধিও শ্লথ হ'য়েই চলে। ৩৯০৪।
৬।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১০

যদি তোমার কোন কদভ্যাস থাকে,
তা'কে যদি সুনিয়মনে

স্থতে পরিণত নাই ক'রতে পার,
তাহ'লে যদি সম্ভব হয় তোমার পক্ষে,
অন্ততঃ এতটুকু কর
যা'তে কদভ্যাসটাও সুফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে
তোমার সপরিবেশ নিজ জীবনে,
কেউ তা'র দ্বারা সংক্রামিত না হয়,
দুষ্ট না হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
এতে অন্ততঃ এতটুকু বোঝা যাবে—
তুমি অনেকটাই সৎ-সম্বেগী,
লোকের অহিত তুমি চাও না,
এই চলনে একদিন হয়তো
তুমি ঐ কদর্য্য অভ্যাস হ'তে
মুক্তিলাভও ক'রতে পার। ৩৯০৫ ।
৬।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-১৫

কৌলীন্যকে ত্যাগ ক'রো না,
বৈশিষ্ট্যপালী আভিজাত্যকে অবজ্ঞা ক'রো না,
সৎ-সন্দীপনী আচার,
শৌর্য্য-অভিনিষ্যন্দী বিনয়,
সুসঙ্গত বোধিতৎপর বিদ্যা,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব,
শ্রেয়ানুচর্য্যী তীর্থদর্শন,
ইষ্টানুধ্যায়ী সত্তাপোষণী নিষ্ঠা,
সংস্কৃতি-অনুগ বৃত্তি,
সুকেন্দ্রিক সার্থক তপশ্চরণ,
গণহিতী, প্রবুদ্ধ দান—
কুলমর্য্যাদাসূচক এই নয়টি সহজ সদ্গুণকে

স্বতঃ ও সলীল ক'রে রাখ—
সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হয়
অভ্যাস ও ব্যবহারের মর্য্যাদার ভিতর-দিয়ে
—এমনতর ক'রে ;
তুমিও বাঁচবে,
সম্বর্দ্ধনার ফাল্গুনী আবহাওয়ায়
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে তুমি,
সপরিবেশ তোমার সন্তান-সন্ততিও
গজিয়ে উঠবে তেমনি। ৩৯০৬ ।
৬।১২।১৯৫১, রাত ৮-৪৫

ঈশ্বরের নামে
জীব বা পশু বধ ক'রতে যেও না,
কারণ, ঈশ্বর সবারই জীবনস্বরূপ,
তাই, কা'রও জীবনকে নিহত ক'রে
ঈশ্বরের উপাসনা হয় না,
তা'তে বরং অভিশাপেরই অধিকারী হ'তে হয়। ৩৯০৭ ।
৭।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

যে-কন্যা
শ্রেয়বরে বিবাহিতা হওয়ার পর
নিজের আচার, ব্যবহার, বাক্য ও অনুচর্য্যায়
স্বামী-গৃহে সসম্ভ্রমে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে
সংসারকে উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে—
পরিবার ও পরিবেশের
সম্ভ্রমাত্মক স্নেহ ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ ক'রে,
শ্রেয়নিষ্ঠ ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সদাচার-অনুগ হ'য়ে,

অচ্যুত পাতিব্রত্যে অধিষ্ঠিত থেকে—
বৈশিষ্ট্যপালী অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সৌকর্য্য-সন্দীপনায়,—
সেই মেয়েই পিতৃকুলোজ্জ্বলা হ'য়ে থাকে ;
মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বতঃই তা'কে সম্বর্দ্ধিত করে,
সম্ভ্রম সম্ভ্রান্ত পায়ে নতজানু হ'য়ে
তা'কে সেবা ক'রে থাকে। ৩৯০৮।
৭।১২।১৯৫১, সকাল ৯-৩৫

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পূর্ব্বতন প্রেরিত পুরুষোত্তমদিগকে অস্বীকার ক'রে,
নিজের বংশ, গোত্র, ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
পরিত্যাগ ক'রে
কোন মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে,
অথচ সে-মহাপুরুষ
পূর্ব্বতনদিগের ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্বে
সুসঙ্গত সার্থক সমঞ্জসা তাৎপর্য্যে দাঁড়িয়ে
তাঁ'দিগকে গ্রহণ করেননি,
কিংবা নিজের গোত্র ও বংশকে অস্বীকার ক'রে
ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বন ক'রেছেন,
তা'রাই পাতিত্যদুষ্ট হ'য়েছে ;
কিন্তু তা' না ক'রে যা'রা
সুসঙ্গত সার্থক তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধানতির সহিত
তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
স্বীকার ও অনুসরণ ক'রে চ'লেছে

তা'রা পাতিত্যদুষ্ট নয়কো,
কারণ, ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট
বা প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি
তিনি পূর্ব্ববর্ত্তনেরই আপূরণী প্রকট মূর্ত্তি—
তা' পৃথিবীর যে-কোন দেশে
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের মধ্যেই
তিনি জন্মগ্রহণ করুন না কেন,
তাঁ'র ঐ প্রকট জীবনই
পূর্ব্ববর্ত্তীদের পরিণতি—তত্ত্বতঃ ও ব্যক্ততঃ,
তাই, তাঁ'কে গ্রহণ না করাই বরং পাতিত্য। ৩৯০৯।
৭।১২।১৯৫১, রাত্র ৮-১৫

যা'রা দোষী, অর্থাৎ দুষ্ট-ব্যক্তি,
লোক-নির্য্যাতক,—
তা'দিগকে শাস্তির জন্য
অবরোধাগারে যতই আটক রাখা যাক না কেন,
তা'রা তা'দের ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
পর্য্যবেক্ষণী তাৎপর্য্যের সহিত
মস্তিষ্কস্থ বোধিপ্রণালীগুলির সুচিন্তিত তৎপরতায়
ওতেই সার্থকতাপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
ঐ ধ্যান-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে,
ফলে, লোকচক্ষুও তা'দের বোধের অন্তরালে
কী ক'রে মানুষকে ঠকিয়ে
নির্য্যাতন ক'রে
তা'দিগকে ফাঁকি দিয়ে
নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করা যায়,—
ওতেই সিদ্ধকাম হওয়ার প্রচেষ্টায়

চিন্তাশীল হ'য়ে উঠতে থাকে,
ফলে, অপরাধপ্রবণতা ক্রমশঃই
গভীর নিপুণতার সহিত
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকে ;
সেইজন্য অপরাধীদিগকে নিরাময় ক'রতে হ'লেই
সংশুদ্ধি-আগারই শ্রেয় পন্থা,
যেখানে কর্ম্মানুচর্য্যার সহিত
বাস্তব বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
সু ও কুয়ের ব্যবধানকে অনুধাবন ক'রে
বিফলতাকে জেনে
সুফলের পন্থায় অবিচল হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনতর শিক্ষা ও ব্যবস্থাই লোককল্যাণকর ;
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া
অবরোধাগার সৃষ্টি ক'রে
অপরাধীকে
গূঢ়ভাবে অপরাধপ্রবণ ক'রে তোলবার প্রয়াস
বিপর্য্যয়কেই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
আবার, বিশেষ ব্যাপারে
অবরোধাগারের প্রয়োজন হ'লেও
সেখানে পরিশুদ্ধি-পরিচর্য্যার
বিহিত পন্থা থাকা উচিত,
যা'তে বাস্তবভাবে মানুষ
ঐ অপরাধপ্রবণ প্রবৃত্তি-অভিভূতি হ'তে
সহজেই নিরাকৃত হ'য়ে
নিষ্কৃতিলাভ ক'রতে পারে,
তা'দের খাদ্য, পরণপরিচ্ছদ ও অবস্থানও
ঐ সংশুদ্ধি-অনুগ হওয়া উচিত ;

আবার, যেখানে
জন্মগত জৈবী-সংস্থিতিরই ব্যতিক্রম হেতু
প্রকৃতিগত তৎপরতায়
অপরাধপ্রবণতা উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
তা'রা প্রায়ই সংশুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'দিগকে অবস্থামাফিক বিহিত ব্যবস্থায়
এমনতর ব্যাপৃত রাখতে হয়,
যা'তে ঐ কদর্য্য প্রবৃত্তি-চর্য্যার ফুরসুতই না পায়,
আবার, শাসন-সংস্থারও
সুপ্রজননাভিজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে
এমনতর ব্যবস্থা করা উচিত—
যা'র ফলে, ঐ রকম জন্ম
সমাজ হ'তে একদম অপসারিত হ'তে বাধ্য হয় ;
সংশোধন-বিহীন শাসন
অশুদ্ধিকেই আরো ক'রে তোলে। ৩৯১০।
৭।১২।১৯৫১, রাত্রি ৯-৩০

সৌরত-লাস্য যা'তে যেমন
সৌন্দর্য্যও তা'তে তেমনি,
যা'র সৌরত-লাস্য
যা'কে যেমন উল্লসিত ক'রে তুলতে পারে—
সে তা'র মধ্যে সৌন্দর্য্যও অনুভব করে তেমনি,
আবার, ঐ তা' যত সুকেন্দ্রিক হয়
মহিমাময়ও হয় তা' তেমনি। ৩৯১১।
৮।১২।১৯৫১, বেলা ১১-১০

বৈধী সত্তাপোষণী, সুকেন্দ্রিক,
মনোবৃত্ত্যনুসারী, শ্রেয়ার্থদীপী
সুপ্রজনন-সম্বুদ্ধ কামচর্য্যা
শরীর ও মনের পুষ্টিপ্রদই হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' বৃদ্ধিদ;
স্বাধ্যায়, ব্রত, হোম ও নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ-সমন্বিত
অমনতর কামচর্য্যা
প্রবৃত্তির সুসঙ্গত বিন্যাসে
তনু ও মনকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বর্দ্ধনমুখী ক'রে তোলে,
ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতার সহিত
ইষ্টানুগ তপস্যার উপযোগী ক'রে তোলে,
তাই, ভগবান মনু বলেছেন :—
"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"। ৩৯১২।
৮।১২।১৯৫১, বেলা ১২-৩৫

বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী ধর্ম্মানুগ
সত্তাপোষণী কামচর্য্যা
ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় নয়,
বরং তা'র সহায়ক,
কিন্তু কাম-প্রবৃত্তি-অভিভূতি
ব্রহ্মচর্য্যের ঘোর অন্তরায়,
আর, ব্রহ্মচর্য্য মানেই বৃদ্ধিদ আচরণ;
ধর্ম্মবিরুদ্ধ অবৈধ কামচর্য্যা
যেমন মানুষের পুরুষত্বকে ধ্বংস করে,
নিরোধাত্মক কামচর্য্যারাহিত্যও তেমনি
পুরুষের পুরুষত্বের হানিকর—

'কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে',
আর, মিথ্যাচার মানেই আত্মঘাতী চলন। ৩৯১৩।
৮।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৭-৩০

ইষ্টার্থ-অভিযানী সম্বেগের ভিতর
যখনই কোন প্রবৃত্তি এসে উপস্থিত হয়,—
ইষ্টার্থী বনাম প্ররোচনা নিয়ে,—
মানুষ তা'র দ্বারা লুব্ধ হ'লে
ঐ তৎপরতার নামে ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
তা'র সম্বেগকে ঐ ব্যতিক্রমী পথেই
পরিচালিত ক'রে থাকে ;
তা'তে এই দাঁড়ায়—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা লোল হ'য়ে
উদ্দেশ্যকে ব্যাহত বা পঙ্গু ক'রে
অবসাদলাঞ্ছিত ক'রেই তোলে ;
তখন ঐ ব্যাহতি বা ব্যর্থতা
ডাগর চক্ষু করে ব'লতে থাকে
বা ভাবতে সুরু করে—
'এ্যাঁ! এ কী হ'ল ?'
ঈশ্বরও মৌনমুখে ব'লে ওঠেন—'তাই তো! তাই তো!',
তখন বোধ হ'লেও বীর্য্যের খাঁকতি এসে যায়,
ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
যে ক্লেশসুখপ্রিয়তা ছিল—
সেটাও শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
আত্মসমর্থনী যত চিন্তাই আসুক না,
তা' নিয়ে নিজেকে কোনরকমে

সমর্থন ক'রতে পারে বটে,
কিন্তু 'এ্যাঁ! কী হল!'—
এর উত্তর আর থাকে না তা'তে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই প্রকৃতি
উপহার দিয়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৯১৪।
৮।১২।১৯৫১, রাত্রি ৮-২৫

পরার্থকে বিদায় দিয়ে
আত্মস্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধি
ঐ আত্মস্বার্থের পায়েই কুঠারাঘাত ক'রে থাকে—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক আর গৌণতঃই হো'ক। ৩৯১৫।
৮।১২।১৯৫১, রাত্রি ৮-২৮

প্রীতির দাবী ক'রতে হ'লেই
প্রিয়র প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাতে নজর রেখে
সুসঙ্গত মনোজ্ঞ চলনে
তা' ক'রতে হয়,
যা'তে ঐ দাবীই তা'র পক্ষে হৃদ্য হ'য়ে ওঠে;
যা'রা একে অবজ্ঞা ক'রে
প্রবৃত্তিপূরণী চাহিদায়
প্রত্যাশাপীড়িত ও ক্ষুব্ধ হ'য়েই চলে,
তা'দের ঐ চলন উভয়কেই ক্ষোভান্বিত ক'রে থাকে,
আর, এই ক্ষোভই
বেদনা ও বিচ্ছেদের কারণ হ'য়ে থাকে। ৩৯১৬।
৯।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

যা'র সত্ত্ব তোমার সত্তাপোষণী,
এক কথায়, যে তোমার স্বার্থ,
সশ্রদ্ধ বা স্নেহল আকর্ষণে
যা'র প্রতি তুমি দ্বিধাশূন্য মনে
কর্ত্তব্য পরিপালন ক'রে চল,
এক কথায়, তা' তুমি না ক'রেই থাকতে পার না—
অন্তরের অচ্যুত অনুরাগ-উল্লসিত পরিচর্য্যায়,—
কৃতজ্ঞতা যদি তা'র চরিত্রে সহজ উৎসারণশীল
সুসম্বেগী ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলে—
স্বভাব ও সঙ্গতির সমবায়ে,
অধিকারও তোমার সেখানে স্বতঃই,
দাবীও সেখানে
প্রত্যাশারহিত অবদানে আপূরিত। ৩৯১৭।
৯।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১০

বিষয় বা ব্যাপারের অনুপ্রেরণা
সুসঙ্গত বহুদর্শী বোধিমর্ম্ম ভেদ ক'রে
যে সার্থক সত্যের বাচনিক অভিব্যক্তি
রূপায়িত ক'রে তোলে,—
তা'ই হ'চ্ছে আগমবাণী,
তপপ্রাণ অনুধ্যায়িতা-তৎপর
ঈশ্বরনিষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
অনুরাগ-অভিদীপ্ত
লোকহিতপ্রবণ প্রকট মহামানবের ভিতর-দিয়ে
যা' আবির্ভূত হ'য়ে থাকে ;
তাই, আগম কথার মানেই হ'চ্ছে—

শিবের মুখ-নিঃসৃত—আগত বাণী,
আয়াত কথার তাৎপর্য্যও ঐ ;
সার্থক সুসঙ্গত বোধি-প্রবৃত্তি নিয়ে
সত্তাপোষণী শুভ যেখানে সুন্দরে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে—
বাক্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে, কর্ম্মানুদীপনায়,—
শিবত্বও উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে সেখানে,
আর, সেই মহামানবই সত্য, শিব, সুন্দরের প্রকট মূর্ত্তি,
আর, সম্যকভাবে বোধিবীক্ষণার ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সুসঙ্গতি নিয়ে
যে বোধিবাণীর উদ্ভব হ'য়েছে,
তা'ই নিগম, বেদ—
মানুষের কল্যাণ-প্রবর্ত্তনী পন্থা—
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন স্বতঃসিদ্ধ বাস্তব সত্য ;
যখনই যেখান থেকে সে-বাণী নির্গত হো'ক না কেন,
সমতাৎপর্য্যশীলতাই তা'র বিশেষত্ব,
তাই, তা' বিজ্ঞান। ৩৯১৮।
৯।১২।১৯৫১, রাত্র ৯-৪৫

যা'রা বর্ণানুগ সংস্কার-সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য
ও তদনুগ কুলসংস্কৃতিকে ভিত্তি ক'রে
তা'র পরিপোষণী কর্ম্ম, বৃত্তি বা জীবিকা
অবলম্বন ক'রে চলে,—
তা'দের বোধিবীক্ষণী তাৎপর্য্য
নিজেকে, নিজের বংশ ও সমাজকে
যোগ্যতায় উপযুক্ত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় প্রদীপ্ত ক'রেই থাকে ;

আরো, তা'দের সুসঙ্গত বহুদর্শী বোধি
সত্তাসঙ্গতি লাভ ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে বিবর্ত্তনের দিকেই চালিয়ে নিয়ে যায়,

তাই, আপৎকাল ছাড়া
যে-যে কর্ম্ম
যে-যে বর্ণানুগ বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণী
তা'ই-ই সেই-সেই বর্ণোদ্ভূতদের জীবিকা হওয়া
সবার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ,
ফল কথা, তদনুযায়ী নির্ব্বাচিত কর্ম্মই
মানুষের একমাত্র সুষ্ঠু জীবিকা ;

আবার, কৌলিক সংস্কৃতি
ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুপোষণী
সত্তাস্বার্থী, শ্রেয়ানুগ অনুলোমক্রমিক
সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ
বর্ণ-তাৎপর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে
বিকাশোন্মুখই ক'রে তোলে ;

এর অন্যথায়, ঐ ভিত্তিভ্রষ্ট হ'য়ে
ঐ সহজাত সংস্কার
ক্রমশঃই শীর্ণ ও বিধ্বস্ত হ'য়েই চ'লতে থাকে,

আরো, সামাজিক ব্যতিক্রম ও বিশৃঙ্খলায়
বেকার সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অশ্রদ্ধা, অসংহতি ও কৃতঘ্নতা
নরক-উল্লাসে
গণসমাজকে ছারখার ক'রে দিয়ে চ'লতে থাকে—
উদ্‌ভ্রান্ত, বিপর্য্যয়ী বৃত্তি-নির্ব্বাচন
ও যৌন-সংশ্রবের ডাইনী আকর্ষণে। ৩৯১৯।

১১।১২।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

তুমি স্কুল কর, কলেজ কর,
দাতব্য চিকিৎসালয় কর,
আর সঙ্কটত্রাণ অভিযানই কর,
আগম, নিগম, তন্ত্র প্রচার যতই কর না কেন,—
নিজে যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
আনতি ও আনুগত্য-সম্পন্ন না হও,
আর, বাক্য, ব্যবহার, চালচলনের ভিতর-দিয়ে
তঁৎ-স্বার্থ ও সঙ্গতিশীল না হও,
এবং তোমার স্বভাব ও চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি অন্তরে ঐ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা না হয়,
তবে জেনো, এগুলির মূল্য নগণ্য.
তা' সংহতি ও সম্বর্দ্ধনার কিছু নয়কো,
আশু ক্ষণিক প্রশমক হ'তে পারে,
কিন্তু আরোগ্যের ধারে-কাছেও নয়কো,
ধর্ম্মদ যোগ্যতার উদ্ভব তা'র ভিতর-দিয়ে
কিছুতেই হ'তে পারবে না—
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
পারস্পরিক অনুচর্য্যাপরায়ণ সঙ্গতি নিয়ে। ৩৯২০ ।

১১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

ধর্ম্মদান মানেই হ'ল
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী যোগ্যতাকে
অভিদীপ্ত ক'রে তোলা—
ইষ্টার্থপরায়ণ ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা-সঞ্চারণে। ৩৯২১ ।

১১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধুবান্ধব, পরিবেশ ও পরিজনের অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সব সময়ই যেন নজর থাকে,—
স্বামী-অনুবর্ত্তিতা ও তৎ-সত্তাপোষণী সঞ্চয় তোমার
যেন কিছুতেই ব্যাহত না হয়,
যা'তে স্বামীর প্রয়োজনে, আপদে, বিপদে
তুমি তা'কে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ক'রতে পার—
অচ্যুত বৈশিষ্ট্যপালী একচারিণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
তা' হ'লেই
ঐ অনুচর্য্যা-অনুরত তপশ্চরণের ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুরতি অর্থাৎ স্বামী-অনুরতি
সুসঙ্গত হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সার্থক ক'রে তুলতে
একটুও কসুর ক'রবে না,
আর, তোমার ঐ শ্রেয়াভিগমন-সম্বেগ
সন্তান-সন্ততি ও পরিবেশের ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে
তা'দিগকেও সুকেন্দ্রিক সম্বর্দ্ধনায়
সম্বুদ্ধ সম্বেগী ক'রে তুলবে,
কৃতার্থ হবে তোমার জীবন,
আর, এটা পুরুষের বেলায়ও কিন্তু তেমনি—
তা'র ইষ্ট ও শ্রেয় গুরুজনকে কেন্দ্র ক'রে,
যা'ই কর, এর ব্যতিক্রম যেখানেই হবে,
বুঝবে,
অশুভ অপচয় ও অন্তরের দৈন্যের হাত হ'তে এড়িয়ে চলা
প্রতিপদক্ষেপে সুকঠিনই হ'য়ে উঠবে। ৩৯২২।
১১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

পুরুষ ও নারীর স্বাতন্ত্র্য
বৈশিষ্ট্যানুগ ভিন্নপন্থী হ'য়েও যদি
পরস্পরের সত্তানুপূরক না হ'য়ে তদপলাপী হয়,
পুরুষ ও নারী যদি সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
পরস্পর পরস্পরের আপূরণপোষণী না হয়,
তা'রা যদি একসত্তাসম্বদ্ধ না হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে, ব্যতিক্রম যে অঢেল চলনে চ'লবে—
একটা বিক্ষুব্ধ উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারী, জাহান্নমী পন্থায়,
পরস্পর পরস্পরে অন্বিত ও অর্থান্বিত হওয়ার
সন্দীপনাকে ছিন্ন ক'রে,—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ৩৯২৩।
১১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫০

তোমার বিদ্যা যদি
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থপরায়ণ পরিবীক্ষণায়
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে সুসঙ্গত হ'য়ে
অতীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনায়
তা' হ'তে সুসমঞ্জস উপাদান-সামান্যকে আহরণ ক'রে
বর্ত্তমানের সুসম্বুদ্ধ সত্তাপোষণে
ভবিষ্যতের দিকে সম্বর্দ্ধনী উজ্জ্বল পদক্ষেপে
না চ'লতে পারল—
সৎ ও অসতের সম্যক্ সুনির্ণয়ে—
একটা সার্থকতার পরম পরিক্রমা নিয়ে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তাৎপর্য্যে—
সুসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বোধবীক্ষণী তৎপরতায়,
তাহ'লে তোমার শিক্ষাও ব্যর্থ,
শিক্ষকও ব্যর্থ,

একটা ছন্নছাড়া বিকেন্দ্রিক বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত
বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত গতিসম্পন্ন ক'রে তোলা ছাড়া
ও' বিদ্যাবত্তার কোনই সার্থকতা নেই। ৩৯২৪।
১২।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

একনিষ্ঠ সম্বেগী অনুরাগই ভক্তি,
ঐ অনুরাগই শক্তি,
ঐ অনুরাগই তপের প্রাণ,
আবার, ঐ অনুরাগই সিদ্ধি। ৩৯২৫।
১২।১২।১৯৫১, বিকাল ৩-৪৫

যখনই কা'রও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করছ,
তখনই নজর দিয়ে বুঝে নিও—
তা'র শরীর, মন ও অবস্থা কেমনতর,
তোমার চাহিদার বিষয় তা'র কাছে
তখন বলা উচিত কিনা,
উচিত বিবেচনা ক'রলেও—
তোমার বাক্য, ব্যবহার, ভঙ্গী ও চাহিদা
যা'তে কিছুতেই তা'কে সঙ্কুচিত ক'রে না তোলে,
সেদিকে নজর রেখো;
তোমার চাহিদায় যদি তা'কে
উল্লসিত ক'রে তুলতে পার
সেই কিন্তু শুভপ্রদ,
চাইতে হ'লে ব'লো এমনতর ক'রে—
'আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়,
আমার চাহিদা পূরণে যদি কষ্ট না পান,

তবে আমার দিকে একটু নজর রাখলে কৃতার্থ হব,
আমি দুরবস্থাপীড়িত হ'লেও
আমার কষ্টমোচন ক'রতে গিয়ে
আপনি কষ্ট পান,
তা' কিন্তু কিছুতেই চাই না',
বাক্য, ব্যবহার ও আচারে
এমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে
সশ্রদ্ধ সঙ্গতি রেখে
তোমার বিষয়ে তা'কে স্বাধীন-চেষ্ট ক'রে দিও,
যা'তে তা'র হৃদয়াবেগ
তোমার দুঃখমোচন ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ৩৯২৬।
১২।১২।১৯৫১, বিকাল ৪-৫০

কুৎসিত ও রূঢ় ভাষাও হৃদ্য ও ধর্ম্মদ হয়ে ওঠে,
যদি তা' প্রীতি-প্রণোদিত হয়। ৩৯২৭।
১৩।১২।১৯৫১, বেলা ১০-১৫

মানবিকতার সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী
দুনিয়ায় যত প্রতিষ্ঠানই থাকুক না কেন,
সব প্রতিষ্ঠানেরই পরমগুরু—
সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত বা আগত
পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই মানবিকতার আদর্শ—
তা' আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়েই হো'ক,
আধিভৌতিকতার দিক দিয়েই হো'ক,
আর, ধর্ম্মানুস্যূত কর্ম্মের দিক দিয়েই হো'ক;

সত্তাপোষণী তাৎপর্য্যশীল আদর্শ যিনি, তিনিই ইষ্ট,
প্রত্যেকটি মানুষ
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান
প্রত্যেকটি সংস্থাকে
মানবিকতায় সম্পোষিত ক'রে
সংবর্দ্ধনায় সংবৃদ্ধ করার ইচ্ছা যদি থাকে,
প্রাচীনের বহুদর্শী সুসঙ্গত বোধিকে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ও সম্পোষণী ক'রে
বর্ত্তমানে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে
ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর পদক্ষেপ ক'রে চ'লতে যদি হয়,
তাঁকেই সার্থক ক'রে চ'লতে হবে—
একটা সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে,
নয়তো, সব যা'-কিছু ভণ্ড, বিকেন্দ্রিক, বিশৃঙ্খল,
সত্তানুপূরণী-সুসঙ্গত-বোধিতাৎপর্য্যহীন হ'য়ে
চ'লবেই কি চ'লবে। ৩৯২৮।

১৩।১২।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

একানুধ্যায়ী, শ্রেয়ার্থপরায়ণ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত বা আগত পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁর ভিতরে পূর্ব্ববতনদিগের জীয়ন্ত অনুরণন
দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
তদুপযোগী সার্থকতায় থাকবেই কি থাকবে,
আর, ঐ আগত বা প্রেরিত যিনি,
বিগতদের প্রতি শ্রদ্ধাভিস্যন্দী আনতি
স্বতঃই তাঁতে ফুটন্ত,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের মেরুতে ঘন-সম্বেগী তিনি,

ভাষার রকম যা'ই হো'ক না কেন—
তাঁ'র আপূরণী সত্যদৃষ্টি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তীদেরই অনুপূরণশীল,
তাই, তাঁ'রা ভরদুনিয়ার নমস্য,
উপাস্য,
অনুসর্ত্তব্য। ৩৯২৯।
১৩।১২।১৯৫১, বিকাল ৫-২০

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি,
তোমার খুঁটো যিনি,
তাঁ'র সাত্ত্বিক সমর্থন
তোমার সারাজীবনের কানায়-কানায়
যেন পূর্ণ আবেগে ফুটন্ত হ'য়ে থাকে ;
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়
ও তাঁ'র মনোজ্ঞ অনুবেদনী বাক্য ও ব্যবহারে
তুমি যেন সন্দীপিত হ'য়ে চল,
আর, সেই আত্মপ্রসাদ যেন তোমাকে
আয়ু, বল, বীর্য্যের সুসঙ্গত তৎপরতায়
দীপ্তিমান ক'রে তোলে—
যোগ্যতার জীবনীয় অভিযানে। ৩৯৩০।
১৪।১২।১৯৫১, বিকাল ৫-১৫

তুমি সন্দেহপরবশ হ'য়ে
কাউকে কোন বিষয়ে যদি দোষারোপ কর,
আর, সে যদি তা' দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে,
যতক্ষণ তুমি ঐ দোষ সম্বন্ধে
বিহিত বাস্তব প্রমাণ না পাচ্ছ,
তা'কে যদি তা' নিয়ে তুমি আঘাত কর,

ঠিক জেনো—
তা'র সত্তাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে
তুমি পাপই আহরণ করছ.
দণ্ডদৌরাত্ম্য তোমাকে যে একদমই ত্যাগ ক'রবে—
তা' কিন্তু নয় ;
আর, প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক, অপ্রত্যক্ষভাবেই হো'ক—
তুমিও যে ঐ দোষদুষ্ট
তা' ধ'রে নেওয়া যেতে পারে ;
বরং সে-সম্বন্ধে
চক্ষুষ্মান দৃষ্টি নিয়ে তুমি চ'লতে পার,
তাই ব'লে, তা'র ব্যক্তিত্বের অপলাপী আচরণ
তোমার পক্ষে লৌকিকতঃ, আত্মিকতঃ
ইতর অপরাধ। ৩৯৩১।
১৪।১২।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

বৈশিষ্ট্য যতই বিদলিত ও নিন্দিত,
নিকৃষ্টও ততই বর্দ্ধিত। ৩৯৩২।
১৫।১২।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

তোমার অনুধ্যায়িতার বস্তু বা বিষয়
যেন একই হয়—
জীয়ন্ত প্রকট ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে,
যিনি সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন,
সর্ব্বাপূরণী,
বৈশিষ্ট্যপালী,
অসৎ-নিরোধী,
আর, সেই অনুধ্যায়িতাই একানুধ্যায়িতা ;

তুমি তদর্থপরায়ণ হ'য়েই চ'লতে থাক,
আর, জীবনের যা'-কিছু করণীয়
সব যেন তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠে
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
তোমার অন্তঃকরণে
নিছক প্রত্যাশা যেন এই থাকে—
অচ্যুত আবেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ;
আর, তা'র ব্যতিক্রম যা'তে হয়
তা' কিছুতেই ক'রতে যেও না,
তোমার চিন্তায়, বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে, অনুচর্য্যায়,
এক কথায়, চরিত্রে তা' যেন ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ ফুটন্ত হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি,
ওই প্রাপ্তিতেই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে,
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে—
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে। ৩৯৩৩ ।
১৫।১২।১৯৫১, সকাল ৯-২৫

পুরোহিত কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
যিনি বা যাঁ'রা মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনার ভিত্তিকে
ধারণ করেন, পালন করেন, পোষণ করেন,
তাহ'লেই
মানুষের সত্তা-পোষণ-পরিবর্দ্ধনার জন্য
শাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, স্বাস্থ্য,
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির
সমাবেশী অন্বিত বিদ্যা বা বোধি,
যা' সত্তাপোষণী স্বস্থির পরিচর্য্যা ক'রে
মানুষকে সম্বর্দ্ধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,

কুশলকৌশলী নিয়ম-তাৎপর্য্যানুপাতিক
সেগুলি সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত ক'রে
তদনুক্রিয়মাণ হ'য়ে
সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা
অপরিহার্য্য করণীয় তাঁ'দের ;
আচরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলির সত্তাপোষণী সুসঙ্গত সার্থক অভিগমনে
সংস্থ যা'রা,—
তা'দিগকেই আচার্য্য বলা যেতে পারে,
ব্রহ্মবিদ্যানুধ্যায়ী, বিপ্রকুলোদ্ভূত, আচরণশীল
অমনতর আচার্য্য যাঁ'রা
তাঁ'রাই পুরোহিত ;
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, নিয়ম, পূজা, পার্ব্বণ,
শ্রাদ্ধ, শান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, দশবিধ সংস্কার,
যজ্ঞাদি ব্যাপারের সুতৎপর অনুষ্ঠানে
সুসমঞ্জস সার্থক বাস্তব পন্থায়
সুদীপ্ত ব্যাখ্যায়
সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষায়
মানুষের বোধিকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
পুরোহিতের জীবন-কর্ত্তব্য ;
অন্যায়, অসৎ বা পাপ যা',
তা'কে বিশ্লেষণ ক'রে
চিত্তের বৃত্তিপ্ররোচনাকে আবিষ্কার ক'রে
অনুশীলন-অনুচর্য্যায় অনুক্রিয়মাণ ক'রে
তোষণ ও পোষণদীপ্ত শাসনে
যজমানকে সুপথে বিন্যস্ত করাই

প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ;
বর্ণানুপাতিক বৈশিষ্ট্য ও সংস্কারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে
বর্ণানুগ তাৎপর্য্যে
ঐ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি যা'তে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে
আব্রহ্মস্পর্শী হ'য়ে,
অনুকম্পা-অনুচর্য্যী অনুপ্রেরণায়
মানুষকে তা'তে অনুপ্রাণিত ও আপূরিত করাই হ'চ্ছে
তাঁ'দের অনুশীলনী জীবনধর্ম্ম ;
পুরুষোত্তমে একনিষ্ঠ-অনুগতিসম্পন্ন ক'রে
যজমানের পরিবার ও পরিবেশের
সুসঙ্গত, সুধী নিয়মনে
পোষণ, পালন ও পূরণ-পরিচর্য্যায়
দ্রোহ ও দ্বেষ-রহিত অসৎ-নিরোধে
প্রতিটি গৃহস্থকে যোগ্যতার অভিদীপনায়
সম্বুদ্ধ ও সুসংহত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
পৌরোহিত্যের আদর্শ ;

এখনও কথায় বলে—
'সর্ব্ব কর্ম্মে করে হিত
তাঁ'র নাম পুরোহিত',
পৌরোহিত্যের দায়িত্বই হ'চ্ছে—
তাঁ'র প্রত্যেকটি যজমান-পরিবারকে
অমনতর ক'রে উদ্বর্দ্ধনায় উন্নত ক'রে তোলা—
আপূরণী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ তৎপরতা নিয়ে,
আবার, এই দায়িত্বের সুষ্ঠু-পূরণার্থে
পুরোহিতদের সংহতি ও পরিষৎ তা'ই—
যা'র ভিতর-দিয়ে নিজেদের কৃষ্টি-নিয়মনকে
নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে—

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অনুগ পন্থায় ;
তাই, এই পুরোহিত আমাদের স্বস্তি,
পুরোহিত আমাদের নমস্য,
তিনিই আমাদের উদ্বর্দ্ধনার অনুবর্ত্তক। ৩৯৩৪।
১৬।১২।১৯৫১, বেলা ১০-৪০

সমাজের উন্নতির পক্ষে
উপযুক্ত পুরোহিত যেমন অপরিহার্য্য,
ঘটকও কিন্তু তেমনি,
তাই, পরিবীক্ষণী সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে
যজমানের শুভানুধ্যায়ী হওয়াই
ঘটকদের চরিত্রগত তাৎপর্য্য ;
সুদক্ষ বংশমর্য্যাদাভিজ্ঞ হ'য়ে
বিভিন্ন বংশের প্রতিটি জাতকের
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যানুধ্যায়িতায় তৎপর হওয়া
তা'দের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম,
জীববিজ্ঞান, বংশবিজ্ঞান, জ্যোতিষ,
লক্ষণবিদ্যা ও জনন বিদ্যায়
সুদক্ষ তৎপরতায়
যতই তা'রা পারদর্শী হ'য়ে উঠবে,—
সমাজে সুবিবাহ ও সুপ্রজননের আধিক্যও
ততই বেড়ে যাবে ;

কোন্ বংশের কোন্ কন্যার সহিত
কোন্ পুরুষের বিবাহে
দাম্পত্যজীবন সুখের হয়
এবং সুপ্রজননে সার্থক হ'য়ে ওঠে,—
খরদৃষ্টিতে সেগুলিকে পরিবীক্ষণ ক'রে

যেখানে যেমন বিহিত হয়,
তা'ই করাই তা'দের বৈশিষ্ট্যশীল জীবিকা,
এটা তা'দের এমনতরভাবে এস্তামাল করা দরকার—
যা'তে তা'রা ফলিত গণিত-তৎপরতায়
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ ক'রতে পারে—
কোন জোটক নিস্ফল বা সুফলপ্রসূ হবে,
এবং তা'দের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততি কে কেমন হবে,
তৎ-সম্পর্কে অনুশীলন, অনুপ্রেরণা
ও তোষণ-পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমাজকে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তা'দের মুখ্য গণসেবা ;
তাই, ঘটকের বোধিদৃষ্টি
বংশ ও জননবিদ্যায় যতই প্রখর হ'য়ে উঠবে—
জাতি ও সমাজের পক্ষে তা' ততই শুভপ্রসূ হ'য়ে চ'লবে,
তা'দের আচার, ব্যবহার, চরিত্র
ও হৃদ্য বাক্য-বিন্যাস
মানুষকে যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে,
জন ও জাতিজীবনও ততই প্রদীপ্ত পথেই
সঞ্চলনশীল হ'য়ে উঠবে ;
তাই, সমাজের পক্ষে
এই ঘটকের কতখানি প্রয়োজন
একটু বিবেচনা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যায়,
পুরোহিত যেমন পরিপালনীয় সমাজের পক্ষে—
ঘটকও তেমনি পরিপালনীয়,
পুরোহিত যেমন শ্রদ্ধার পাত্র
ঘটকও তেমনি শ্রদ্ধার পাত্র,

তাই বলি, ঘটক!
আবার জাগ্রত হও,
সুসংহত অভিযানে
বিজ্ঞ সুপ্রজননবিদ্যা-সঞ্চারণে
জাতিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
জাতি আবার দেবজাতি হ'য়ে উঠুক,
দেবপ্রভ তৎপরতায় দেদীপ্যমান হ'য়ে
দুনিয়াকে জীবনালোকসজ্জায় সুসজ্জিত ক'রে চলুক;
সার্থক হও তুমি,
সার্থক হো'ক দাম্পত্য-জীবন,
সার্থক হো'ক সুপ্রজনন,
আর, এই সব সার্থকতা নিয়ে
তুমি আরো সার্থক হ'য়ে ওঠ—
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ গুরু-পুরুষোত্তমে। ৩৯৩৫।
১৬।১২।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

তুমি তোমার
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিগত সদাচারী সুনিষ্ঠাকে
সমীহতেই হো'ক
বা যে-কোন প্ররোচনাতেই হো'ক—
যে-মুহূর্ত্তে উপেক্ষা ক'রলে
তখনই ততখানি তোমার ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সম্ভ্রমাত্মক অনুবেদনাকে মসীলিপ্ত ক'রলে,
তুমি তোমার জন্মগত ব্যক্তিত্বকে
ঐ সমীহ বা প্ররোচনাতে লোপাট ক'রে
তোমার বৈশিষ্ট্যের বুকেই পদাঘাত ক'রলে,

ঐ অভিভবতাই কিন্তু তোমার অন্তঃকরণের পরাভবসূচক,
তাই, তোমার আদর্শনিষ্ঠ ঔদার্য্য
সবাইকে আলিঙ্গন করুক,
আকৃষ্ট করুক,
গ্রহণ করুক,
তোমার ব্যক্তিত্বকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলুক ;
কিন্তু অন্যায্য অভিভবতা যেন তোমাকে বিদ্রূপ ভঙ্গীতে
অপদস্থ ক'রে না তোলে,
বিবেচনা কর,
বুঝে দেখ। ৩৯৩৬।
১৬।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

মনে রেখো,
সর্ব্বপ্রথমেই তুমি
তোমার ঈশপ্রবুদ্ধ, বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ ইষ্ট যিনি তাঁ'র,
দ্বিতীয়তঃ, তুমি তোমার পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ,
রাষ্ট্র ও কৃষ্টির সমর্থক যা'রা, তা'দের,
তারপর তুমি তোমার শ্রেয়ে আলম্বিত থেকে
সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যী অনুপ্রাণনায়
ভর-দুনিয়ার সৎসন্দীপী যা'-কিছু সবারই—
প্রতিপ্রত্যেকেরই ;
তোমার উদ্গতিশীল জীবনদাঁড়া
যদি সুষ্ঠু ও সংস্থ না থাকে,—
তবে তোমার বিস্তার বা বর্দ্ধনা
একটা হাস্যোদ্দীপক কথা মাত্র,

তা' একটা পচনশীল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৩৯৩৭।
১৬।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩৫

অন্বিত-প্রবৃত্তি, সার্থক বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থপরায়ণতা যা'র যেমন,
বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
তথ্য আহরণ ক'রে
সুসঙ্গত সত্য-নির্দ্ধারণক্ষমতাও তা'র তেমনি,
তাই, বিবেচনা ও বিচারশক্তিও
তা'র তেমনি প্রবল। ৩৯৩৮।
১৭।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়,
অর্থাৎ আদর্শনিষ্ঠ নয়কো—
বাস্তব কর্ম্মঠ সম্বেগ নিয়ে,
বহুদর্শী তথ্যও তা'দের বিভ্রান্ত.
বিবেচনা ও বিচার-ক্ষমতাও প্রবৃত্তিরঞ্জিত ;
তাই, বহুদর্শী হ'লেই যে মানুষ বিজ্ঞ হ'য়ে উঠবে
তা'র কোন মানে নেইকো। ৩৯৩৯।
১৭।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩৫

আসাম-রাজ্য সৎসঙ্গ-সম্মিলন-উপলক্ষে প্রদত্ত আশীর্ব্বাণী

সৎসঙ্গ অস্তিত্বের স্তাবক,
এই অস্তিত্বের উৎস যিনি
তিনিই ঈশ্বর,

তাই, সৎসঙ্গ ঈশ্বরের উপাসক,
আর, ঈশ্বর-প্রেরিত যিনি
ঈশিত্বও প্রকট সেখানে,
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী ঋত পুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই সৎসঙ্গের আশ্রয় ;
ঐ প্রেরিত পুরুষোত্তমের জীয়ন্ত-বেদীমূলে
সর্ব্বান্তঃকরণে আসীন হ'য়ে
তাঁ'রই নিয়মবাণী অনুসরণ ক'রে
সৎসঙ্গ ঈশ্বরেরই উপাসনা ক'রে থাকে ;
ধর্ম্ম তা'ই—
যা' ঐ অস্তিত্ব ও সত্তাকে ধারণ ও পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে
বর্দ্ধন-পদক্ষেপে
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকে,
আর, সুসঙ্গত সার্থক তাৎপর্য্যে
এই এগিয়ে চলার অনুশীলনটাই হ'চ্ছে কৃষ্টি ;
তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
বাস্তব কর্ম্মঠ সম্বেগ নিয়ে,
ইষ্টার্থ-অনুসেবায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর,
দুনিয়ার বুকে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সবারই অন্তঃকরণ বোধি-আলোক-প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক সবাই,
চক্ষুষ্মান হয়ে উঠুক সবাই ;
নির্ভুল পদবিক্ষেপে
ইষ্টানুগ পন্থায়
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে চল,
ধর্ম্ম তোমাদিগকে ধারণ করুক,
কৃষ্টি তোমাদিগকে অনুশীলন-অনুচর্য্যী

যোগ্যতায় প্রবৃদ্ধ ক'রে তুলুক,
প্রাচীনের বহুদর্শী সুসঙ্গত অন্বয়ে
সূক্ষ্ম তৎপর দৃষ্টিতে অবলোকন ক'রে
সত্য-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমানকে পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত-অনুচর্য্যায়—
দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী পরিবেষণে,—
এমনি ক'রেই ভবিষ্যের দিকে এগুতে থাক,
জটিল তমসার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে
তোমাদের আলোকপ্রভা ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট ক'রে তুলুক;
আবার বলি—
তোমরা অটুট ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
কর্ম্মঠ অভিদীপনায়,
স্বস্তিতে থাক,
সুদীর্ঘজীবী হও,
তোমাদের শান্তির সামগান
সবারই অন্তরকে মুখরিত ক'রে তুলুক,
সবার অন্তরে স্বস্তিকে সঞ্চারিত ক'রে দাও,
একত্বানুধ্যায়ী সংহতিতে বজ্রকঠোর হ'য়ে ওঠ—
পারস্পরিক অনুকম্পী পরিচর্য্যায়;
নারায়ণ ফুল্ল অন্তরে স্মিত বদনে
তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,
লক্ষ্মী স্নেহল চক্ষুতে তোমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করুন,
আমার একান্ত যিনি,
তাঁ'রই কাছে
আমার এই আকুল প্রার্থনা। ৩৯৪০।
১৭।১২।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

শ্রেয়ানুধ্যায়ী সৎসন্দীপী মতবাদে
স্থপ্রতিষ্ঠিত থেকেও
তোমার বিরুদ্ধ মতবাদে অসহিষ্ণু হ'তে যেও না,
বরং সহনশীল হও—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
ঐ মতবাদীর অনুচর্য্যাপরায়ণ হও—
যা'তে তোমার বোধপ্রভা
তা'র বোধগুলিকে অন্বিত ক'রে তুলতে পারে,
আরো দেখো—
ঐ মতবাদের ভিতর-দিয়ে
তোমার বাদ-সমর্থক বা বাদ-পোষক
কতখানি কী আহরণ ক'রতে পার—
নিজেও প্রভৃত পরিচ্ছন্ন ও পুষ্ট হ'য়ে,
আর, ঐ আহরণ-তাৎপর্য্য যেন
তোমার সৎ-সন্দীপ্ত বাদকে পরিপুষ্ট ক'রে
স্বস্থ নিয়মনে
বিরুদ্ধ যা' তা'কে অপসারিত ক'রে তুলতে পারে—
সুসঙ্গত ও সত্তাপোষণী অনুরণন-নিক্বণে,
তা'তে তোমার ও শ্রেয়ের পথ সুগম হ'য়ে উঠবে,
বিরুদ্ধকেও তোমার সমর্থক ক'রে
শ্রেয়সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে। ৩৯৪১।

১৭।১২।১৯৫১, রাত্র ৮-১৫

আদর্শ যেখানে ভেজাল, দ্রোহদীপ্ত, আত্মশ্লাঘী,
অর্থাৎ, অচ্যুত-ইষ্টার্থপরায়ণ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নয়কো,
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় তপশ্চর্য্যাবিহীন ;—

মানুষ যেখানে ভেজাল
তা' জন্মগত বা কৃষ্টিগত-ভাবেই হো'ক—
শ্রদ্ধাবিহীন, পরার্থবিদ্বেষী, স্বার্থপর,
বাজার যেখানে ভেজাল—
অর্থও ভেজাল যেখানে—
বিদ্যাও
যোগ্যতাহারা, সত্তাসঙ্গতিবিহীন, বিকেন্দ্রিক,—
সে-সম্প্রদায়, সে-সমাজ, সে-রাষ্ট্র
দুঃখধুক্ষিত ও দুর্দ্দশাদলিত হ'য়ে চ'লবেই কি চ'লবে,—
পরিশুদ্ধিকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
আপ্রাণ অনুরাগে আগলে না ধ'রছে। ৩৯৪২ ।
১৮।১২।১৯৫১, রাত্র ৭-১৫

যেমন সূর্য্য তা'র বিশেষ পরিক্রমা নিয়েও
সব সময়ই সমান,
তা' কোথাও প্রাতঃ-সূর্য্য,
কোথাও মধ্যাহ্ন-সূর্য্য,
কোথাও বা সায়ং-সূর্য্য—
আমাদের অবস্থিতি, চলন ও দর্শনের তারতম্যানুপাতিক ,
তেমনি চাঁদও ঐ সূর্য্যেরই প্রতিফলন,
সে তেমনি কখনও প্রতিপদের চাঁদ,
কখনও দ্বিতীয়ার চাঁদ,
কখনও পূর্ণচন্দ্র,
কখনও আবার অমাবস্যা—
পরিপ্রেক্ষার পার্থক্য-হেতু ;
যেমন চাঁদের কোন কলার সাথে
ঐ পূর্ণচন্দ্রের কোন অসঙ্গতি নাই,

যেখানে অসঙ্গতি দেখা যায়—
আমরা ভেবে নিতে পারি
তা' চাঁদের কিছু নয়কো,
তেমনি ঈশ্বর চিরদিনই এক, অদ্বিতীয়,
প্রেরিতপুরুষ এই ঈশ্বরেরই প্রতিফলন—
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যখন যেখানে যেমনতর প্রয়োজন ;
কিন্তু তাঁ'দের পরস্পরের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই—
একথা ঠিকই,
কারণ, তাঁ'রা একেরই সুসঙ্গত বিভিন্ন অভিব্যক্তি,
যেখানে অসঙ্গতি দেখা যাবে—
বুঝতে হবে তিনি ঐ প্রেরিতপুরুষের কেউ নয়কো ;
তিনি চিরদিনই সুকেন্দ্রিক,
একার্থপরায়ণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
সুসঙ্গত বিহিত বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে। ৩৯৪৩।
১৯।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৫

জীবনের সংহতি-উপাদান যা',
যা' মানুষকে পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'কে যত সহজ-বিকিরণে
প্রাঞ্জল ক'রে ধ'রতে পারবে,
মানুষ অন্তরাসীও হ'য়ে উঠবে তা'তে
তত সহজেই—
তা'র সত্তাপোষণী আকূতি নিয়ে
সম্বেগ-অভিদীপ্ত চলনে ;
তা'কে নিভিয়ে দিয়ে বা আবৃত ক'রে যদি
সংহতির আহ্বানে মানুষকে আমন্ত্রিত কর,—
সে-সংহতি এককেন্দ্রিক সার্থকতায়

কখনই সংহত হ'য়ে উঠবে না,
ভেজাল রকমারি নিয়ে
নানা রকমারি অভিব্যক্তিতে
বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রতে ক'রতেই চ'লবে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী, পূরণপোষণী আদর্শে অনুবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'কেই প্রদীপ্ত ক'রে ধর,
যা'তে মানুষের বোধপ্রণালীগুলি
সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে
তাঁ'তেই নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
সংহতি স্ফুটনসম্বেগে জমাট বেঁধে উঠবে—
অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্ম্মের প্রদীপ্ত বিকিরণ নিয়ে ;
ঐ একানুধ্যায়ী সত্তাধারণী পোষণ-প্রবৃদ্ধির
আপূরণী যা', তা'ই-ই ধর্ম্ম,
আর, ধর্ম্মের কেন্দ্রই হ'চ্ছে—
সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ যিনি। ৩৯৪৪ ।
১৯।১২।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

যে তোষণ ও পোষণ-অনুচর্য্যা
তোমার সত্তা, তোমার বৈশিষ্ট্য,
তোমার জাতি, তোমার আভিজাত্য,
তোমার সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্র-সংহতিতে সংঘাত এনে
বিরুদ্ধ যা' তা'কে ভেজাল ও ঝাঁঝাল ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে ব্যাহত ক'রে—
গণসমাজকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তুলে,—
সে তোষণ ও পোষণ-অনুচর্য্যা কিন্তু পাপের,
অসৎ তা',

সত্তাধ্বংসী তা',
তা'কে নিরোধ করাই ধর্ম্ম। ৩৯৪৫।
১৯।১২।১৯৫১, বেলা ১১-১০

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অবমাননা
যেমন অপরাধ,—
ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্যের অপলাপও
তেমনি গর্হিত,
কারণ, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত ক'রলে
তা' যেমন খাটো হ'য়ে যায়,—
যা'র ফলে, নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য
প্রতিক্রিয়ায় তেমনি হ'য়ে দাঁড়ায়,—
ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্যকে অবদলিত ক'রে
কুৎসিত অর্থে ব্যবহার ক'রলে
ঐ ভাষাগত বোধের সঞ্চারও
তেমনি অবদলিত হ'য়ে ওঠে। ৩৯৪৬।
২০।১২।১৯৫১, বেলা ১০টা

গৃহপালিত পশুপক্ষী,
শুধু পশুপক্ষী কেন, এমন-কি, গাছপালাদের প্রতিও
ইষ্টানুগ স্নেহল অনুকম্পী হ'য়ে
তা'দের অনুচর্য্যাপরায়ণ থেকো,
তা'দের সুখদুঃখ, স্বাস্থ্য, আহার-বিহার ইত্যাদির প্রতি
বিহিত বিচক্ষণতার সহিত নজর রেখে
তা'দিগকে বলী ও বর্দ্ধনশীল ক'রে রাখতে ভুলো না ;
শুধু গৃহপালিত পশুপক্ষী বা গাছপালাই কেন—
যেখানেই যা'কে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ দেখতে পাচ্ছ,

অনুকম্পা-সহকারে সাধ্যমত
তা'দিগকে সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তুলতে ত্রুটি ক'রো না ;
অবস্থার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে অনুভব ক'রো,
এতে, এই অনুকম্পী অনুভূতির ভিতর-দিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ বিচক্ষণ-পরিচর্য্যায়
তোমার বোধি প্রসার লাভ ক'রে
সত্তাকে বিস্তারে বিন্যাস ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রবে ;
আর, এ হ'তে বিমুখ যদি থাক,
তাচ্ছিল্যে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চল,
সে-পাপ তোমার বিস্তারকেও অবজ্ঞা ক'রেই চ'লবে,
বিস্তারের আত্মপ্রসাদ
প্রসার-দীপনায় উল্লসিত ক'রে তুলতে পারবে না
তোমাকে। ৩৯৪৭।
২১।১২।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

যে-বৃত্তি তোমাকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টার্থদীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তা'কে বলী ও বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলো,
আর, তা'র অন্তরায়ী যা' সেগুলিকে নিঃস্ব ক'রে তুলে
ঐ ইষ্টার্থদীপী বৃত্তিগুলিতে
অন্বিত ক'রে, সার্থক ক'রে
তা'দের অনুচর্য্যী ক'রে তোল,—
যেন ঐ শ্রেয়ানুচর্য্যী বৃত্তিগুলির রঙে
সেগুলি রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে,

আর, ঐ অন্তরাসী বৃত্তি-বৈশিষ্ট্যও
ঐ বৈশিষ্ট্যেই সার্থক অনুবেদনায়
বিশেষ হ'য়ে ওঠে ;
এই প্রযত্নে যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে,
শুভও ততই এগুতে থাকবে তোমার দিকে। ৩৯৪৮।

২১।১২।১৯৫১, বিকাল ৫-৫০

জপই কর, তপই কর,
ধ্যান-ধারণাই কর,
পূজা-অর্চ্চনায় মস্‌গুল হ'য়ে যতই থাক না কেন,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমের জীয়ন্ত-বেদীমূলে
অচ্যুত অনুরাগ-সন্দীপ্ত সক্রিয় অনুধ্যায়িতায় নিবদ্ধ হ'য়ে
নিজের জীবনকে তদনুগ সার্থক অনুচর্য্যায়
নিয়ন্ত্রিত না করছ,
বর্ত্তমানের ভিতর
বিগতদের জীবন-অনুরণন-অনুভব ক'রে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সার্থক না হ'তে পারছ,
ততক্ষণ উদ্ধার তোমার উদ্ধত আত্মশ্লাঘী হ'য়েই চ'লবে ;
তাই, বিগতদের প্রতি গ্রন্থিনিবদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমানকে উপেক্ষা ক'রতে যেও না,
বর্ত্তমান অমনতর কাউকে যদি না পাও,—
অন্ততঃ অব্যবহিত পূর্ব্বতন যিনি
তদনুবর্ত্তী আচার্য্যকে অবলম্বন ক'রে
ঐ বিগত পুরুষোত্তমের অনুধ্যায়িতা নিয়ে চ'ললেও
খানিকটা এগিয়ে চ'লতে পার,

কারণ, অস্তমিত সূর্য্যও
অনেকক্ষণ তা'র আলোক বিকীর্ণ ক'রে থাকে। ৩৯৪৯।
২১।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৫

কোথাও কিছু যদি দেখতে যাও,
বুঝতে যাও বা জানতে যাও,
অন্তরাসী শ্রদ্ধা-সহকারে
সন্ধিৎসা নিয়ে
যা' দেখতে যাচ্ছ, বুঝতে যাচ্ছ বা জানতে যাচ্ছ,
তা'র বাস্তব অভিব্যক্তির সহিত
আশেপাশের যা'-কিছুই থাক্ না কেন,
প্রত্যেকটিকে দেখে
তা'র অবস্থান ও সঙ্গতিকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
বেশ ক'রে অনুভব ক'রে
বোধে নিয়ে এসো—
যতটুকু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্ভব তোমার পক্ষে,
এই দেখা যতখানি সম্যক্ হ'য়ে উঠবে,—
মস্তিষ্কের বোধিসঙ্গতিও তেমনতর সুষ্ঠু হ'য়ে উঠবে;
মানসিক অন্ধতা বা বধিরতার প্রশ্রয় দিতে যেও না,
ওতে তোমার ঐ সম্যক্ সন্ধিৎসা ও চলন
ব্যাহত ও বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠতে পারে। ৩৯৫০।
২১।১২।১৯৫১, রাত্র ৭-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
অচ্যুত শ্রদ্ধোষিত সুধী দৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দিয়ে
যখন থেকে দোষদৃষ্টিকে আমন্ত্রণ ক'রলে,

জীবনরাজ্যে তখন থেকেই
জাহান্নমের জয়জয়কার সুরু হ'ল,
শাতনকেই প্রভুপদে বরণ ক'রলে তখন থেকে। ৩৯৫১।
২২।১২।১৯৫১, বেলা ৯-৫

যা'রা বিগত প্রেরিত পুরুষোত্তমদের
কা'রও প্রতি টেকনিবদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তমকে
উপেক্ষা ক'রে চলে,
বর্ত্তমান যিনি তাঁ'র ভিতরে
তাঁ'দের অনুরণনকে অনুভব ক'রতে পারে না,—
তা'রা বিগত যাঁ'রা, তাঁ'দের তো হারায়ই,
বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম হ'তেও
বঞ্চিত হয়;
কারণ, বিগতের প্রতি অনুরাগ
মানুষের নিজ ধারণা-প্রসূতই হ'য়ে থাকে,
তা'র মানে হ'চ্ছে—
তা'রা নিজের মনগড়া বিগতের অনুসরণে
নিজেকেই অনুসরণ ক'রে চলে,
আর, যা'রা—
বর্ত্তমান যিনি প্রবুদ্ধ হ'য়ে প্রকট প্রগতিতে
অবতীর্ণ হ'য়েছেন,—
তাঁ'র অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চলে,
তা'রা তাঁ'র ভিতর-দিয়ে
বিগত যাঁ'রা তাঁ'দিগেতে সার্থকতা লাভ ক'রে
আরোতরে উপনীত হ'য়ে ওঠে। ৩৯৫২।
২২।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার ভুল, অব্যবস্থ চলন,
বা দায়িত্বের ভাঁওতা
যদি কা'রো ক্ষতি বা বেদনার কারণ হয়,—
তা'র জন্য দায়ী কিন্তু তুমি,
তা'র ক্ষতির আপূরণে বা বেদনা-নিরাকরণে
বিহিতভাবে যা' যা' ক'রতে হয়,
সত্তাসঙ্গত নৈতিক অনুশাসন-অনুযায়ী
তুমি তা' ক'রতে বাধ্য,
যদি বিহিতভাবে ক'রেও নিস্ফল-মনোরথ হও—
তা'তে তোমার অনেকটা সান্ত্বনা আসতে পারে,
তাহ'লেও প্রকৃতির শাসন
তোমাকে অনুতপ্ত ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না,
আত্মশুদ্ধিই কেবল
বিধ্বস্তির হাত হ'তে রেহাই দিতে সক্ষম। ৩৯৫৩।
২৩.১২।১৯৫১, রাত্রি ১০-৩০

অচ্যুত শ্রদ্ধাভিদীপনায়
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুধ্যায়িতা নিয়ে
তুমি ঐ সুকেন্দ্রিক আগ্রহপরায়ণ নিয়মানুবর্ত্তিতাকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
বা শ্লথ পরিচর্য্যার অলস চলন নিয়ে
যদি চ'লতে থাক,
তোমার নিয়োজিত সহকর্ম্মী,
তা'রা ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক,
কিছুতেই নিয়মানুবর্ত্তী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার অনুশাসন তোষণ-দীপনা নিয়ে
প্রীতিকঠোর শাসনে

তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারবে না,
ফলে, কর্ম্মশৃঙ্খলা মানসিক ব্যতিক্রমের সহিত
বিশৃঙ্খল হ'য়েই চ'লবে,
কোন কাজেই উপচয়ী, উদ্বর্দ্ধনী পদক্ষেপে চলা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে ;
তোমার অনুচর ও কর্ম্মচারী যা'রা
ঐ নিয়মানুবর্ত্তী অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে অনুপ্রেরিত যতই ক'রে তুলতে পারবে—
কর্ম্মঠ আগ্রহ-সম্বেগকে দীপ্ত ক'রে তুলে,
তা'রাও নিষ্পন্নতার আবেগ নিয়ে
সুশৃঙ্খলার সহিত অমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
যা'ই কর, আর তা'ই কর,
ঐ সুকেন্দ্রিক চলনে তুমি নিজে
অনুপ্রেরিত ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে চল,—
তোমার অনুচর বা কর্ম্মচারী যা'রা,
তা'দের ভিতরও ঐ অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হ'য়ে
কর্ম্মঠ দীপন পরিচর্য্যায়
অনুশাসনী প্রীতিকঠোর শাসন-নিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ, সুশৃঙ্খল, সহযোগী কৃতীচলন-সার্থকতায়
স্বগোষ্ঠী তোমাকে
কৃতার্থতায় অভিষিক্ত ক'রে তুলবে। ৩৯৫৪ ।
২৪।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৩০

দেশে শ্রেয়ানুধ্যায়ী সুসঙ্গত বোধি-প্রাঞ্জল
বীর্য্যবান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী মহানদের
অভাব ঘ'টে ওঠে যতই,—
জাতিও অসহায় হ'য়ে ওঠে ততই,

প্রবৃত্তিলাঞ্ছিত সত্তাসংরক্ষণী আকূতির সম্বেগ থেকে
অপরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিকতাও
মাথা-তোলা দিয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ,
প্রবুদ্ধ বীর্য্যশালী ব্যক্তিত্বে
জাতি তখন আর দানা বেঁধে উঠতে না পেরে
দিশেহারা বিচলিত বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
প্রবৃত্তি-তাড়নায় সশঙ্ক অসহায়ের মত
আত্মরক্ষায় বিভ্রান্ত হ'য়ে চলে। ৩৯৫৫ ।
২৪।১২।১৯৫১, বেলা ৯-২০

করণীয়ের অনুশীলনই যোগ্যতার উদ্গাতা,
আর, যোগ্যতাই অধিকারের সংস্থাপক। ৩৯৫৬ ।
২৪।১২।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০

নিঃশ্রেয়-বিধিকে অবজ্ঞা ক'রতে পার,
তাচ্ছিল্য ক'রতে পার তা'কে,
সে-স্বাধীনতা তোমার আছে,
কিন্তু প্রকৃতি তা'র দুর্দ্দান্ত আঘাত হানতে নিবৃত্ত হবে না—
সেও ঠিক,
সে-স্বাধীনতা প্রকৃতিরও আছে ;
বোঝ,
যা' শ্রেয় বিবেচনা কর, তা'ই কর। ৩৯৫৭ ।
২৪।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৫-৩৫

বর্ণ, কুল ও মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ বা সমান,
এমনতর কোন পাত্রে কন্যাদান না ক'রে

যদি অশ্রেয় কোন পাত্রে দান করা যায়—
তবে সে-কন্যা অমনতর সাহচর্য্যের ফলে
হ্রস্বদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বার্থসন্ধিক্ষু,
দুষ্কর্ম্ম-গোপন-স্বভাব,
আত্মসুখী, অশ্রেয়বুদ্ধিপরায়ণ,
কুৎসিত, কুটিল, পরশ্রীকাতর,
কৃতঘ্ন, প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ
অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা-তৎপর হ'তে থাকে ক্রমশঃ;
তৎপ্রসূত জাতকও
যত বড় বিদ্বান ও কৃতিমান হোক্ না কেন—
সে নীচমনা, বিকেন্দ্রিক, শ্রেয়শ্রদ্ধাহারা
অসুরবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
পুরুষও অপগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
শরীরে, মনে ও মস্তিষ্কের বোধিতাৎপর্য্যে,
তাই, অমনতর বিবাহ অবৈধ এবং অসিদ্ধ। ৩৯৫৮।
২৪।১২।১৯৫১, রাত্রি ৭-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিগত তথাগত যাঁ'রা,
প্রেরিত পুরুষোত্তম যাঁ'রা,
তদনুবর্ত্তী ঋষি যাঁ'রা,
তাঁদের অন্বয়ী সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্যকে ভিত্তি ক'রে
সেই সূত্র-অবলম্বনে
তৎসঙ্গতিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নবীনকে
নতজানু উপাসনায় আবাহন ক'রো,
আলিঙ্গন ক'রো,
তদনুবর্ত্তিতায় নিজেকে অনুচালিত ক'রো;

তদর্থপরায়ণ অনুপ্রাণনায়
উপচয়ী কর্ম্মঠ-সম্বেগী
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
সুধী পদবিক্ষেপী তাপস অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
পরমার্থে সার্থক হবার উদাত্ত পন্থা ;
তোমার জীবনগতিই যেন
ঐ প্রাচীনের সুসঙ্গত তালে
সত্তাপোষণী নবীন উদ্বর্দ্ধনায়
জ্যোতিষ্মান ভবিষ্যের দিকে চ'লতে থাকে—
আরো হ'তে আরোতর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে,
অমরতার মধুমঙ্গল-আবাহনে,
অমরণ অমৃত দীপনায়। ৩৯৫৯।
২৬।১২।১৯৫১, রাত্র ৭-১০

যতদিন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রাচীন পুরুষোত্তমদিগেতে একসূত্রসঙ্গত
তদর্থ-অনুচারী, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ
নবীন প্রেরিত পুরুষোত্তমের আবির্ভাব না হ'চ্ছে,
ততদিন পর্য্যন্ত অব্যবহিত পূর্ব্বতন
বৈশিষ্ট্যপালী তথাগত বা প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁ'রই অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তোমার জীবন-অভিযানকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো—
সার্থক একত্বানুধাবনী সঙ্গতি-সন্দীপী তৎপরতায়—
তদনুধ্যায়ী, অচ্যুত, একনিষ্ঠ তাপস-অনুচর্য্যী
বিজ্ঞ চরিত্রবান মহৎ সংশ্রয়ে দীক্ষিত হ'য়ে—
সুষ্ঠু সংস্থিতি-সহকারে,

মুক্তমনা হ'য়ে,
মূঢ় গ্রন্থিনিবদ্ধ না থেকে,
বোধবীক্ষণী সজাগ দীপন চক্ষু নিয়ে;
নজর রেখো, যেন অযথা নবীনকে না হারাও। ৩৯৬০।
২৬।১২।১৯৫১, রাত্র ৭-২৫

যাঁ'রা তথাগত,
যাঁ'রা প্রেরিত পুরুষোত্তম,
যাঁ'রা অবতার পুরুষ,
তাঁ'দের স্বভাবসিদ্ধ মোক্ষম বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—
তৎপূর্ব্ব বিগত পুরুষোত্তম যাঁ'রা
তাঁ'দিগেতে সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধোষিত অনুরণনশীল
প্রাণনপ্রবুদ্ধ স্বীকারানতি—
তা' তত্ত্বতঃ ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে,
বাস্তবিকতায় ও আত্মিকতায়—
একসূত্রসঙ্গত তাৎপর্য্যশীল বোধিবীক্ষণে;
তাঁ'রা ঐ প্রাচীনের সুসঙ্গত বোধি-তৎপরতায়
একত্বানুধ্যায়ী সম্বেগ নিয়ে
দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, সত্তাপোষণী
সুসঙ্গত, সম্বর্দ্ধনশীল অভিযানপ্রবণ;
তাই, বাহ্যতঃ ঐ পুরুষোত্তমের অনুবর্ত্তী হ'য়েও
যাঁ'রা বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তমদের প্রতি
ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন,—
আরোর উৎসারণী অনুপূরক বর্ত্তমান প্রেরিত পুরুষোত্তম
অবজ্ঞাত যা'দের কাছে,—
সেখানে নৈষ্ঠিক অনুসরণ নেই,

আছে প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ আত্মম্ভরিতা ;
এমনতর আচার্য্যই হউন
বা তথাকথিত বিখ্যাত মহানই হউন,
তাঁদের হ'তে উপদেশ-গ্রহণ
বিড়ম্বনা ছাড়া, আর কিছুই নয়কো,
তাঁ'রা পরস্পরের ভিতর ভেদ সৃষ্টি ক'রে
গণসংহতিকেই বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলেন—
বাস্তবিকতা ও আত্মিকতাকে হনন ক'রে ;
তাই, ঐ জাতীয় উপদেশ-গ্রহণে
বা অমনতর প্রবোধনার ভিতর
সার্থকতা তো নেই-ই,
বরং আছে আত্মঘাতী অপরাধের
কৃতান্ত আহ্বান,
অমনতর দেখলে
সেখানে নতিস্বীকার না ক'রে
বরং কুলকৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে চ'লো,
অমনতর উপদেষ্টার উপদেশ-আদিষ্ট হ'তে যেও না,
আর, নৈষ্ঠিক উন্মুখতা নিয়ে অপেক্ষা ক'রো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম
বা তদনুবর্ত্তী একত্বানুধ্যায়ী সঙ্গতিশীল আচার্য্যের জন্য,
হিত না হো'ক, অহিত হবে না । ৩৯৬১ ।
২৬।১২।১৯৫১, রাত্র ৮টা

বরং মানুষের তোষণ-তৎপর থাক্—
সৎ-অনুচর্য্যী হ'য়ে,
খোশামুদে হ'য়ে অসৎ-সমর্থক হ'তে যেও না । ৩৯৬২ ।
২৬,১২।১৯৫১, রাত্র ৯-১৫

তোমাদের ভিতর যত সম্প্রদায়ই থাক্ না কেন,
তা'দের পৃষ্ঠমেরু যেন হয় সৎ-অনুধ্যায়িতা ;
আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম
যেন হন তা'র কেন্দ্রপুরুষ,
বোধিতৎপর সুসঙ্গত সার্থক অভিযান-তৎপরতায়
ঐ কেন্দ্রেই যেন তা'রা অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
প্রতিটি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রপুরুষ
ঐ পুরুষোত্তম-কেন্দ্রিকতা নিয়ে
যেন পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
আপূরণী অনুচর্য্যী অনুদীপনা নিয়ে,
প্রত্যেকেরই সুখে যেন প্রত্যেকে সুখী হয়,
প্রত্যেকেরই দুঃখে যেন প্রত্যেকে দুঃখ অনুভব করে,
প্রত্যেকের নিরাপত্তাতেই
প্রত্যেকে সঙ্ঘবদ্ধ বাস্তবতায়
আপদ-নিরোধী হ'য়ে ওঠে,
অর্থ, বিত্ত ও সম্পদের পারস্পরিক অবদানে
প্রতিপ্রত্যেকেই যেন পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতার সুদৃঢ় বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শুভ সহযোগী প্রতিযোগিতা নিয়ে—
দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ-বিবর্জ্জিত হ'য়ে—
সব সম্প্রদায়ের মহৎ সংহতি নিয়ে
বজ্রবন্ধনে সংহিত হ'য়ে,
প্রত্যেকেই যেন মহান শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
সন্ধিৎসা-সম্পন্ন কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে অভিদীপ্ত হ'য়ে
একানুধ্যায়িতার উৎসর্জ্জনী আবেগে ;
এমনি ক'রে সবাই তোমরা সার্থক হও,
পরমার্থে প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,

আয়ুষ্মান হ'য়ে ওঠ,
বোধিতে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তিতে সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠ,
শান্তি-সন্দীপ্ত জীবন-অভিজ্ঞান নিয়ে
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে চল,
স্বর্গ উৎফুল্ল-স্ফুরণে
পারিজাত-দীপ্তিতে
আলোকমণ্ডিত ক'রে তুলুক তোমাদিগকে। ৩৯৬৩।
২৬।১২।১৯৫১, রাত্র ১০-৩০

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থপরায়ণতার সহিত
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে
সন্ধিৎসু, সুকৌশলী, সুসঙ্গত বোধিতৎপরতায়
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের হৃদ্য সমঞ্জসা চলনে
নিরন্তর হ'য়ে
যা'রা চ'লতে থাকে নিরলস অভিযানে,
তা'রাই শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
সঙ্গতি-তৎপর গণ-সংহতিতে। ৩৯৬৪।
২৭।১২।১৯৫১, সকাল ৭-৫৫

যদি কেউ নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য,
বর্ণগত বৈশিষ্ট্য
ও সদাচার-সমন্বিত কুলবৈশিষ্ট্যকে
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ, আত্মঘাতী তথাকথিত ঔদার্য্যের বাহানায়
ব্যাহত করে বা বিসর্জ্জন দেয়,
তা' দিক,
তুমি কিন্তু তা' ক'রতে যেও না,

কারণ, ঐ সত্তাসঙ্গত ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য হ'তেই
তুমি অভিব্যক্ত হ'য়েছ,
তা'কে অপঘাত ক'রা মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ক্রমান্বয়ী, পর্য্যায়ী উদ্ভবের
স্ফোটনতাৎপর্য্যতে অভিঘাত হানা,
নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারা ;
তুমি তো অন্যের বৈশিষ্ট্য-পরিপালী হবেই,
নিজের বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত, অটুট, সম্বর্দ্ধনশীল রেখে—
শ্রদ্ধোৎফুল্ল দীপন-উল্লাসে ;
জীবন-চলনায় সার্থকতার ভিত্তিই ওখানে। ৩৯৬৫।
২৭।১২।১৯৫১, সকাল ৮-৪৫

বিষয়ে অনুবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ো না,
বিষয়ের ঊর্দ্ধে থেকে
উপচয়ী ইষ্টানুগ পন্থায় তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হ'য়ে উঠবে,
আর, বিষয়ও তোমাকে পীড়িত ক'রে তুলতে পারবে না—
বিষাক্ত বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে। ৩৯৬৬।
২৭।১২।১৯৫১, বেলা ১১-৪০

তোমার বা তোমাদের কী ছিল, কী নাই,
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক—
অনুসন্ধানী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ভেবে দেখ,
বোঝ তা',
কী ক'রেই বা ছিল, আর নাই-ই বা কেন—
তা'ও তলিয়ে দেখ,
মন্দই বা অপসারিত হ'লো কী ক'রে,

আর, ভালই বা উচ্ছল হ'য়েছিল কেন—
নিবিষ্ট পরিবীক্ষণে খতিয়ে দেখ তা';
আর, মন্দ কিছু থাকলে,
তা' কেমন ক'রেই বা নিরসন ক'রতে হবে,—
সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে
নির্দ্ধারণ কর তা';
ভেবে দেখ—
তুমি বা তোমরা কী চাও,
ঐ বহুদর্শী সন্ধিৎসা-নিঃসৃত বোধির 'পর দাঁড়িয়ে
সেই পথে অগ্রসর হও,
সত্য যা', শিব যা', সুন্দর যা',
বাস্তব সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী নির্দ্ধারিত পন্থায়
তা'র অর্জ্জনী অভিযানে আত্মনিয়োগ কর,
এমনি ক'রেই সপরিবেশ তুমি
বিবর্ত্তন-প্রচেষ্টায় অর্জ্জনী পদক্ষেপে চ'লতে থাক,—
শুভ
সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তোমাদিগকে শিবসুন্দরে সার্থক ক'রে তুলবে। ৩৯৬৭।
২৮।১২।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

যা'রা নিজের গুরুজন,
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব
বা পরিবেশের কোন কা'রও কাছ থেকে
নিজের প্রয়োজন-আপূরণী অবদান বা অর্থ সংগ্রহ ক'রে
নিজের প্রয়োজনের তাগিদ নির্ব্বাহ করে,
অথচ তা'দিগকে
নিজের সাধ্য, সংস্থান বা প্রচেষ্টা-মতন

পরিপূরণ ক'রতে স্পৃহাশূন্য, নারাজ,
তা'রা নিজের যোগ্যতাকে নিথর ক'রে
অভিশপ্ত জীবন বহন তো করেই,
তা' ছাড়া, তা'দের পরিবেশের ভিতর
ঐ চরিত্রকে সঞ্চারিত ক'রে
তা'দিগকেও অমনতরই ক'রে তোলে ;
তা'দের মাথায় এই বুদ্ধিই গজিয়ে ওঠে না যে,
যাকে বা যা'দের দিয়ে তা'রা পাচ্ছে,—
সেবায়, অনুচর্য্যায়, অবদানে
তা'দিগকে পরিপুষ্ট ক'রে না তোলা
একটা মহৎ অপরাধ,—
যে-অপরাধ নিজেকে ক্রমশঃ শীর্ণ ক'রে তুলে
অন্যতেও সঞ্চরণশীল হ'য়ে ওঠে ;
দৈন্য ও দারিদ্র্যের অভিশপ্ত কোটর চক্ষু
তা'দিগকে যে শঙ্কিত ক'রে তুলবে,
তা'র আবার বাধা কী ? ৩৯৬৮ ।
২৮।১২।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

যা'রা ঈশ্বর, প্রেরিতপুরুষ ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে
মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে
সেই বাহানায়
প্রবৃত্তিস্বার্থের আপূরণ প্রচেষ্ট হ'য়ে চলে,
তা'রা ঘোর অপরাধী, বর্ব্বর ও লোকপ্রবঞ্চক । ৩৯৬৯ ।
২৯,১২।.৯৫১, বেলা ৯-৪৫

যে-অনুরাগের আঁট নেই,
সৎ, সুকেন্দ্রিক নয়কো,

যা' লোকমতবিদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু শাতন-প্রভবান্বিত,
ব্যক্তিত্বকে জমাট বেঁধে তুলতে পারে না তা';
আর, যে-অনুরাগ সুকেন্দ্রিক, সুসংহত,
লোকমতের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে না,
বরং লোকমতকে বোধিবৃদ্ধ ক'রে
হৃদ্য অনুচর্য্যায় সুসঙ্গত ক'রে তুলতে পারে,
তা' ব্যক্তিত্বকে সুসঙ্গত ক'রে তোলে,—
তা' দৈবী। ৩৯৭০।
২৯।১২।১৯৫১, বেলা ১০-১৫

সঙ্গীন-তান্ত্রিক স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়কো,
সুসঙ্গত, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, সত্তাপোষণী
অনুশাসনদীপ্ত স্বাধীনতাই
প্রকৃত স্বাধীনতা,
নয়তো, তা' ভূয়া,—বিপদসঙ্কুল। ৩৯৭১।
২৯।১২।১৯৫১, বেলা ১০-১৮

উপচয়ী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
নিজ স্বার্থসন্ধিক্ষুতা নিয়ে
যতখানি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চ'লবে,
তোমার স্বতঃসন্দীপ্ত স্বার্থপ্রতিষ্ঠাও
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে চ'লবে ততই;
স্বার্থলোলুপতা লেলিহান হ'য়ে
তোমার স্বার্থকেই
শ্লথ, সংক্ষুব্ধ ও সঙ্কীর্ণ ক'রেই রাখবে। ৩৯৭২।
২৯।১২।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০

প্রবৃত্তি-প্রভবান্বিত ভোগলিপ্সু চাহিদা ও চলনই
অসুরবুদ্ধি-প্রসূত,
আর, সত্তাকে ধারণ ক'রে,
পোষণ করে,
বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্দ্ধনায় আপূরিত ক'রে তোলে,
—এমনতর সুকেন্দ্রিক বোধিসঙ্গত চাহিদা ও চলনই
দেববুদ্ধি-প্রসূত। ৩৯৭৩।
২৯।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিবেচনা প্রবৃত্তি-সঞ্জাত অনুদীপনা নিয়ে
অনুরঞ্জিত হ'য়ে থাকে,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রবৃত্তিগুলি
ইষ্টার্থপরায়ণ সার্থক সত্তাপোষণী হ'য়ে অন্বিত হয়;
তাই, বিবেচনার রঙ বা ঢং দেখেই
সাধারণতঃ বুঝতে পারা যায়—
কী প্রবৃত্তির দ্বারা অনুরঙ্গিল কে। ৩৯৭৪।
৩০।১২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-৩০

শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ অভিদীপনায়
দশজনের সাহায্য যা'রা করে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
তোমার অনুবেদন-অনুকম্পা নিয়ে
তা'দিগকে সাহায্য ক'রো—
শ্রদ্ধাবনত সম্ভ্রমাত্মক অন্তরে;
পরে, আর যা'কে যেমন পার ক'রো। ৩৯৭৫।
৩১।১২।১৯৫১, সকাল ৮-২০

ইষ্টার্থ-অনুসেবী ধর্ম্মই
পূর্ত্তনীতির উদ্গাতা,
যা'রা স্বকেন্দ্রিক ধর্ম্মানুচর্য্যায় অবিশ্বাসী—
পূর্ত্তনীতি তা'দের ভ্রান্ত ও বিপদ-সঙ্কুল। ৩৯৭৬।
৩১।১২।১৯৫১, সকাল ৮-২৬

কাপুরুষ সেই
যে সত্য কোথায় বা কী—
তা' বোঝে,
অথচ গ্রহণও করে না তা'
বা চলেও না তেমন। ৩৯৭৭।
৩১।১২।১৯৫১ বেলা ১০-৪৮

কর্ম্মঠ প্রস্তুতি-সহ সাবধান থাকা চিরদিনই ভাল,
কিন্তু এমনতর সাবধান হওয়া ভাল না—
যা' মানুষকে ভীরু ক'রে তোলে। ৩৯৭৮।
৩১।১২।১৯৫১, বিকাল ৪-২৫

ইষ্টবিহীন বিকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা
সাপের চেয়েও সন্দেহের। ৩৯৭৯।
৩১।১২।১৯৫১, বিকাল ৪-৩০